বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮৩

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮৩

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম.এ., ডি.লিট্.
লিখিত ভূমিকা-সহিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির
কলিকাতা
১৩৪০

বন্ধুবর

শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির অভাব নাই, দু-একখানি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থও আছে। কিন্তু একটি কারণে সেগুলির কোনটিই ঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। সে কারণ আর কিছুই নয়, নাট্যশালার ইতিহাসের মৌলিক উপাদানের সহিত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় কিংবদন্তী, স্মৃতিকথা অথবা পরবর্ত্তী কালের রচনার উপর নির্ভর করিয়াছেন,—সমসাময়িক বিবরণ উদ্ধার করিবার বিশেষ প্রয়াস পান নাই। সেজন্য তাঁহাদের রচনায় অনেক ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে এবং তারিখের বেলা এই সকল ভুল প্রায়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অমৃতলাল বসু 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে প্রকাশিত (৮ কার্ত্তিক ১৩৩১) একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটি বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয়;—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ও পুরাতন বিজ্ঞাপন পত্রের তাড়া।" এই অতিসত্য কথাটি স্মরণ রাখিয়া সমসাময়িক সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাংলা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়াই বর্ত্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় নাট্যশালার বয়ঃক্রম প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল। যখন উহার সূত্রপাত হয়, তখন এ-দেশে বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, পরবর্ত্তী কালে অবশ্য বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষারই অনেক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই সকল পত্রিকায় বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসের এত উপাদান নিহিত রহিয়াছে যে, শুধু এগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র গ্রথিত করিয়া দিলেই বঙ্গীয় নাট্যশালার একটি সুন্দর ইতিহাস হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরাতন বাংলা পত্রিকাদি ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের জলবায়ুর জন্য এবং আমাদের নিজেদের যত্নের অভাবেও বটে, বহু পুরাতন পুস্তক ও সংবাদপত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা অযত্নে অব্যবস্থিত অবস্থায় নষ্ট হইতেছে।

যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও সম্পূর্ণ ফাইল পাইবার উপায় নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল পত্রিকা ও পুস্তকের খোঁজ পাইয়াছি, তাহা হইতে নাট্যশালার ইতিহাসের যথাসম্ভব নির্ভুল একটি কাঠামো গড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। ইহাকে আমি পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস বলিতে পারি না এবং অপরেও যেন তাহা মনে না করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই প্রবন্ধগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তকের সবগুলি পরিচ্ছেদই প্রবন্ধাকারে 'মাসিক বসুমতী' (১৩৩৯) ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রে (১৩৩৯-৪০) প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর অনেক নূতন তথ্য আমার হস্তগত হওয়ায় এগুলি বর্ত্তমান পুস্তকে একেবারে অবিকল মুদ্রিত হয় নাই, প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র এবং শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে'র পুরাতন ফাইলগুলি দেখিতে দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

২২, নয়ানচাঁদ দত্তের স্ট্রীট
কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকের পরিচয়-স্বরূপ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু যে-পুস্তক আপনিই আপনার পরিচয় বহন করে, তাহার ভূমিকা লেখা বাহুল্য মাত্র। পরিচিত লেখকের পরিচয়-দানও অনাবশ্যক।

বাঙ্গালা নাট্যশালা অধিক দিনের পুরাতন নহে। হেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত ক্ষণস্থায়ী প্রথম বাঙ্গালা নাট্যশালার (১৭৯৫ খৃঃ অঃ) কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে। কিন্তু নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার বাড়ীতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই নাট্যশালা স্থায়ী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই, এবং বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি নাট্যশালা দেখা দিয়াছিল। আশুতোষ দেবের (সাতু বাবুর) সিমলার বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইহার কিছু পরে মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের সুপ্রসিদ্ধ কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক অভিনীত হইয়াছিল, এবং উক্ত নাট্যকারের অনূদিত বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ের দ্বারা ৯ই এপ্রিল তারিখে স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হইয়াছিল। ইহার প্রায় এক বৎসর তিন মাস পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগেছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে যে-নাট্যশালা, রামনারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত রত্নাবলীর অভিনয়ের সহিত ৩১শে জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠকের অধিকতর সুপরিচিত। কিন্তু ইহার দশ বৎসরের মধ্যে, মেট্রোপলিটন থিয়েটর (২৩শে এপ্রিল ১৮৫৯), শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাইভেট থিয়েটিকাল সোসাইটি (১৮ই জুলাই, ১৮৬৫), যতীন্দ্রমোহন

ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাট বঙ্গনাট্যালয় (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫), জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যশালা (৫ই জানুয়ারী ১৮৬৭), বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উদ্যোগে স্থাপিত বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৮) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সমান উল্লেখযোগ্য রঙ্গালয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধনী ও গুণী ব্যক্তিগণের উৎসাহে স্থাপিত এই রঙ্গমঞ্চগুলির একটিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালা নাট্যশালার ও নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের স্থান চিরকাল-স্থায়ী। এই সকল রঙ্গমঞ্চেই রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু প্রভৃতি বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের প্রথম যুগের নাট্যকারগণের রচনা মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। এই নাট্যশালাগুলিকে ব্রজেন্দ্র বাবু সখের নাট্যশালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং ইহাদের অধুনা সুপরিচিত ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তখনও স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু এই সখের নাট্যশালাগুলিই পরবর্ত্তী সাধারণ রঙ্গালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এমন কি, প্রথম পেশাদারী ন্যাশনাল থিয়েটারের উৎপত্তি (১৮৭২) বাগবাজারের এইরূপ একটি সখের দল হইতেই হইয়াছিল। এই সময় হইতে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে আরব্ধ হইল, এবং কেবল বিদ্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের অনিশ্চিত উৎসাহের উপর আর ইহাকে নির্ভর করিতে হইল না। ইহা স্মরণযোগ্য যে, দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী ও নীলদর্পণ অভিনয়ের দ্বারাই এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাট্যশালার এই বিচিত্র ইতিহাস, শুধু সাহিত্যিকের নহে, সাধারণ পাঠকেরও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য ও মূল্যবান্ কথা থাকিলেও তথ্য-হিসাবে একটিও পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলিয়া ঐতিহাসিকের গ্রহণযোগ্য হইবে না। বেশীর ভাগ লেখাই খোসগল্পকে প্রাধান্য দিয়াছে, অথবা তথ্য ও অতথ্য সমস্তই নির্ব্বিচারে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। পুরাতন তথ্যের সূক্ষ্ম-পরীক্ষণ ও নূতন তথ্যের সযত্ন-সন্ধান হিসাবে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক নাতিদীর্ঘ হইলেও মূল্যবান্। ব্রজেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধিৎসা, তথ্যানুরাগ ও অধ্যবসায় সুপরিচিত। দিনের পর দিন, আবর্জ্জনার মত

স্তূপীকৃত পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটা এখন তাঁহার ব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও একটি বিস্মৃত বা অজ্ঞাত সাময়িক পত্রিকা অথবা দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সন্ধান পাইলে আর রক্ষা নাই। যত্ন, পরিশ্রম, কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয়—কিছুতেই কুণ্ঠা নাই। তাঁহার অনেক হিতৈষী বন্ধু ইহাকে বাতুলতার লক্ষণ বলিয়া প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমোদ অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উপহাসও তাঁহাকে কখনও বিচলিত করে নাই। জগতে এরূপ তথাকথিত বাতুল ব্যক্তির উপহসিত বাতুলতাই অনেক সময় কার্য্যকরী হইয়াছে। এখানেও ইহার ফলে, গত শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য-ইতিহাসের যে অমূল্য উপাদান অধুনা-বিস্মৃত কাগজপত্রের মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহা এই অক্লান্তকর্ম্মী, সহায়সম্পদহীন, একনিষ্ঠ ব্যক্তির একান্ত অনুরাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে আজ বাঙ্গালা পাঠকবর্গের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপকরণ ইতিপূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ-আকারে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ব্রজেন্দ্র বাবুকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মতামত সবিস্তর আলোচনা করিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে পূর্ব্বগামীদিগের ভুলভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতিও সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্য-নিষ্ঠা তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় কোনও মতই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে দেয় নাই। এই পূর্ব্বগামীদের মধ্যে বর্ত্তমান ভূমিকা-লেখকও যে এক জন সে-কথা স্বীকার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, কারণ তথ্য-নির্দ্ধারণে এরূপ আলোচনা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সকল বিস্তৃত আলোচনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বর্ত্তমান ধারাবাহিক গ্রন্থে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থে পূর্ব্বরচিত প্রবন্ধের সারাংশ গৃহীত হইলেও, ইহা বাহুল্য-বর্জ্জিত হইয়া প্রায় নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় যেরূপ আড়ম্বরহীন, তাঁহার রচনাও সেইরূপ মিতভাষী। তথাপি প্রত্যেকটি তথ্য, তারিখ বা ঘটনা প্রমাণ-সহযোগে বিবৃত হইয়াছে, এবং এই তথ্যানুসন্ধানী, অত্যুক্তিশূন্য ও অসতর্ক-উক্তি-বিরহিত রচনার ধারা প্রকৃত ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবু তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিক। তিনি নাট্যশালার ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ভিতরকার ইতিহাস

লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। তথ্যানুসন্ধানের দিক দিয়া যতটুকু নাট্যসাহিত্যের উল্লেখ প্রয়োজন তাহা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এই যুগের নাট্যসাহিত্যের গতি, প্রকৃতি বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। পরবর্ত্তী পূর্ণতর যুগের অগ্রদূত-স্বরূপ এই অপরিণত যুগের রচনাগুলিরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে, তাহার আলোচনা কম প্রয়োজনীয় নহে। এই সময়ের অধিকাংশ রচনাই এখন সাধারণের দুষ্প্রাপ্য, এবং হয়ত কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে। সুতরাং বিস্তৃত সমালোচনা না হউক, অন্ততঃ তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ও নমুনাও এরূপ গ্রন্থে বাঞ্ছনীয়। তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ হইতে বুঝা যায় যে, নাট্যশালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, তথাপি এই প্রসঙ্গে তাঁহার চেষ্টাকে এরূপ সীমাবদ্ধ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। হয়ত সাহিত্যিক বা সমালোচক হিসাবে তাঁহার কোনও অভিমান নাই, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক কেবল তারিখ, তথ্য বা ঘটনার অপেক্ষাকৃত নীরস বিবৃতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নিকট উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের, গ্রন্থকারদের বা নাট্যোল্লিখিত বিষয়বস্তুর অধিকতর সরস বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারে। যতটুকু তিনি দিয়াছেন তাহার মূল্য কেহ অস্বীকার করিবে না, কিন্তু যখন তাঁহার দিবার আরও অনেক জিনিস রহিয়াছে, তখন এরূপ কার্পণ্য জিজ্ঞাসু পাঠকের মনকে তৃপ্ত করিতে পারিবে না।

কিন্তু এই কথা বলিয়া গ্রন্থকারের বহুপ্রযত্নসাধ্য উপাদেয় রচনার অযথা গুণাপকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত জানিয়াই এরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছি। তাঁহার গ্রন্থের ভাল-মন্দের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; সে ভার বিশেষজ্ঞ সমালোচকের উপর দিয়া, এখানে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে না হউক, সেই পথকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম, যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থকে, শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় করিবে; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শ্রীসুশীলকুমার দে

প্রথম খণ্ড

সখের নাট্যশালা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূত্রপাত

হেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা

প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সনে। ইহার সহিত পরবর্ত্তী কালের বাংলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ, এই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক প্রদর্শিত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন,—একজন রুশদেশবাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশদেশবাসী নানা দেশ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটে) এক নাট্যশালা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বিলাত চলিয়া যান এবং ১৮০১ সনে সেখানে একখানা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় লেবেডেফ কি করিয়া কলিকাতায় বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার একটি বিবরণ আছে। এই বিবরণ এতদিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ১৯২৩ সনে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে (অক্টোবর সংখ্যা, পৃ. ৮৪-৮৬) উহা প্রকাশ করেন। বাংলা নাট্যশালা সম্বন্ধে লেবেডেফ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

[ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আমি *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor* নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাস্যতামাশা বেশী পছন্দ করে। সেইজন্যই আমি চৌকীদার, চোর, উকীল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম।

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া আনিলাম এবং তাঁহারা খুব মন দিয়া আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন। পড়িবার সময়ে কোন্ কোন্ জায়গা তাঁহাদের কাছে খুব ভাল লাগিল এবং কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম। এই উপায়ে আমার অনূদিত নাটক দুইখানির হাস্য-রসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দৃশ্যগুলিরই যে অনেক উৎকর্ষ হইল, এ-কথা বলিলে নিজের সম্বন্ধে অযথা প্রশংসাবাদ হইবে না। নিজের জন্য সৌভাগ্যক্রমে যে শিক্ষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না পাইলে, আমি যাহা করিতে পারিয়াছিলাম, অন্য কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

পণ্ডিতরা অনুমোদন করিয়া গেলে পর আমার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্ব্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য আমার নাট্যশালার সঙ্কল্প অবিলম্বে সফল করিবার উদ্দেশ্যে, গবর্ণর-জেনারেল স্যর জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিলেন।

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া এবং প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি নিজে নক্সা করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোম (ডোম-লেন) টোলায় একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোককে আমি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে *The Disguise* নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ সনের ২৭এ নবেম্বর আমি বাংলা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করাইলাম। পর বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মার্চ্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।

এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি ১৭৯৫ সনের ৫ই নবেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে'ও প্রকাশিত হয় ;—

By Permission of the Honorable the
Governor General.

MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah,
DECORATED IN THE BENGALLEE STYLE
Will be opened very shortly, with a Play called

THE DISGUISE,
The Characters to be supported by Performers of both Sexes.
To commence with Vocal and Instrumental Music, called
THE INDIAN SERENADE.

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet *Shree Bharot Chondro Ray*, are set to Music.

BETWEEN THE ACTS,
Some amusing Curiosities will be introduced.

The Day for Exhibition, together with a particular detail of the Performance, will be notified in the course of the next week.

এই প্রথম বিজ্ঞপ্তির তিন সপ্তাহ পরে আর একটি বিজ্ঞাপনে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও স্থান সর্ব্বসাধারণকে জানান হয়। ১৭৯৫ সনের ২৬এ নবেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' দেখিতে পাই,—

BENGALLY THEATRE.
No. 25, DOOMTULLAH.
MR. LEBEDEFF
Has the honor to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,
THAT HIS
THEATRE,
WILL BE OPENED
TO-MORROW, FRIDAY, 27th Inst.
WITH A COMEDY,
CALLED
THE DISGUISE.

The Play to commence at 8 o'Clock precisely.

Tickets to be had at his Theatre.

Boxes and Pit,		—	Sa. Rs.
Gallery,	—	—	,, 4.

২৭এ নবেম্বর তারিখের অভিনয়ের পর আর একবার অভিনয় হয় ১৭৯৬ সনের ২১এ মার্চ্চ তারিখে। ১৭৯৬, ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই অভিনয়েরও একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল :—

BENGALLIE THEATRE.

No. 25, Doomtallah.

MR. LEBEDEFF presents his respectful compliments to the Subscribers to his Bengallie Play, informs them his second representation is fixed for Monday the 21st instant, and requests they will send for Tickets, and the account of the plot and scenes of the Dramas, on or before Saturday the 19th Instant.

For the better accommodation of the audience, the number of Subscribers is limited to two hundred, which is nearly completed, the proposals for the subscription may be had on application to MR. LEBEDEFF, by whom subscription at One Gold Mohur a Ticket will be received till the subscription is full.

Calcutta, March 10. 1796.

লেবেডেফ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, দুইটি অভিনয়েই নাট্যশালা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ১৭৯৬, ২৪এ মার্চ্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনে লেবেডেফ সর্ব্বসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সেই বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

BENGALLY THEATRE.

MR. LEBEDEFF, respectfully acknowledges the very distinguished Patronage, the Ladies and Gentlemen of this Settlement Subscribers to his Second BENGALLY PLAY, honoured him with, and begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest Thanks.

March 24, 1796.*

বাঙালী কর্ত্তৃক নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত

প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্ত্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না। তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের ইংলণ্ড-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্ত্তৃক

---

* লেবেডেফের নাট্যশালার কথা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বাংলায় প্রকাশ করেন ('রঙ্গমঞ্চ', আশ্বিন–কার্ত্তিক ১৩১৭)। তাহার পর শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় 'বাসন্তী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮) ও শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'নাচ-ঘর' পত্রে (১৩৩১, ১৩ই অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩–৬) এই নাট্যশালা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী-জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। তখন পর্য্যন্তও বাঙালীরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, নূতন ইউরোপীয় ধরণের কোন আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এই কলেজে ইংরেজী কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হইতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া বাঙালীরা যাত্রা প্রভৃতিকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র একটি স্থল হইতে আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। এই অধ্যায়ে আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি,রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণ তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে লিখিত। তবু প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষালব্ধ বাঙালীর সম্বন্ধেও এই বিবরণ সুপ্রযোজ্য। রাজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন—

> …খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।…
>
> ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।…গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য-উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই

আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি। ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ. ২৩৪-৩৫)।

রাজেন্দ্রলালের কালে বাংলা দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সবেমাত্র বাঙালীরা নাটকের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। ১৮২৬ সনে বাঙালীদের জন্য ইংরেজী ধরণের একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক বাংলা সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই মন্তব্যটি অনূদিত হইয়া 'এশিয়াটিক জর্ণালে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল মন্তব্যটি সংগ্রহ করিতে না পারায় নিম্নে সেই ইংরেজী মন্তব্যটির অনুবাদ দেওয়া হইল।—

এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে বেতনভোগী ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষের নির্দ্দেশমত লিখিত নাটক অনুযায়ী মাসে একবার কাব্য আবৃত্তি করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।*

'সমাচার চন্দ্রিকা' যে-কথা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-যুগের সকল বাঙালীই তাহা অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকেই কলিকাতার ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরণে বাংলা নাটক অভিনয় করাইবার জন্য উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু এই উৎসাহের ফলে বাঙালী কর্ত্তৃক একবারেই বাংলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরা

* *Asiatic Journal* for August, 1826 (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 214.)

নিজেদের বাড়িতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙালীদের মধ্যে নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল শেক্‌সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া। এই সকল অভিনয়ের উপর হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ-কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। (যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।) আমাদের আলোচ্য বিষয় নাটক ও নাট্যশালা হইলেও এখানে যাত্রা-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া লওয়া বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাত্রার যে রূপান্তরের কথা বলিলাম, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়। এইরূপ ধরণের যাত্রার একটি দৃষ্টান্ত ১৮২১ সনে রচিত ও প্রকাশিত 'কলিরাজার যাত্রা'। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই যাত্রাটিই প্রথম বাংলা নাটক ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যে 'প্যাণ্টোমাইম্' মাত্র, তাহা ১৮২২ সনের ২৬এ জানুয়ারি (১৪ মাঘ ১২২৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক বাংলা সমাচার-পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে,—

> নূতন যাত্রা ॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেকং প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো। বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর স্তুকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্যং প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেকং বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমেং ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

'কলিরাজার যাত্রা'র কথা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য নূতন ধরণের যাত্রার উল্লেখও আমরা পাই। ১৮২২ সনের ১৩ই জুলাই (৩০ আষাঢ় ১২২৯) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' আমরা দেখিতে পাই,—

নূতন যাত্রা ॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান্ বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

এই 'নলদময়ন্তী' যাত্রার গানগুলি রাম বসুর রচিত। ১৮৫৪ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশিত '৺রাম বসু' প্রবন্ধে আছে,—

কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন।...

এইরূপে বাংলা দেশে একটা নূতন ধরণের যাত্রার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৯ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন,—

গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্র হইয়াছে। ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ. ২৩৫)

১৮৪৯ সনে অভিনীত একটি নূতন ধরণের যাত্রার বিবরণ দিয়া যাত্রার কথা শেষ করিব। এই নূতন যাত্রাটি নন্দবিদায় যাত্রা। উহার প্রথম অভিনয় হয় ১৮৪৯ সনের মার্চ্চ মাসে। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

১৮৪৯, ৩০এ মার্চ্চ (১৮ চৈত্র ১২৫৫) শুক্রবার তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' নন্দবিদায় যাত্রার প্রথম দুই অভিনয় সম্বন্ধে "বাহির শিমুলা নিবাসিনঃ" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার দু-চারিটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

…যোড়া সাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় নন্দবিদায় নামক যে এক নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সুর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম…।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে তথাচ পেসাদারিতা প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহারদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থ রূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই, এবং বোধ করি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিবেচনাতেই সঙ্গীত বিদ্যায় গুণান্বিত কয়েক জন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ বিষয় সুকঠিন নহে, যেহেতুক তিনি যোড়া সাঁকোর হাফ আথ্‌ড়াই দলের প্রথমাবস্থাবধি সম্পাদকতা করিতেছেন, এবং কবী ও নিজেও সুরসিক, ধনাঢ্য, কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি আছে, এবং ঐ পাড়ার তাবতে তাঁহার অতিশয় সম্মান করেন।

জ্ঞাতা হইলাম এক বৎসর হইল ঐ হাফ আথ্‌ড়াই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং ৪।৫ হাজার টাকাব্যয়ে নন্দবিদায় যাত্রার সূত্র করেন এবং পূর্ব্বগত তৃতীয় শনিবার রাত্রে ঐ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,…গত পূর্ব্ব শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বড় নহে,তন্নিমিত্ত অনেক দর্শকের সমাগমে অতিশয় জনতা হইয়াছিল…।

সমস্ত রাত্রি এবং বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই,…যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফআথ্‌ড়াইর খেয়াল, কীর্ত্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল, শ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি তাহা জানি না) প্রভৃতি যাঁহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এ প্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই তাঁহারদের হাফআথ্‌ড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং

চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স ঊর্দ্ধ ১৩ বৎসর,...তাহার স্বরের ন্যায় মিষ্ট স্বর আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই,...। অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটী বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল।

এই 'নন্দবিদায়' যাত্রা উপলক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় আছে। এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র মেয়েরা অভিনয় করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রার তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—

এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।*

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

উপরে বলা হইয়াছে, শেক্‌সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল। এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার। এটিই ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৮৩১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতে পাই :—

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতবা মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত

* প্রচলিত যাত্রায় তখন ভদ্রসমাজ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ সনের ২৮এ জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

"এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়-দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদপ্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষবিধান হয় না,...।"

এই কারণে প্রচলিত যাত্রা তখন মার্জ্জিত রূপ ধারণ করিতেছিল।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। * ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

১৮৩১ সনের ২৮এ ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয়। শেক্‌স-পীয়রের 'জুলিয়াস সিজর' নাটকের অংশ-বিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। স্যর এড্‌ওয়ার্ড রায়ান্, কর্ণেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ সনের ৭ই জানুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্বে বুধবারে নাটাশালায় নাটা ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োৎসুক এক মহাশয়কর্ত্তৃক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল।

তৎপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্ত্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হরকরা পত্রে লেখে শ্রুত হওয়া গেল যে ইহা হইতেও এক বৃহন্নাটাশালা প্রস্তুত হইবে এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। †

এক পত্রপ্রেরক 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় এই অভিনয়েরই আর একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—...গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১] রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার অনেক আত্মীয় ঐ

---

* এ-সম্বন্ধে 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান' পত্র যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (April 1832, Asiatic Intelligence, p. 176) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত নামগুলি ছাড়া তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামও আছে।

† এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ ১৮৩২ সনের ৫ই জানুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ২রা জানুয়ারি তারিখের কাগজেও এই নাট্যশালার কথা আছে।

রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম...রামলীলা নাটকের মত যাহাং ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাষাভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।...এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আদুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ্ নাই।

ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিযাছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল খরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যেং সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।...১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য। (১৮৩২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

কয়েক মাস পরে এই নাট্যশালাতেই *Nothing Superfluous* নামে একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি ১৮৩২ সনের ২৯এ মার্চ্চ বহু সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকের সমক্ষে এই নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর বেশভূষা অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। দৃশ্যপটাদি প্রধান ইউরোপীয় নাট্যশালাগুলির সমকক্ষ না হইলেও বেশ রুচিসম্মত হইয়াছিল। *

* এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ সনের ৪ঠা এপ্রিল (বুধবার) তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

We cannot quit the subject of Theatricals, without noticing a very entertaining performance at the Hindoo Theatre last Thursday

বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের 'ড্র্যামাটিক ক্লাবে'র বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা জিনিষ ছিল। ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই থিয়েটারে প্রদর্শিত নাটকগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরঞ্জক হইতে পারে নাই। সেজন্য নাট্যশালাটিও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই কলিকাতায় যে-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় না করাইয়া বাংলা নাটক অভিনয় করান হইল। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্ব্বপ্রথম হয়। সেজন্য বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামবাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইখানেই নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচটি করিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় হইত। ১৮৩৫ সনের ২২এ অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামক পাক্ষিক পত্রে * আমরা পাই :—

> evening. Baboo Prussono Coomar Tagore has fitted up a neat little stage in his house in Narkoldungah, where some young Hindoo gentlemen, admirably schooled in the Histrionic art. exercise their talents for the amusement of their Native and European friends who are admitted by invitation. The piece got up for the evening was a little Farce, entitled 'Nothing Superfluous.'

* পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা সকলেই 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'কে "মাসিক" পত্র বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা "পাক্ষিক" পত্র ছিল। ১৮৩৫ সনের ২৪এ অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল' পত্রে পাইতেছি,—

> We unintentionally omitted to notice the first number of the *Hindoo Pioneer*, a new bi-monthly periodical, when it came to us from the Editor.

এই কাগজখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৩৫ সনের ২৭এ আগষ্ট তারিখে। ১৮৩৫ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে'র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

> *New Publications.*—A periodical called the *Hindu Pioneer*, closely resembling in exterior the *Literary Gazette* and entirely the production of the students of the Hindoo College, has been published. The first number of the work was issued on the 27th August and on the whole reflects great credit on the contributors and editors.

রামবাগান দত্ত-পরিবারের কৈলাসচন্দ্র দত্ত এই কাগজখানির প্রথম সম্পাদক।

দেশীয় নাট্যশালা।—বৎসর দুই পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়িতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্ব্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।

এই নাট্যশালায় প্রথম দুই বৎসর কোন্ কোন্ নাটকের অভিনয় হয়, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু ১৮৩৫ সনের অক্টোবর মাসে ইহাতে বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের খুব প্রশংসাসূচক একটি বিবরণ 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' লিখিতেছেন,—

গত পূর্ণিমা দিবস সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। অভিনয়কালে বাড়িতে এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েক জন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি বারোটার কিছু পূর্ব্বে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় অভিনয় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর।...সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। এই বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাদ্য শুনিতে পান নাই। যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে হিন্দু-প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলি 'পারস্পেক্টিভ,' মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এই-গুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন

পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত। ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল। এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রশংসার্হ উদ্যম সত্ত্বেও সে এই ভূমিকার সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার-বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইল। রাজা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করিবার মত হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজু

নামে আর একটি স্ত্রীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

এই লেখকের নিকট বাঙালী স্ত্রীলোকদের দ্বারা স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বোঝা যায়। তিনি কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই অভিনয়ের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের একটা ধারা যে সূচিত হইতেছে, সে অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অভিনয়-বর্ণনার পরই দেখিতে পাই, তিনি লিখিতেছেন,—

দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু-হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্ত্তি হইত না? এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রকৃতিকে দোষী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রত্যয়মান হইবে না যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষালাভের উপযুক্ত? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্ত্তমান বলিলেই চলে? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান্ ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ। আমাদের প্রশংসার্হ কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল অভিনয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও উক্ত বাবু নিজের চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। এক জন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনি-সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।

এই প্রশংসার্হ উদ্যম যাহাতে সফল হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করি। এই নাটাশালার স্বত্বাধিকারী যতদিন পর্যান্ত সচেষ্ট থাকিবেন, ততদিন পর্যান্ত যে এই নাটাশালা বর্ত্তমান থাকিবে, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু স্ত্রীলোকের অবনতির কারণস্বরূপ যে-সকল কুপ্রথা আছে, সে-সকল দূর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন,—উন্নতির নূতন উপায় যেন আবিষ্কার করেন, এবং সর্ব্বোপরি, 'হিন্দু থিয়েটার'-এর ন্যায় এই নাটাশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্য্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই। এগুলি সকল দিক হইতেই গৌরব আহরণ করে—ইহাদের দ্বারা সজ্জনেরা অনন্ত যশ অর্জ্জন করেন।

'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'-এর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও সকল পত্রিকা এই অভিনয়ের ও নাটকের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। 'ইংলিশম্যান্ এণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল্' পত্রে আমরা দেখিতে পাই,—

হিন্দু নাট্যাভিনয়।—পাইয়োনিয়ার হইতে কোন এক বিশেষ হিন্দু নাট্যাভিনয়ের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমরা একটি পত্র সন্নিবেশিত করিতেছি। আমাদের পত্রপ্রেরক এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ রাখেন, তাহা আমরা জানি। তিনি প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, এই সকল নাট্যাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার উন্নতি ত হয়ই না বরং লোকহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। এই সকল অভিনয়ে কোন নূতনত্ব, উপকার, এমন কি, শালীনতাও নাই। বিবরণ-লেখক যে-যবনিকার অন্তরালে এই অভিনয়ের প্রকৃত রূপ গোপন করিতে গিয়াছিলেন, আমাদের পত্রপ্রেরক তাহা উত্তোলিত করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে এক নিন্দা ভিন্ন এই সকল অভিনয়ের কোন উল্লেখ হিন্দু পাইয়োনিয়ারে দেখিতে পাইব না, ইহা আমরা আশা করি। *

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার এই উক্তি আমাদিগকে বাংলা দেশের পরবর্ত্তী এক যুগের অভিনয়-বিদ্বেষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

* এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ :—The *Calcutta Courier* for October 28, 1835; *Asiatic Journal* for April 1836 (Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 252-53). এই অভিনয়ের বিবরণ যে ১৮৩৫, "২২এ অক্টোবর" তারিখের 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' হইতে গৃহীত, তাহার উল্লেখ 'এশিয়াটিক জর্ণালে' আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র

স্কুল-কলেজে নাট্যাভিনয়

নবীন বসুর নাট্যশালা আরও কিছুদিন থাকিয়া কখন্ যে লুপ্ত হইয়া গেল, তাহার তারিখ সঠিক জানিতে পারা যায় না। ইহার পর কয়েক বৎসর বাঙালী-দের দ্বারা কোন বড় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা কিংবা উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের কথা শোনা যায় না। তবে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে মনে হয়, ১৮৪০ সনের প্রথম দিকে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালার মত আর একটি নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়। কিন্তু এই উদ্যোগের কোন ফল হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ এখনও আমি কোন সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই নাই।*

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, তাহা অবশ্য লোপ পাইবার নয়। কিন্তু কিছুদিনের জন্য এই উৎসাহ প্রধানতঃ স্কুল-কলেজে ইংরেজী কবিতা-আবৃত্তি ও নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। ইহা ছাড়া সেই যুগে বাঙালীরা

* 'ক্যালকাটা কুরিয়ার'-এর সংবাদটি নিম্নে মুদ্রিত হইল,—

"A Prospectus for the establishment of a Hindoo Theatre, is now in course of circulation amongst the friends of native improvement. If we mistake not, we believe there was a Theatre of this description, established about nine or ten years ago, by an enlightened Hindoo... the theatre in question was given up, one or two years after its establishment... The plan has again revived, but what degree of public encouragement it is likely to meet with, so as to impart stability and permanency to the undertaking, we cannot at present calculate upon, but as the individual (an Englishman) with whom it has originated was for sometime connected with the Drury Lane Theatre, and who, we hear, is, much esteemed for his histrionic attainments, we can reasonably entertain a hope that it would not altogether prove unsuccessful."—The *Calcutta Courier*, 28 Jany., 1840.

অনেকেই কলিকাতার ইংরেজী নাট্যশালায় যাইতেন, এমন কি, কেহ কেহ ইংরেজী নাট্যশালার অভিনয়েও যোগ দিতেন। ১৮৪৮ সনে সাঁসুসি নাট্যশালায় এক জন বাঙালী কর্ত্তৃক অভিনয়-প্রদর্শনের সংবাদ আমরা সমসাময়িক সংবাদ-পত্রে পাই। ১৮৪৮, ২১এ আগষ্ট (সোমবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

> গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সাঁন্সশশি নামক থিয়েটরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতিমনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে বজ্রং শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন...।

এক জন বাঙালীর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্ট ওথেলো চরিত্র অভিনয় করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রশংসাসূচক বিবরণ সত্ত্বেও মনে হয়, বৈষ্ণবচরণের অভিনয় একেবারে নির্দ্দোষ হয় নাই, কারণ, প্রথম অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮) আমরা নীচের সংবাদটি পাই,—

> অদ্য রজনীযোগে সাঁন্সশশি থিয়েটরে সেক্সপিয়ার কৃত ওথেলোর নাটক পুনর্ব্বার হইবেক, এবং বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য পুনর্ব্বার সাধারণ সমীপে প্রকাশমান হইবেন, গত নাটকের রজনীযোগে যাঁহারা থিয়েটরে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাঁহারা গমন করণে কদাচ বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ যে সকল মহাশয়েরা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের বক্তৃতা ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে তাঁহারদিগের পক্ষেও নৃত্যাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অদ্য তিনি সুচারুরূপে সমুদয় বিষয় সম্পন্ন করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই, প্রথমতঃ সকল লোকেই কঠিনতর কার্য্যবিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে ব্যুৎপত্তি সহকারে তাঁহারদিগের বিলক্ষণ নিপুণতা হয়, যাহা হউক, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রথমোদ্যমে যে প্রকার সাহসের সহিত স্বীয় পারগতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভাবিকালে তিনি যে একজন বিখ্যাত আমিটর হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই...।

ইহার অনেক আগে হইতেই কলিকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অংশ আবৃত্তি হওয়ার কথা আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। ১৮৩৭ সনের ১লা এপ্রিল কলিকাতার গবর্ন্মেণ্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ হয়। এই পুরস্কার-বিতরণের সময়ে ছাত্রেরা শেক্স্‌পীয়র হইতে অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করে। ১৮৩৭, ১লা এপ্রিল (শনিবার) তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। *

* কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়া আসিয়াছেন যে গবর্ন্মেণ্ট হাউসে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' সম্পূর্ণ অভিনীত হয় (১৯২৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত "The Bengali Theatre" শীর্ষক প্রবন্ধের পৃ. ১১২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিও তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' এই ভুল করিয়াছেন)। প্রকৃতপ্রস্তাবে গবর্ন্মেণ্ট হাউসের তথাকথিত অভিনয় যে আবৃত্তিমাত্র তাহা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র হইতে ১৮৩৭, ১লা এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে :—

The annual exhibition of the Hindoo College and distribution of prizes will take place this morning at 10 o'clock at the Government House by permission of the Right Honorable the Governor General. We need scarcely express our hope that the friends of native education will be present on the occasion as such a scene cannot fail to interest them. We have observed year after year that the European ladies and gentemen are usually much amused by the recitations which the little boys perform before them at these exhibitions. From what we hear of the rehearsals that have taken place at the College we may lead those to anticipate a considerable degree of amusement who intend being present at the Government House this morning. We annex a list of the several parts with the names of the respective performers.

The King and the Miller.

King — —	Gobindchunder Dutt.
Miller — —	Nurrutum Doss.
The Soldier's Dream	Shoshe Churn Dutt.
Toby Tasspot	Gopaul Chunder Mookerjee.
Shakespear's Seven Ages	Obotar Chunder Gangole.
Lodgings for Single Gentlemen ...	Pratap Chunder Ghose.

স্কুল-কলেজে প্রকৃত অভিনয়ের উল্লেখ আমরা পাই, ইহার প্রায় ষোল বৎসর পরে। ১৮৫১, ৭ই আগষ্ট বটতলায় ডেবিড হেয়ার একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ সনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্স্পীয়রের 'মার্চ্চেন্ট অফ ভেনিস' নামক নাটক অভিনীত হয়। ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের পূর্ব্বে নাটকের প্রায় সমগ্র অংশ ছাত্ররা কখনও অভিনয় করে নাই। এই ব্যাপারে তখনকার সমাজে যে কিরূপ উত্তেজনা হয়, তাহা 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ১৮৫৩ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিতেছেন,—

…পারিতোষিক বিতরণের দিবসে রজনীযোগে 'ডেবিড হেয়ার একাডিমি' বিদ্যালয়ে এক নূতন ব্যাপার হইবেক, এই বঙ্গদেশ মধ্যে কোন স্থানেই তদনুরূপ আনন্দজনক কার্য্য হয় নাই, বিদ্যাগারের মধ্যভাগে এক অতি উৎকৃষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েক জন সুনিপুণ ইংরাজ অতি মনোহররূপে তাহা সাজাইতেছেন, সেই নাট্যশালায় ছাত্রেরা সেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'Merchant of Venice' 'মারচেণ্ট ভিনিস' নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়া বিদ্যা বিষয়ে আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেক। মলঙ্গা নিবাসি পরম বদান্যবর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের সীমা থাকিবেক না, বিদ্যালয়ের গৌরব যদিও

Merchant of Venice Act IV. Sc

Duke	—	Rajendernath Sen.
Shylock	—	Umachurn Mitter.
Antonio	—	Gopaulchunder Dutt.
Portia	—	Obhoychurn Bose.
Gratiano	—	Rajnarain Dutt.
Bassanio	—	Rajendernarain Bose.
Nerissa	—	Rajendernarain Mitter.
Salarino	—	Gopaulchunder Mookerjee.
Nelly Gray	—	Gobindchunder Dutt. •
	Dramatic Aspirant.	
Patent	—	Kallykristo Ghose.
Dowlas	—	Greeschunder Ghose. •
An Anecdote		Bhoobunmohun Tagore.

… — *Gyan.*

বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার সুখ্যাতি সৌরভে এই বঙ্গদেশ আমোদিত করিবেক।*

১৮৫৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের দ্বারা এই নাটকের প্রথম অভিনয়, ও সেই মাসেরই ২৪এ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই দুইটি অভিনয়ের বিবরণই আমরা 'সংবাদ প্রভাকরে' পাই,—

অদ্য রজনীতে 'ডেবিড হেযার একাডিমির' ছাত্রেরা স্কুল বাটীতে ইংরাজী থিয়েটর অর্থাৎ নাটক করিবেক, তজ্জন্য যথানিয়মে সুশিক্ষিত হইয়া নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে। (১৬ ফেব্রুযারি, ১৮৫৩)

গত শুক্রবার সন্ধ্যার পরে 'হেয়ার একাডিমি' নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মারচেণ্ট অফ ভিনিস নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহু লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক এবং সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন···বিচারাগারের অনুরূপ শোভা দর্শন ও তাহার প্রশ্ন, বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া অনেকে হেয়ার একাডিমিকে সাক্ষাৎ থিয়েটর বোধ করিয়াছিলেন। (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩, শনিবার)

এই অভিনয়ের বিবরণ ১৮৫৩ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গল হরকরাতে'ও প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদিগকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয়ে শিক্ষা দেন।†

* ১৮৫৩, ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গল হরকরা' লিখিযাছিলেন,—"We are requested to mention that the first public examination of the pupils of the David Hare Academy will take place this morning at the Town Hall,... .. Instead of the customary display of pyrotechnics, the pupils have resolved to celebrate the examination by enacting at the school premises. a few scenes from the *Merchant of Venice.*"

† "We understand that Mr. Clinger, Head Master of the English Department of the Calcutta Madrissa, is now giving instructions on Shakespear's Dramatic plays to the alumnis of the David Hare Academy, and has succeeded in training some boys to the competent performance of the plays taught them ...."

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "হাটখোলার দত্ত-বংশ-সম্ভূত গুরুচরণ দত্ত মহাশয়…'মেট্রোপলিটান্ একাডেমি' * নামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া…উক্ত বিদ্যামন্দিরের গৃহে ও প্রাঙ্গণে 'ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি' প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ কর্ত্তৃক…'জুলিয়স্ সীজরের' নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল।" তাঁহার মতে, এই অভিনয় ১৮৫২ সনে হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় ভুলক্রমে 'ডেবিড হেয়ার একাডেমী'র † স্থলে 'মেট্রোপলিটান্ একাডেমী'র নাম করিয়াছেন। এখানে জুলিয়াস সীজরের অভিনয়ের কথা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

ডেবিড হেয়ার একাডেমীর দৃষ্টান্তে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীও অভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। এই স্কুলে একটি পুরাদস্তুর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার নাম দেওয়া হয়—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। ডেবিড হেয়ার একাডেমীর মত এই বিদ্যালয়েও শেক্‌স্‌পীয়রের ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। অভিনয় শিক্ষা দিতেন মিঃ ক্লিঙ্গার; ইনি পূর্ব্বে সাঁসুসি থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৩ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে আমরা জানিতে পারি,—

> আমরা শুনিতে পাইলাম যে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া আট শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এই টাকা দ্বারা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে।

* মেট্রোপলিটান একাডেমী ১৮৪৯ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯, ১৫ই মে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—"নূতন বিদ্যালয়।—এপ্রেল মাসের প্রথম দিবস কলিকাতা নগরীয় বটতলায় বড় রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺চন্দ্র মিত্রের বাটীতে 'মেট্রোপোলিটান একাডেমিনামক এক বিদ্যালয় হইয়াছে,…।"

† "আমারদিগের সদ্বিদ্বান্ বন্ধু বাবু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় সংপ্রতি বটতলার মধ্যে 'ডেবিড হেয়ার একাডেমি' নামক এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন…। সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত মেং মেণ্টেগু সাহেব কথিত স্কুলের অংশি হইয়াছেন…।" ('সংবাদ প্রভাকর', ২৭ আগষ্ট ১৮৫১)

ডেবিড হেয়ার একাডেমী যে ১৮৫১ সনের ৭ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়,—১৮৫৩, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাহার উল্লেখ আছে।

'বেঙ্গল হরকরা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পাঁচ মাস পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৫৩ সনের ২৬এ সেপ্টেম্বর এই নাট্যশালায় শেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো' প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৩, ২৮এ সেপ্টেম্বর (বুধবার) তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় দেখিতে পাই,—

দি ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

[নিজস্ব সংবাদ-দাতার বিবরণ]

সোমবার রাত্রিতে বহু দর্শকের সম্মুখে উপরি-উক্ত নাট্যশালায় ওথেলো নাটকের অভিনয় হয়। দর্শকেরা প্রধানতঃ দেশীয় লোক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজা প্রতাপচাঁদ, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। ইউরোপীয় দর্শকদের মধ্যে আমরা মিঃ চার্লস্‌ অ্যালেন (সিবিল সারভেণ্ট), মিঃ ল্যাশিংটন, মিঃ সিটন কার ও দেশীয় লোকদের শিক্ষার অন্যান্য গণ্যমান্য উৎসাহদাতারা ছিলেন দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি।

অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক। ইঁহারা সকলেই পরলোকগত গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।...এই যুবকেরা মিঃ ক্লিঙ্গারের শিক্ষায় নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। মিঃ ক্লিঙ্গার কলিকাতা মাদ্রাসার এবং বোধ করি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীরও একজন অধ্যাপক।

কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরেজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম...।

যে-চরিত্র অত্যন্ত খারাপভাবে অভিনীত হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। বাবু প্রিয়নাথ দে যে-ভাবে ইয়াগোর ভূমিকা অভিনয় করেন, তাহাতে এই চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল।...এই যুবকেরা যে-ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে এ-দেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শকমাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

১৮৫৩ সনে এলিস-নাম্নী এক জন ইংরেজ মহিলাও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে শিক্ষাদান করেন। ১৮৫৩, ৬ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" পাইতেছি :—

অবগতি হইল ওরিএণ্টেলি ছাত্রেরা এক প্রকাণ্ড ভাণ্ড কাণ্ড ফাঁদিয়াছেন, এতদিন মিং ক্লিঙ্গর সাহেব একাকী অধিকারী হইয়া বিলিতি যাত্রার উপদেশ দিতেছিলেন, এইক্ষণে

এক শ্বেতাঙ্গী শ্রীমতী তাহার অধিকারিণী হইয়াছেন, ইঁহার নাম ইলিস, ইনি আসিয়া ভাব ভঙ্গির শিক্ষা প্রদান করিলে নাটকের আরো চটক্ পড়িবেক,...।"*

১৮৫৩ সনের ৫ই অক্টোবর ওথেলার দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। †

১৮৫৪ সনে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার শেক্‌স্‌পীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয় করে। এবার 'মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিস' প্রদর্শিত হয়, এবং প্রথম অভিনয় হয়—২রা মার্চ্চ। ১৮৫৪, ২৭এ ফেব্রুয়ারি এবং ২রা মার্চ্চ তারিখের 'মর্ণিং ক্রনিক্‌ল্' ও 'সিটিজেন', এই দুই পত্রিকাতেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই,—

The Oriental Theatre.
No. 268.
Gurranhatta, Chitpore Road.
The Merchant of Venice
will be performed
at the above Theatre
on Thursday, the 2nd March, 1854,
By Hindu Amateurs.
Doors open at 8 P. M.
Performance to commence at 8½ P. M.

Tickets to be had of Messrs. F. W. Brown & Co. and Baboo Womesh Chunder Banerjee, Cashier, Spence's Hotel.
Price of Tickets, Rs. 2, each.
The Tickets distributed will avail on the above evening.

* গড়ের মাঠে ইঁহার নৃত্যাগার ছিল।' "মিস্ ইলিসের গড়ের মাঠের নৃত্যাগার পবন ঠাকুরের কৃপায় পতিত হইয়াছে।"—'সংবাদ প্রভাকর', ২৬ এপ্রিল ১৮৫১।

১৮৫৫ সনে মিস্ এলিসের মৃত্যু হয়। ১৮৫৫, ১৩ই এপ্রেল (১ বৈশাখ ১২৬২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

১২৬১, ফাল্গুন।...শ্রীমতী ক্লারা ইলিস যিনি কয়েক বৎসর হইল নৃত্যগীত ও নাটক বিষয়ের অনুরূপ প্রদর্শন দ্বারা এতন্নগরস্থ অনেকানেককে মোহিত করিয়াছিলেন, তিনি বেলারি নামক স্থানে পরলোক গমন করিয়াছেন।

† ১৮৫৩, ৫ই অক্টোবর তারিখের *Citizen* দ্রষ্টব্য।

১৮৫৪, ১৭ই মার্চ্চ তারিখে 'মার্চ্চেন্ট অফ ভেনিস' দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। এবারে মিসেস গ্রীগ্-নাম্নী এক জন ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন। *

এই অভিনয়ের পর ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রায় এক বৎসর কাল বন্ধ থাকে। ১৮৫৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শেক্সপীয়রের 'চতুর্থ হেন্‌রী' নাটকের ও হেন্‌রী মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখাইবার জন্য উহার দ্বার আবার উন্মোচিত হয়। ১৮৫৫, ২২এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমাদের মনে হয়, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার বন্ধ থাকিবার প্রধান কারণ এ-দেশীয় লোকের উৎসাহের অভাব। সম্পাদক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কলিকাতার ধনী লোকেরা ইতর তামাশা—বুলবুলি পাখীর লড়াই ও নাচওয়ালার জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন না, অথচ নাটকের মত বিশুদ্ধ ও উন্নত স্তরের আমোদের সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চতুর্থ হেন্‌রীর অভিনয় মোটামুটি ভালই হইয়াছিল বলিয়াছেন। এই মন্তব্য হইতে আমরা এ সংবাদটিও জানিতে পারি যে, সেই সময়ে বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট রোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় অভিনয় হইতেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কলিকাতাতেও যাহাতে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়, সেজন্য ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেটি জোড়াসাঁকো থিয়েটার। এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল না! ইহার আয়োজন-উদ্যোগও আরও একটু বড় হইয়াছিল। যে-নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় করান, তাঁহার

* "We observe that Mrs. Greig is going to perform the part of Portia in the *Merchant of Venice* at the Oriental Theatre tomorrow evening, which will be her last performance and indeed the close of her last day's sojourn in Bengal."—The *Bengal Hurkaru* for March 16, 1854.

ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই নাট্যশালাটি অবস্থিত ছিল। ১৮৫৪ সনের ৩রা মে তারিখে এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' অভিনীত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৫ মে ১৮৫৪, শুক্রবার) লেখেন,—

> গত বুধবার সন্ধ্যার পরে যোড়াসাঁকো নিবাসি গুণরাশি শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য হিন্দু যুবকগণ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত নাটকের জুলিয়াস সিজরের মৃত্যুবিষয়ক নাটাকাণ্ডের পঞ্চম প্রকরণ যাহা খেদোক্তি প্রণয়োক্তি স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি নানা রসে মিশ্রিত, তত্তাবৎ অতি উত্তমরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক সংপুণরূপে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্যারীমোহন বাবুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যান্য মনোহর ও নয়নপ্রফুল্লকর দ্রব্যাদির দ্বারা বিশেষ রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ নাটাশালার শোভা বর্ণনা করা যায় না, উক্ত হৃদয়বিদার্ণকর নাটাকাণ্ড প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যে বারে যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক সেই বারেই সেই সেই দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা শোভিত হইয়াছিল। ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিয়াছিলেন, যদ্যপি ঝড় বৃষ্টি না হইত তবে দর্শকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইত, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু জুলিয়াস সিজারের বেশ ধারণ পূর্ব্বক যথার্থ নাটকের বর্ণনানুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাবু কৃষ্ণধন দত্ত মারকস ব্রুটসের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আপন কার্য্য সাধনের সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ করেন নাই, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কেসিয়াসের রূপ ধারণ করিয়া ব্রুটসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার বিলক্ষণ পরীক্ষা প্রকাশ হইয়াছে বিশেষতঃ রামচন্দ্র বর্দ্ধনের অস্ত্রপ্রহার সিজারের মৃত্যু ও তাঁহার আত্মীয়গণের ক্রন্দন ব্রুটসের বিকট মূর্ত্তিধারণ ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু সম্বন্ধী কঠিন নাটকের অনুরূপ এতদ্রূপে দর্শাইবেন ইহা কেহই বিবেচনা করেন নাই, দর্শকমাত্রেই তাঁহারদিগের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নাটাকাণ্ড দেখিয়া অনেকের শরীর শীর্ণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে, আমরা যোড়াসাঁকো থিয়েটরের বন্ধুদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, যদিও হেয়ার একাডিমিতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইংরাজী নাটক দেখাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় এবং তৎপরে ওরিএণ্টেল থিয়েটরের ছাত্রেরাও নাটককাণ্ড করিয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারাও উত্তমরূপে সকল ব্যাপার সমাধা হইয়াছে তথাচ এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন হয় নাই, অতএব আমরা নাটাশালার অধ্যক্ষদিগের নিকটে

প্রার্থনা করি তাঁহারা টিকিটের মূল্য ন্যূন করিয়া ঐ নাট্যকাণ্ড পুনর্ব্বার সাধারণকে দেখাইবেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১১ই মে, ১৮৫৪) কিন্তু এই অভিনয় সম্বন্ধে একবারে বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মতে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইলেও অধিকাংশ অভিনেতার অভিনয়ই ভাল হয় নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবারও বাঙালীদিগকে বাংলা নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্যশালার নবজীবন

বাংলা নাটকের গোড়ার কথা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ-পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কয়েক জন ধনী ব্যক্তির উৎসাহে যে-কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোনটিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া এই সকল প্রচেষ্টার একটির সহিত আর একটির কোন যোগও ছিল না। তাই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন জায়গায় অভিনয়প্রদর্শন সত্ত্বেও বাংলা দেশে একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল না। এই বিফলতার একটি কারণ যে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার অপেক্ষাও বড় কারণ—বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ও নবীন বসু তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। লেবেডেফ ও নবীন বসু যে-কয়েকটি নাটক অভিনয় করান, সেগুলি আর পাইবার উপায় নাই। খুব সম্ভব অভিনীত মাত্র হইয়াছিল, ছাপা হয় নাই। সুতরাং নাটক-হিসাবে সেগুলি কোন্ শ্রেণীর রচনা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু উহার জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী শিক্ষালব্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছুদিন পর পর্য্যন্তও

কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল ও উহাতে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই হইল বলা চলে।

বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের এই নূতন ধারার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে বাংলা নাটকের ইতিহাস একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। লেবেডেফের নাটক ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্তৃক রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। ১৮৫৫ সনের আগষ্ট মাসে (ভাদ্র ১২৬২) এই নাটক প্রকাশিত হয় ও ১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি সিমলার আশুতোষ দেব বা সাতু বাবুর বাড়িতে অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবুও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এ-পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ—'আত্মতত্ত্বকৌমুদী'ই প্রথম বাংলা নাটক। ইহা ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৮২২, ১৭ই আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাওয়া যায়,—

> নূতন পুস্তক।—মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্র প্রণীতাধ্যাত্মবিদ্যোদ্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয়নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয় অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ এক শত পৃষ্ঠ।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখণ্ড 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুসারী এবং পূর্ণমাত্রায় পণ্ডিতী বাংলা।

তাহা ছাড়া 'হাস্যার্ণব' নামক একটি প্রহসনও ১৮২২ সনে প্রকাশিত বলিয়া পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন। *

'হাস্যার্ণব'-এর পর ১৮২৮ সনে 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। 'হাস্যার্ণব'কে প্রথম ধরিলে এটি বাংলা দেশে প্রকাশিত দ্বিতীয় নাটক। ইহা দুই অঙ্কে সমাপ্ত। মূল 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নাটক সংস্কৃতে, গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। ইহার যে বাংলা ভাষান্তর আছে, তাহাও পূর্ণ অনুবাদ নহে। ইহার প্রধান অংশ সংস্কৃতেই, কেবলমাত্র সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ দেওয়া আছে। এই অনুবাদ হরিনাভির রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কৃত। এই নাটকের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।†

* Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works*, p. 78.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (১৭৮০ শক, চৈত্র) 'হাস্যার্ণব' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন,—

"......যদিচ কবিভিন্ন এই অঙ্গের [নাট্যোক্তি কাব্যের] বাহুল্যর অঙ্গের পক্ষে দৃশ্যকাব্য পর্য্যন্ত কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে, কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে গ্রথিত করত তাহার অভিনয়ে শ্রোতাদিগের বিশেষ চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালেই এরূপ রচনার প্রচার আছে। ইহার আদর্শস্বরূপ আমরা হাস্যার্ণব নামক প্রহসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাতে নাটকচ্ছলে কামপরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক্ হাস্যজনক ও সুতাঙ্গ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লীলতাদোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে! তৎকালজাত কৌতুক-সর্ব্বস্ব নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু উভয়ই সংস্কৃতভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালি সাবক্ষেপ-বাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত হইতে পারে।"

† ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা পুস্তকের তালিকায় 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নাটকের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে,—

Kautukasarvasva Nataka—A Sanskrit play with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ram Chandra Tarkalankara (1235—Calcutta? 1828).

পাদরী লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি,—

Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi.

'কৌতুকসর্ব্বস্বে'র কুড়ি বৎসর পরে আর একটি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়। এটি রামতারক ভট্টাচার্য্য কৃত সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদ। ১৮৪৮ সনের ২৮এ জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিতেছেন,—

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে,...।

গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয়, তাহাতে সম্যক্রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়, আমরা এই জন্যই শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্যের সংকল্প সুসিদ্ধ যাহাতে হয় এমত অনুরোধ দেশহিতৈষি সমাজে জানাইলাম।

ইহার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে চার-পাঁচখানি বাংলা নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে নীলমণি পাল রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' ১৮৪৯ সনে, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ১৮৫২ * সনে, তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' ১৮৫২ সনে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কীর্ত্তিবিলাস' নাটক আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। পাদরী লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও ইহার প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। অর্দ্ধেন্দু-নাট্যপাঠাগারের হস্তলিখিত পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল "১২৫৮ সাল" বলিয়া উল্লেখ আছে। লং কর্তৃক সঙ্কলিত ভার্ণাক্যুলার লিটারেচার কমিটির গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল "১৮৫১" সন বলিয়া দেওয়া আছে।

কীর্ত্তিবিলাস নাটক ১৮৫২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫২, ২৮এ মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

"বিদ্বন্মোদ সভার সম্মতিক্রমে সংপ্রতি বঙ্গভাষায় 'কীর্ত্তিবিলাস' নামক যে এক নাটক বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা সেই নাটক প্রাপ্ত হইয়া কিয়দংশ পাঠ করিলাম।"

ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার ঠিক পরেই ১৮৫৩ কি ১৮৫৪ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' প্রকাশিত হয়।* 'বাবু নাটক' সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। খুব সম্ভব উহা একটি ক্ষুদ্রকলেবর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া, পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাঙালী-জীবনের ঘটনা লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে-ধারার সূত্রপাত হইল, তাহা আর বাধা পাইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মুদ্রিত বাংলা নাটকের মধ্যে বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি। এই সময় হইতে বাংলা নাট্যশালা ও বাংলা নাটকের ইতিহাস পরস্পর-সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইহার পর এ দুইটি বিষয়ের পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আশুতোষ দেবের (সাতু বাবুর) বাড়িতে বাংলা নাটকের অভিনয়

১৮৫৭ সন হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সেই সময় হইতে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয় নাই। দু-এক জায়গায় ইংরেজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরেজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই। যে-নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, সেটি সাতু বাবুর বাড়িতে শকুন্তলার

* ১৮৫৫ সনের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পাইতেছি,—

"বিজ্ঞাপন। পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি, কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারিমুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ৷৷০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।"

অভিনয়। এই অভিনয়ের উদ্যোগ করেন সাতু বাবুর দৌহিত্রেরা। সাতু বাবু তখন পরলোকগত (১৮৫৬, ২৯এ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়)। ১৮৫৭ সনের ১৫ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজনের নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পাই,—

আমরা শ্রুত হইলাম, ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্য সকলে শ্রীযুত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহু দিবস আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই, উক্ত সভায় বঙ্গভাষার আলোচনা অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে।

ইহার পনের দিন পরে ৩০এ জানুয়ারি তারিখে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শকুন্তলার প্রথম অভিনয় হয়।* এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি,—

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন হিন্দু যুবকদের দ্বারা শেক্সপীয়রের কয়েকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হয় এবং যে-যে চরিত্রের অভিনয় তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার মূলগত ভাবটি ধরিবার চেষ্টা করেন ও অনেকটা কৃতকার্য্য হন। আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ না করিলেও, তখন জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া দেশীয় সমাজ—এইরূপ অভিনয় সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা ছিল, শুধু যদি থিয়েটারের কার্য্যনির্ব্বাহকেরা সেই চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা নাটক সম্বন্ধে এই রুচি পুনঃ পুনঃ উত্তম অভিনয়ের দ্বারা পূর্ণবিকশিত না করিয়া, যেটুকু উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও ছোটখাট ঈর্ষা ও দলাদলির দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নাট্যশালার উপর যে যবনিকাপাত হইল, তাহা আর উত্তোলিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিষ ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স-পক্ষীর

* সাতু বাবুর বাটীর নাট্যশালাটি ইহারও দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে; অন্ততঃ ১৮৫৪ সনের নবেম্বরের মাঝামাঝি তথায় যে 'থিয়েটার' হইয়াছিল, ১৮৫৪, ৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে,—"...কার্ত্তিক-পূজার রজনীতে কোন বিপ্র বালক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে থিয়েটার দেখিয়া ৺রাধাকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের গলি দিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিতেছিল,...।"

স্থায় আর একটি বঙ্গীয় নাটাশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়—যে-নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক—কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। আর একটি কথা শুনিয়া আমরা আরও আনন্দিত হইলাম যে, এই নাটাশালা পরলোকগত বাবু আশুতোষ দেবের দৌহিত্রগণের উৎসাহে ঐ লক্ষপতিরই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের জন্য অর্থব্যয় সচরাচর করেন না। এই কারণে আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকদিগকে সাধারণতঃ তাহারা যে-সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহা হইতে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।...কালিদাসের শকুন্তলার অতি সুন্দর অনুবাদ ইংলণ্ড ও জার্মেনীতে হইয়াছে। অথচ যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য এই অমর কবি তাহার প্রতিভার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই উচ্চাঙ্গের নাটকটি প্রায় অবোধ্য। অল্প লোকই মূল সংস্কৃতে এই নাটক পড়িয়াছেন। অনুবাদও আরও অল্পসংখ্যক লোক পড়িয়াছেন। এই নাটকটি অভিনয়ের পক্ষে খুব উপযুক্ত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গত মাসের ৩০এ তারিখের রাত্রে যে অভিনয় হয়, তাহা হইতে। যে-যুবকটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও চলাফেরা সত্যই নারীর মত এবং যে-চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেছিলেন, তাহার উপযুক্ত হইয়াছিল। অন্য অভিনেতাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম যে, এই যুবকেরা সুনিপুণ অভিনেতাদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার কোন সুযোগ পান নাই। এই কারণে তাঁহাদের অভিনয় আরও প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, একটু অভ্যাসের পরই এই অভিনেতারা অতি চমৎকার অভিনয় করিতে পারিবেন। (ইংরেজী হইতে অনুদিত)

১৮৫৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রেও এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শকুন্তলার নাটাক্রীড়া।—পূর্ব্বগত শুক্রবার ৮ সরস্বতী পূজাপোলক্ষে যামিনী দশ ঘণ্টা কালে মৃত মহাত্মা বাবু আশুতোষ দের বাটিতে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য দশ জনে শ্রীনন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলার নাটাক্রীড়া করিয়াছেন, তদুপোলক্ষে বহু লোকের আগমন হইয়াছিল, প্রথমতঃ নান্দী নাটাশালাতে আবিষ্কার পূর্ব্বক আসিয়া বলিলেন হা এইক্ষণে অস্মদাদির মধ্যে সংস্কৃতের যাদৃশী দুরবস্থা তাহাতে যে আমারদিগের এই নাটাক্রীড়ায় দর্শকদিগের চিত্ত আকৃষ্ট ও প্রফুল্ল হইবেক এমন কোন মতেই প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, নাটাশালায় পারিপাটা ও নাটাদিগের নিপুণতায় বিশেষতঃ শকুন্তলার মনোহারিণী রূপ লাবণ্য ও ভাব ভঙ্গিতে এবং তাহার আর্য্যপুত্র রাজা দুষ্মন্তের সহিত সম্ভাষণের

মাধুর্য্যে অধিকন্তু রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার সহিত পবিত্রপর্ণয় পুরিত কথার চাতুর্য্যে উপস্থিত ব্যক্তিরা মোহিত হইয়াছিলেন সময়েং চমৎকার চমৎকার কেবল এই শব্দ করিয়াছেন।

নাট্যদিগের এই প্রথম চেষ্টা ইহাতে তাহারা যেরূপ নিপুণতার সহিত নাটাক্রীড়া সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, পরন্তু কাল গতিকে এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরেজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণা মাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন নাটকের প্রতিষ্ট নাই, প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকসপিয়র নাটাক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই, সাহেবেরা কি কখন বাঙ্গালা কি সংস্কৃত সুমধুর রস পুরিত নাটকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালি বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় নাটাক্রীডা করিয়া কেন ইংরেজদিগের অনুগামী হন না, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় ইয়ং বাঙ্গাল বাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন আমারদিগের বাঙ্গালির কোন শাস্ত্রাদিতে রস পারমাথিক ঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরেজীই সর্ব্ব বিদ্যা, অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহারা কি পর্য্যন্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন, অতএব আমরা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে স্বজাতীয় আমোদে রসাস্বাদন গৃহীতা হইয়াছেন।

এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২২এ ফেব্রুয়ারি। ১৮৫৭ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

গত ১২ ফাল্গুন [২২এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭] রবিবার যামিনী যোগে ৮ বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ পুনঃ প্রদর্শিত হয়, নাটাশালার শোভা অতি রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক বিবিধ প্রকার বিচিত্র পরিচ্ছদে পরিবৃত্ত হইয়া সভার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সম্ভ্রান্ত ভদ্র কুলোদ্ভব বালকগণ নট-নটীরূপ ধারণ পূর্ব্বক নাটকের বিচিত্র বচনানুক্রমে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তৃতা ও শরীরের ভঙ্গি অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করাতে দর্শক মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, বিশেষতঃ শকুন্তলার লাবণ্যজ্যোতিঃ শরচ্চন্দ্রের দ্যোতির প্রায় প্রকাশ হইবায় রঙ্গস্থল উজ্জল হইয়াছিল এবং তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে মধুবর্ষণ হইয়াছে, তিনি সভাস্থ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার আনন্দে সকলে আনন্দিত ও বিমোহিত, তাঁহার ম্লানবদন সন্দর্শনে সকলেরই ম্লানমুখ এবং তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে অনেকের অশ্রুপাত হইয়াছে, আহা, তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ

মহাকবি কালীদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন সময়ে কবিবরের মনোগত ভাব প্রকাশ করাতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, অধুনা অন্যান্য ভদ্রকুল প্রসূত বিদ্যানুরাগি ছাত্রগণ এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া যদ্যপি সংস্কৃত কবিগণ কৃত নাটকের পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমোপকার হয়।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে শকুন্তলার অভিনয় ভাল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অথচ ১৮৭৩ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র কেন যে এই অভিনয় সফল হয় নাই বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

২৩এ জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই সময়ে শকুন্তলার তৃতীয়বার অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' উল্লেখ আছে যে, শকুন্তলার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনয়ে সম্পূর্ণ শকুন্তলা অভিনীত হয় নাই, মাত্র তিন অঙ্ক হইয়াছিল।

শকুন্তলার অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা লইতেন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা হইতে তাহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

> শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন stageএর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।...দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি রালিমেব্রোজানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা—গ্রে ষ্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কণ্বমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কায ছিল whistle দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি...এক ব্যক্তি 'শকুন্তলা'র গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম।*

যেমন একালে, তেমনই সেকালেও কলিকাতার ফ্যাশন্ মফঃস্বলে যাইতে বেশী বিলম্ব হইত না। ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় নূতন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পরবৎসরই জনাই গ্রামে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। সেখানেও

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃ. ১৫০-৫২।

শকুন্তলা নাটকেরই অভিনয় হয়। ১৮৫৮ সনের ১৬ই জুন 'হিন্দু পেট্রিয়টে' জনাইয়ের অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ২৯এ মে তারিখে জনাইয়ের জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাড়িতে এই অভিনয় হয়।

সাতু বাবুর বাড়িতে শকুন্তলার অভিনয়ই একমাত্র অভিনয় নয়। এই নাট্যশালায় ১৮৫৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র, ১২৬৪) মাসে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি সংস্কৃত কাদম্বরী অবলম্বনে মণিমোহন সরকার কর্ত্তৃক রচিত।* মহাশ্বেতা নাটকের অভিনয়ে কে কোন্ চরিত্রের অভিনয় করেন, তাহা নাটকখানির 'ভূমিকা'য় দেওয়া আছে। সেটি এইরূপ :—

ভূমিকা।...নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের প্রযত্নে তাঁহাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙ্গস্থলে দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন।

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ। এবং যাঁহারা ৺আশুতোষ দেব ভবনে অভিনয় করিয়াছিলেন।

রাজা	...	বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পুণ্ডরীক, নট	...	বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার
কপিঞ্জল	...	গ্রন্থকার
কঞ্চুকী	...	বাবু শিবচাঁদ সিংহ
মহাশ্বেতা, নটী	...	বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ
কাদম্বরী	...	বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
তরলিকা	...	বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ
রাণী	...	বাবু ভুবনমোহন ঘোষ
ছত্রধারিণী	...	বাবু মহেন্দ্রলাল [নাথ ?] মুখোপাধ্যায়

* অভিনয়ের দুই বৎসর পরে ১৮৫৯ সনের শেষাশেষি (আশ্বিন, ১২৬৬) 'মহাশ্বেতা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ('সংবাদ প্রভাকর', ১৭ই অক্টোবর, ১৮৫৯—১লা কার্ত্তিক, ১২৬৬)।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়

সাতু বাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের অল্পদিন পরেই আর একটি নাট্যাভিনয়ে কলিকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা নূতন-বাজারে * রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়। এতদিন কলিকাতায় যে-সকল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যতদূর জানা যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' এইরূপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, ১৮৫৭ সনের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে।† ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় এই নাটকটির আরও দুইবার অভিনয় হয়,—একবার রামজয় বসাকেরই বাড়িতে, তাহার পর গদাধর শেঠের বাড়িতে। গদাধর শেঠের বাড়িতে ১৮৫৮ সনের ২২এ মার্চ্চ এই নাটকের তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ পত্র ১৮৫৮, ২৫এ মার্চ্চ (১৩ই চৈত্র, ১২৬৪) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার মত।—

* পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকাভিনয়ে কুলাচার্য্য সাজিয়াছিলেন ; তাঁহার স্মৃতিকথায় দেখিতেছি,—

> চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।...'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভবাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি সখের দল বাজাইত। ... আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম।—পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্য্যায়), পৃ ১৪৮-৪৯।

† "*Friday, the 13th March*......The EDUCATIONAL GAZETTE states that the well-known farce of Koolino Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success. We are glad to see these new pieces acted."—The *Hindoo Patriot* for March 19, 1857.

হে সম্পাদক মহাশয় !

অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আপনি আমার এই কয়েক পংক্তি আপনার সুবিখ্যাত পত্রে সমাবেশিত করিয়া সজ্জন সমক্ষে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থম্মন্য হইব।

গত ১০ চৈত্র সোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট্‌ মহাশয়ের ভবনে, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর * এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপশোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভূরিং ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সূত্রধার কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় না করাতে, তাঁহার কথোপকথন ও সংগীত ব্যাপারের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত এই অত্যল্প দোষ সাধুদিগের গণনা করা কদাচ উচিত নয় যেহেতু কবিবর কালিদাস কহিয়াছেন।

'একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে,
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্ক।'

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ বশাক উদর পরায়ণ ও ঘটকের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করাতে সভাসদ্‌গণের প্রীতির ভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, যিনি জনাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনিও উক্ত রঙ্গভূমিতে ধর্ম্মশীলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বশাকের বাটীতে এই কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের আর দুইবার অভিনয় হয়, কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর উৎকৃষ্ট।

---

* নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সময় উদ্যমের সহিত সখের থিয়েটার পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৭২, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের *The National Paper* পত্রে এ-দেশের নাট্যশালার পূর্ব্ব ইতিহাস সংক্ষেপে বলিবার উদ্দেশ্যে তৎসম্পাদক নবগোপাল মিত্র লিখিয়াছিলেন,—

The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosono Coomar Tagore. The next attempt of the kind was made by Baboo Nobin Chunder Bose, of Shambazar. The theatre got up by him was of a high order. The play of Bidya Shoondur was enacted in it. The third attempt of the kind was made by the late Baboo Nogender Nauth Tagore. He was very successful in his attempt. Theatres were next got up by the late Rajah Pretap Narian Singh, by Baboos Kally Prosono Sing, Charoo Chunder Ghose, by Rajah Jotindro Mohun Tagore, by Baboos Gonendro Nath Tagore and Shama Churn Mullick......

তবে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টার কোন সমসাময়িক উল্লেখ আমি পাই নাই।

বঙ্গদেশে আজ্ কাল বড় ধুম ধাম।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম॥
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ॥
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।
কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক॥

একজন সভ্যতাপথের পথিক।

ইহার পর ১৮৫৮ সনের ৩রা জুলাই শনিবার চুঁচুড়ার ৺নরোত্তম পালের বাটীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ের দিন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক।—আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকাকালে চুঁচুড়া নগরে ৺ বাবু নরোত্তম পালের বাটীতে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবেক। অতএব বিদ্যোৎসাহি নাট্যপ্রিয় সুরসিক দর্শকগণ উক্ত স্থানে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া কথিত কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করত নাট্যরসে আমোদি হইবেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারও চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে পাই,—

...মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল।...প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল।—'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?'*

এই নাটকের অভিনয়ে চুঁচুড়ার কুলীন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার কল্পনাজল্পনা করেন।†

* বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃ. ৫২৪।

† "*Tuesday, the 13th July*.........The acting of the *Koolin-o-Kooloshurboshwo* Natuck at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality......The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste, and the Coolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind."—The *Hindoo Patriot* for July 15, 1858.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সখের নাট্যশালার পূর্ণবিকাশ

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের যে-উৎসাহ দেখা যায়, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় উহার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু উহার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি নাট্যশালার কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই নাট্যশালার নাম বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ সনে * বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ সনে † প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই রঙ্গমঞ্চ পরবৎসরের ৯ই এপ্রিল উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার'-এর রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ। ‡ ১৮৫৭ সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয় এবং সকলেই এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেন। কালীপ্রসন্ন নিজেও এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল।

* কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী ও বাংলা—দুইখানি জীবনীতেই শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা ১৮৫৩ বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এ-সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' (শ্রাবণ, ১৩৩৮) ও 'প্রবাসী' (শ্রাবণ, ১৩৩৮) পত্রে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে আমার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৫৭, ৩রা ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন—

"*The Biddotshahini Theatre* is in the second year of its existence."

‡ রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকখানি নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাটীতেও অভিনীত হয়।

বেণীসংহার অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই নাটক-রচনায় হাত দেন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্ব্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই নাটকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটক কিরূপে রচিত হইল, সে-কথা বলেন। বাংলা দেশে নাট্যশালার অভাবের কথা উল্লেখ করিবার পর কালীপ্রসন্ন লেখেন,—

> …সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ই রাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গ ভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।
>
> এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে সমর্থ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গ ভূমিতে ভটনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গ ভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতি ভাজন ও শত শত ধন্য বাদের পাত্র হইয়াছিলেন।
>
> পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গ ভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।

'বিক্রমোর্ব্বশী'র প্রথম অভিনয়ের সঠিক তারিখ ২৪এ নবেম্বর, ১৮৫৭। ১৮৫৮ সনের ১০ই এপ্রেল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

> সন ১২৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ।—১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।

বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয় খুব কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭৩ সনে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে নাট্যশালা-সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয়েও বহু

দেশী ও ইউরোপীয় দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ (পরে স্যর) সিসিল বীডন ছিলেন। ইনি অভিনয় দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া অভিনেতাদের খুবই সুখ্যাতি করেন।

১৮৫৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রেও এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণে প্রশংসা ভিন্ন অনেকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রথমেই বলিতেছেন,—

> আমরা ছয় সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে আমাদের পত্রিকায় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাংলা অনুবাদের সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি আমাদের পাঠকদের স্মরণ আছে। এই সংখ্যায় আমরা ঐ বাবুরই উদ্যোগে তাঁহার নিজের বাটীতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয়ের পরিচয় দিব। বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাট্যশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম দর্শকের ভিড়ের জন্য চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বিচারে টিকিট বিতরণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যতই আপত্তি থাকুক না কেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতি আমাদের অবিচার করা উচিত নয়। তাঁহার বদান্যতা ও অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ের ফলে কলিকাতায় বিশুদ্ধ আমোদের একটি চমৎকার স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। ইহা কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও বুদ্ধিমান্ ও ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে গিয়া স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

ইহার পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই নাটকে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। পরিশেষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন যে, এইরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। নাট্যানুরাগী ব্যক্তিরা যদি এই উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁহাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

বিক্রমোর্ব্বশী অভিনয়ের পর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে আর একটি অভিনয়ের উদ্যোগের সংবাদ আমরা পাই। উহার নাম—সাবিত্রী-সত্যবান্। ইহাও কালীপ্রসন্নের রচিত। ১৮৫৮ সনের ৫ই জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ইহার মহলা দেওয়া হয়। ৪ঠা জুন (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

> আগামী শনিবার ৭ টার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের অভিনায়ন পাঠ হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক, অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।

এই অভিনয় উপলক্ষ করিয়া খ্রীষ্টানদের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্র ১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিল,—

> পাক্ষিক সংবাদ।...কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীর রঙ্গভূমিতে এবং অন্যান্য গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। স্বদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম্ম এবং দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

এইবারে আমরা বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথা বলিব। উহা বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত নাট্যশালা। তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের মতে ইহার অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের অভিনয় ও সুন্দর নাট্যশালা পূর্ব্বে আর হয় নাই। এই নাট্যশালাটির নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালা। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতায় খুব একটা সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে কি নাট্যশালার সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে,

বেলগাছিয়া নাট্যশালা অভিনয়ে খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এ-কথা বলা একটা সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানিতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতানবাদনের প্রবর্ত্তন হয় ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল কর্ত্তৃক এই ঐকতানের দল গঠিত হয়। এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট-অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নাট্যশালা-নির্ম্মাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী। ইহাদের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী বিদূষকের ভূমিকা খুব দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন, এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলিকাতার দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে বাংলার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশব বাবুর গম্ভীর ও শান্ত চেহারা দেখিয়া তিনি যে বিদূষকের ভূমিকা এরূপ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।*

যে নাটকখানির অভিনয়ের কথা বলা হইল, উহা রত্নাবলী নাটক। (শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে) রামনারায়ণ তর্করত্ন উহা প্রণয়ন করেন। এই নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ সনের ৩১এ জুলাই, শনিবার। ইহার কয়েক দিন পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' (১৮৫৮, ৫ই আগষ্ট) উহার একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কথার মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন যে,—

> পাইকপাড়ার রাজারা শিক্ষা ও দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এবারে তাঁহারা নাট্যশালা ও নাটকের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে তাঁহারা একটি চমৎকার সখের নাট্যশালা

* যোগীন্দ্রনাথ বসুর "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" (৩য় সং.) পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত Reminiscences of Michael M. S. Datta by Gour Das Bysack দ্রষ্টব্য।

স্থাপিত করিয়াছেন। এই নাট্যশালা গত শনিবার রত্নাবলী অভিনয়ের দ্বারা উন্মোচিত হয়। আমাদের দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রৌঢ় পাঠকদের মধ্যে বাবু যাঁহাদের দ্বারকানাথ ঠাকুর, মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উইলসন, হেনরী টরেন্স এবং চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটারের কথা স্মরণ আছে, তাঁহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভ্যুদয় ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি অনুরাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ খুব আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে। এ-যুগের নবীন যুবকেরাও এই আমোদের নূতনত্ব ও নাট্যশালার সুব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বিচক্ষণ দর্শকেরা সেদিনকার অভিনয় দেখিয়া খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সমালোচকের নিকট এই অভিনয়ের নৃত্য ও গীত খুব ভাল লাগিয়াছিল। এক জন ইংরেজ শ্রোতা ইঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ভারতীয় বাদ্য ও গীত শুনিয়া তাঁহার মনে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু এই অভিনয়ের প্রশংসা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কতকগুলি দোষও দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অভিনয়ে সেই দোষগুলি সংশোধিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' (৪ আগষ্ট ১৮৫৮, বুধবার) 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল,—

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।) রত্নাবলী নাটক।—গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়, রাত্রি ৮৷৹ সাড়ে আট ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ছোট গবরনর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুত মেং হিউম সাহেব, ডাক্তর গুড্‌ইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। নাটোক্ত স্ত্রী পুরুষেরা যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিমা ও নৃত্য গীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাহারদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, নাট্যশালা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, নাটোক্ত ব্যক্তিবর্গের বেশ-বিন্যাস অতি সুদৃশ্য ও মনোহর হইয়াছিল, এই ব্যাপার এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে এবং তাবতেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা যত অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এসম্প্রদায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। ছোট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওনকালীন অনেক

প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন যে, এতদ্দেশীয় যুবা ব্যক্তিরা লেখা পড়া শিখিয়া কত শত মহাত্মাকে তুষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত,...। সর্ব্বশেষে নাটোক্ত পুরুষদিগো ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন।—শুনা গেল আগামি বৃহস্পতিবার ঐ নাটক ঐ স্থলে পুনরায় হইবেক, তাহার কারণ শুনা গেল যে, গতবারে স্থানের সঙ্কীর্ণতাজন্য অনেক ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায় নাই, সে জন্য দুইবার করিয়া সর্ব্বলোকের নয়নরঞ্জন করিবেন।

রত্নাবলী নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হয়।

রত্নাবলী নাটকের অভিনয় আর এক দিক্ হইতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। আমরা ১৮৫৯ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে জানিতে পারি যে, ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেলের প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়। 'শর্ম্মিষ্ঠা'র ষষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২৭এ সেপ্টেম্বর। বাংলা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্র্যাণ্ট সাহেব, পাটনার মুনশী আমীর আলী, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।*

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৬১ সনের ২৯এ মার্চ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই অল্পকালের মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। মাইকেল সত্য সত্যই বলিয়া গিয়াছেন, "যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুই জন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।"

---

* "The Sermista was performed, for the last time as we understand before the holidays, on Tuesday evening last, at the little private theatre erected by the Rajahs Pertaub and Isser Chunder Singh at their Belgachia Villa. A selected number of the European and Native friends were invited by the Rajahs to witness the performance. Among the company were present the Hon'ble J. P. Grant, Lieutenant Governor of Bengal,......" The *Bengal Hurkaru* of Thursday, September 29, 1859.

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়

বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে-সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে-যুগটি বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের খুব একটি স্মরণীয় যুগ। তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মন্তব্য চোখে পড়ে। এই লেখকগণ সকলেই নাট্যশালা ও নাটকের প্রসারকে দেশের উন্নতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে একটি পত্রে লেখেন, "এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়, এগুলি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিত; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।" এই ধরণের অভিমত আমরা সে-যুগের অনেক সংবাদপত্রেই পাই। ১৮৫৭ সনের ২১এ মে তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এক জন সংবাদদাতা লেখেন,—

> নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগের ফলে বহু হিন্দু যুবক দেশীয় পাড়ায় অস্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় আশুতোষ দে'র বাড়িতে 'শকুন্তলা,' এবং তাহার পর সিংহ বাবুদের বাড়িতে 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইতেছি যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবক শীঘ্রই 'বিধবোদ্বাহ' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন। প্রথমোক্ত নাটকটির অভিনয় কাঁশারিপাড়া নিবাসী মুৎসুদ্দী বাবু মতীন্দ্রলাল বসুর বাড়িতে হইবে। ইহা দেশের পক্ষে খুব মঙ্গলের লক্ষণ, এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

বাংলা দেশে বিদ্যাচর্চ্চা ও নাট্যশালার প্রসারে আনন্দিত হইয়া বহরমপুরের প্রসিদ্ধ লেখক রামদাস সেন ১৮৫৯ সনের ১০ই মে তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' একটি কবিতা প্রকাশ করেন। সেটির যে-কয়েকটি পংক্তি নাট্যশালা সম্বন্ধে সেগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আহা কি আহ্লাদ।

পয়ার।

নিতাং শুন্তে পাই অভিনয় নাম।

অভিনয়ে পূর্ণ হলো কলিকাতা ধাম॥

হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ।
দুখের হইল অন্ত সুখ বার মাস॥
দিনং বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান।
দিন বৃদ্ধি হৈল বাঙ্গলার মান॥
হায় কি সুখের দিন হইল উদয়।
এদেশে প্রচার হলো নাট্য অভিনয়॥

উপরে যে-'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয়ের আয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খুব সম্ভব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মূল সংস্কৃত হইতে বাংলায় রূপান্তরিত করেন। ইহা শেষ পর্য্যন্ত মোটেই অভিনীত হয় নাই। কবি ও নাটককার মনোমোহন বসু তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলেন,—

প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক বড় বড় লোক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌকর্য্য-সাধক হইল না। যাহা হউক, মহা ধুমধাম পূর্ব্বক কয়েক মাস তাহার আখ্‌ড়া চলিল—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইল—কিন্তু পরিণামে হরিনাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না। ('মধ্যস্থ', পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬১৮)

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ বিফল হইলেও, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় একটি নাটকের অভিনয় পরিশেষে সুসম্পন্নই হয়। এই নাটকটি উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ' নাটক।* আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। নাটক-রচনার ক্ষেত্রেও সেই আন্দোলন ও উত্তেজনার ঢেউ আসিয়া লাগে। এক ১৮৫৬ সনেই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাদের একটি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধবা-বিবাহ নাটক, অপরটি উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বিধবোদ্বাহ নাটক'।† এই দুইটি নাটকের মধ্যে 'বিধবোদ্বাহ নাটক'

---

* ১৮৫৬ সনের ২রা আগষ্ট তারিখের *The Calcutta Literary Gazette* পত্রের ৪৮৪ পৃষ্ঠায় "Bidobha Bibaho :—A Tragedy in Bengallee, Bhowanipore—1856" এই নাম দিয়া বিধবা-বিবাহ নাটকের এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

† "বিজ্ঞাপন। সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমি যে 'বিধবোদ্বাহ নাটক' প্রস্তুত করিয়া যোড়াসাঁকোস্থ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় বিশেষ অনুরোধে প্রায় বৎসরাতীত হইল প্রদান করিয়াছিলাম, এইক্ষণে উক্ত সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবায় আমি নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রাঙ্কন করিতেছি অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,…সন ১২৬৩ সাল ২৩ আষাঢ়। শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং হালিশহর খাস্‌বাটী। ('সংবাদ প্রভাকর', ৮ই জুলাই, ১৮৫৬)

অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে, 'বেঙ্গল হরকরা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইলেও শেষ-পর্য্যন্ত উহার অভিনয় হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলীয় যুবকদের উৎসাহে ১৮৫৯ সনের ২৩এ এপ্রিল বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে মনে হয়, কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বে অন্য দু-একজন ব্যক্তিও এই নাটকটি অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৫৮ সনের ২৬এ মার্চ্চ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,—

> আমরা জানিতে পারিলাম যে বাবু বিহারীলাল শেঠ বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যের সাহায্যে শীঘ্রই বিখ্যাত বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয় করিতে যাইতেছেন। বাবু বিহারীলাল শেঠ কৃতকার্য্য হউন, আমরা এই কামনা করি।

কিন্তু এই উদ্যোগের কোন ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরিশেষে কলুটোলার সেনেরা বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করেন। ১৮৫৯ সনের ১৯এ এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশ, সেই বৎসরের ১৬ই এপ্রিল চীৎপুরের সিঁদুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বিধবা-বিবাহ নাটকের মহলা দেওয়া হয় ও তাহাতে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এই বাড়িতেই ১৮৫৩ সনের ২রা মে তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়; বর্ত্তমানে বাড়িখানির কোন চিহ্নই নাই।

যে-নাট্যশালায় এই বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—'মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' এই নাট্যশালায় ১৮৫৯, ২৩এ এপ্রিল বিধবা-বিবাহ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ লইয়া অনেকেই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ২৭এ এপ্রিল (বুধবার) তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে এ-সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকিবে না,—

> বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয়।—গত শনিবার অধুনালুপ্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় রাত্রি আটটায় আরম্ভ হয় ও তিনটা পর্য্যন্ত চলে। উহাতে প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ একটি নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীরা যে চিরবৈধব্য ভোগ করে তাহার দুঃখ এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যথার্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।...অভিনয়ের মধ্যে

টোল পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার ও সুখময়ীর অভিনয় দর্শকদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইয়াছিল। কিন্তু নাম করিয়া এই কয়েকটি অভিনেতার উল্লেখ করিলেও, অন্যান্য ভূমিকার অভিনয়ও যে খারাপ হয় নাই তাহার একটি প্রমাণ—নাটকটির দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কোন দর্শক অভিনয় শেষ হইবার পূর্ব্বে স্থান ত্যাগ করেন নাই।...দৃশ্যপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতটা যে সুচিত্রিত হইবে তাহা আশা করা যায় নাই।...এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু মুরলীধর সেন ও অন্যান্য যাঁহারা এই নাট্যাভিনয়ের পরিচালনে উদ্যোগী ছিলেন তাঁহারা খুবই ধন্যবাদার্হ। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই নাটকে নারী-চরিত্রের অভিনয় যেন নারীদের দ্বারাই হয়। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)*

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতেও আমরা এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানিতে পারি। ১৮৫৯, ২৮এ এপ্রেল (বৃহস্পতিবার) তারিখে এই পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি দেওয়া হয়,—

বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয়।—গত শনিবার রজনীতে উক্ত নাটকের অভিনয় ৺বাবু রামগোপাল মল্লিকের বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে, উক্ত সময়ে অন্যূন পাঁচ শত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। অভিনয় যে প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় বটে।

সেই বৎসরের ৭ই মে বিধবা-বিবাহ নাটকের আর একটি অভিনয় হয়। ১৮৫৯, ১০ই মে (মঙ্গলবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

সংবাদসারাবলী।— ...গত শনিবার রজনী যোগে ৺ রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে পুনর্ব্বার বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয় ক্রিয়া এবারও সাতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে।

এই নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি মিঃ হলবাইন্ (Holbein) নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। †

১৮৫৯, ১৪ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে আমরা এই অভিনয়ের একটি বিবরণ পাই,—

...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সংযোগে পূর্ব্বতন মেট্রোপোলিটান কালেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েকবার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও লোচন-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা প্রায় সকলেই অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette* for May 6, 1859.
† *Ibid.*, May 20, 1859.

মোহিত হইতে হয়। আর ঘটনা স্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গভূমির কাল্পনিক কাণ্ড বোধ হয় না। আর গায়ক মহাশয়েরাও সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রশংসা করিয়াছেন। অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিতেছি, যে ইহার সম্পাদক মুরলীধর বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তিনি এবিষয়ে যে অকাতরে অর্থব্যয় ও অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সার্থকতা হইল বলিতে হইবে, এই অভিনয়ের সংগীত সকল আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহোদয় দ্বারা রচিত হয়।...হাটখোলাস্থ গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় এই সকল গীতের সুর যোজনা করেন।

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। কেশবের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়া গিয়াছেন যে, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা কেশব রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধানে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্য বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন।* মজুমদার-মহাশয়ও এই নাটকের একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার আসিয়াছিলেন ও অভিনয় দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই অভিনয়ে কলিকাতায় যে খুব উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

* বিধবা-বিবাহ নাটক ছাড়া, আর একটি নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা'র [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের] 'নব বৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্ম্মসমন্বয় নাটক।' ইহার অভিনয় হয় ১৮৮২ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে। *The Indian Mirror* for September 23, 1882 (Saturday); P. C. Mozoomdar's *Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, 3rd ed, pp. 291-92; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১১৪-১৫।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারিটি বড় নাট্যশালা

এ-পর্য্যন্ত যে-সকল নাট্যশালার কথা বলা হইল, তাহাতে সর্ব্বশেষ যে অভিনয় হয়, তাহার তারিখ ও বাংলা দেশে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার মধ্যে বারো বৎসরের কিছু বেশী ব্যবধান। নাট্যশালার এই বারো বৎসরের ইতিহাস অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি বৎসরের ইতিহাসের মতই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় কয়েকটি অতি উচ্চশ্রেণীর সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল নাট্যশালা সাধারণ না হইলেও উহাদের সাজসজ্জা অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, এইগুলিতে যে-সকল অভিনয় হইত তাহাতেও খুব উৎকর্ষ দেখা যাইত। প্রকৃতপ্রস্তাবে সখের নাট্যশালাতেই বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন ও শিক্ষা হয়। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে, বেলগাছিয়া প্রভৃতি নাট্যশালার মত পরের যুগের সখের নাট্যশালাগুলির স্থানও অতি উচ্চে।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় এ-যুগের প্রথম নাট্যশালা। উহা ১৮৬৫ সনে বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়।

ইহার পূর্ব্বেও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। * এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা

* "In 1859 the Nataka Malavikagnimitra or Agnimitra and Malavika, was performed .....*"—"The Modern Hindu Drama" by Kishori Chand Mitra., *Calcutta Review*, 1873, p. 259.

*১৮৫৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের শেষ দুই অঙ্কের পাণ্ডুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১২৩ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই তারিখের পরে যে নাটকখানি অভিনীত হয়, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ৫

ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন। কিশোরীচাঁদ মিত্র যে-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে নির্ভরযোগ্য, তাহার প্রমাণ ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে মাইকেল মধুসূদনকে লিখিত যতীন্দ্রমোহনের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানিতে পাওয়া যাইবে।-

...আমার বিশ্বাস, রাজারা [পাইকপাড়ার] বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয় করাইবেন না। আর আমার ভ্রাতার নাট্যশালার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার আশঙ্কা হয়, 'মালবিকা'র অভিনয় এই নাট্যশালার প্রথম ও শেষ অভিনয়।* (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে...বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র'† নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন: বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন ;...আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম,... ।‡

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের এই অভিনয়ের বৎসর-ছয়েক পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও উহাতে ১৮৬৫ সনের ৩০এ ডিসেম্বর 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় ইহার পর বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হয়।...এই নাটকটি রাজা যতীন্দ্রমোহন কর্তৃক নাট্যাকারে লিখিত হয়। তিনি ইহা সংশোধন করিয়া সমুদয় অশ্লীল ইঙ্গিত বর্জ্জন করেন।...এই নাটকটির অভিনয় হয় ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর

* 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৪র্থ সং. পৃ ২৬৫-৬৬।

† ''কালিদাস-প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মর্ম্মানুবাদ'' করেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,—রামনারায়ণ তর্করত্ন নহেন। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১২৬৬ ও ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে শৌরীন্দ্রমোহনের নাম ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার নাম আছে।

‡ 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' (প্রথম পর্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃ. ১৫৫।

মাসে, এবং ইহা অভিনীত হইয়া যাইবার পর 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একটি হাস্যরসাত্মক প্রহসনের অভিনয় হয়। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

১৮৬৬ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রেও পাইতেছি,—

গত সপ্তাহে [রেওয়ার] মহারাজা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত ঐ রম্য ভবন অতি চমৎকার রূপে সুসজ্জীভূত করা হইয়াছিল, তথায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া পরে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক তথায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যথেষ্ট আমোদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়—১৮৬৬ সনের ৬ই জানুয়ারি। এই অভিনয়কালেও রেওয়ার রাজা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে পাইতেছি,—

...আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে রাওয়ার মহারাজা সে দিবস [শনিবার, ৬ জানুয়ারি] শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরো শুনা গেল যে মহারাজ গীত বাদ্যে পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমেটীয়ারদিগকে তিন হাজার টাকা ও প্রতি জনকে এক এক খানা কাসমেরি শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভদ্রসন্তান ও মানের কারণ উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

১৩ই জানুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণের লেখক অভিনয়ের দু-একটি দোষ-ত্রুটি দেখান, কিন্তু বিদ্যা, গঙ্গাভাট, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছে বলেন। এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়ের পর পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে যে-প্রহসনটি প্রদর্শিত হয়, উহার নায়ক একটি বৃদ্ধ মুন্সেফ; তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন। এই লেখকের মতে দৃশ্যপট ও গীতবাদ্য বেশ মনোরম হইয়াছিল।

'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে কে কি সাজিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করা গেল,—

রাজা বীরসিংহ (বর্দ্ধমানাধিপতি) .	শ্রীরাধাপ্রসাদ বসাক
মন্ত্রী .	শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার
গঙ্গা (ভাট) .	৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুন্দর (কাঞ্চীপুরাধিপতি গুণসিন্ধু রাজার তনয়) ..	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ধূমকেতু (কোটাল) ..	শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যা (রাজা বীরসিংহের কন্যা) ..	৺মদনমোহন বর্ম্মন । খোট্টা
হীরে (মালিনী) .	শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুলোচনা, চপলা (রাজকন্যার দাসী)	শ্রীষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায় ৺যদুনাথ ঘোষ ও ফটিকচন্দ্র ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যা
বিমলা (রাজবাটীর প্রতিবাসিনী এবং চপলার সই) .	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসাক
প্রতীহারী .	শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রহরী .	[illegible] দত্ত

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন—ঘনশ্যাম বসু।* এই নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনটি আট-নয় বার অভিনীত হয়। ১৮৬৬, ২৩এ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে জানা যায় যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অভিনয়ে "বিজয়নগরের মহারাজা সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন।"

এই অভিনয়গুলির পর পাথুরিয়াঘাটায় 'বুঝলে কি না' নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। উহার তারিখ ১৮৬৬ সনের ১৫ ডিসেম্বর। সেই বৎসরের ২২এ ডিসেম্বর (শনিবার) তারিখের 'বেঙ্গলী'তে দেখিতে পাই,—

> গত শনিবার পাথুরিয়াঘাটার সখের দলের থিয়েটার নাট্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে গীতবাদ্য শুনাইয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে, বিশেষ করিয়া এই দলের

* "গত শনিবার রজনীযোগে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী যশোধর্ম্মরাশি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বসু দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।"—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, মঙ্গলবার।

জন্য লিখিত 'বুঝলে কি না' নামে একটি বাংলা প্রহসনের সমালোচনা আমরা করিয়াছিলাম; এখন আমরা সুন্দর দৃশ্যপট ও উন্নত স্তরের বাদ্য প্রভৃতির সহিত প্রদর্শিত অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।...ঘন ঘন করতালি ও উচ্চহাস্য হইতে মনে হয় অভিনয় খুব কৃতকার্য হইয়াছিল। দু-এক জন ছাড়া সকল অভিনেতাই বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।...অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের মুখের ভাব ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছিল। আশা করি তাঁহাদের দল পাকাইবার প্রবৃত্তি ইহা দ্বারা লোপ পাইবে, ও বাঙালী সমাজ শান্তি পাইবে। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকখানি ১৮৬৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হয়। পরবর্তী ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৫ই ফাল্গুন ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি :—

মালতীমাধব নাটকের অভিনয়।—গত ২৫এ মাঘ শনিবার রাত্রিতে আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমাধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।...গ্রন্থের নায়ক মাধব : কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই।...মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে, চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোরঘণ্টের পূজা মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন তাঁহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোকসম্বরণ অপ্রীতিকর হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজনদুর্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ জলপ্রপাত প্রভৃতিও যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছিল। এখানকার একতানবাদ্যের ন্যায় বাদ্য আমরা আর কোথায়ও শ্রবণ করি নাই। *

* 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" প্রবন্ধে (পৃ. ১৮১) এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে মালতীমাধব নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ "৩১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তারিখটি যে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। '৩১এ সেপ্টেম্বর' একটু আশ্চর্য্য তারিখ! কিশোরীচাঁদ মিত্র ঠিকই বলিয়াছেন, ১৮৬৯ সনে এই অভিনয় হয়।

ইহার তিন দিন পরে—১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মালতীমাধব' নাটক পুনরায় অভিনীত হয়। ১৮৬৯, ২৬এ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রে দেখিতেছি :—

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার অনেক ইউরোপীয় সহচর সমভিব্যাহারে গত শুক্রবার রাত্রে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় বিবিও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন যতীন্দ্র বাবু তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন

মালতীমাধব নাটক পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে দশ-এগার বার অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৭০ সনের প্রথম দিকে পাথুরিয়াঘাটায় দুইটি প্রহসন অভিনীত হয়—এই দুইটির নাম 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কট।' ১৮৭০, ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় দেখিতে পাই,—

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়।...শৌরীন্দ্র বাবু এই প্রায় দশ বৎসর নাট্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল আছেন ও এক্ষণে তাহার অবতভায় প্রধান প্রধান ইংরাজ আহ্বান করিয়া থাকেন ও তাহারাও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; আমাদের নাটকের প্রধান অভাব এই যে স্ত্রীলোক অক্টর পাওয়া যায় না. তাহা বলিয়া হাত কি

এবারেই দুইটা প্রহসনই চমৎকার হইয়াছে, একটার নাম 'চক্ষুদান', আর একটার নাম 'উভয় সঙ্কট'। এ দুইটীর প্রণয়ন কর্ত্তা যতীন্দ্র বাবু ....

১৮৭১ সনে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৭২ সনের ১৩ই জানুয়ারি সেখানে 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সঙ্কট' অভিনীত হয়। ১৮৭২, ১৫ই জানুয়ারি (সোমবার) তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন,—

পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার।—এই নাট্যশালাটি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হইলেও এই দুই স্বত্বাধিকারীর বদান্যতায় উহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য গত বৎসর উহা যখন বন্ধ হইয়া যায়, তখন সাধারণের পক্ষে উহা অত্যন্ত নিরাশার কারণ হইয়াছিল। এই বৎসর আবার উহা উন্মোচিত হইয়াছে, ও গত শনিবার উহার প্রথম অভিনয় হইয়াছে। আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে 'রুক্মিণীহরণ' নামে যে-নাটকটির আলোচনা করিয়াছিলাম এবারে উহা অভিনীত হয়। অভিনয় বরাবরই যেমন হয়, খুব সাফল্যমণ্ডিত

হইয়াছিল।...এই নাটকের পর 'উভয় সঙ্কট' নামে একটি খুব আমোদজনক প্রহসনের অভিনয় হয়। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী ১০ই ফেব্রুয়ারি এই নাটকখানির আর একটি অভিনয় হয়। এ-বিষয়ে ১৮৭২, ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ন্যাশন্যাল পেপার' লেখেন,—

পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার।—গত ১০ই শনিবার রাত্রে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে যে নাট্যাভিনয় হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। নাট্যমঞ্চে একটি করুণ-হাস্যরসাত্মক নাটক ও আর একটি প্রহসন দেখান হইয়াছিল। নাটকটি মহাভারত হইতে সঙ্কলিত। প্রহসনটির বিষয়বস্তু দুই পত্নীযুক্ত একটি ব্যক্তির লাঞ্ছনা।...রাজপ্রতিনিধির (লর্ড মেয়োর) মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আপাততঃ এই নাট্যশালাটি বন্ধ আছে। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার নিবন্ধে এই অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে সেজন্য ভ্রমক্রমে ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এই অভিনয়কেই রুক্মিণী-হরণের প্রথম অভিনয় বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার প্রথম অভিনয় আরও মাসখানেক আগে হয়।

'রুক্মিণীহরণ' নাটকের আরও একটি অভিনয়ের উল্লেখ সংবাদপত্রে পাইয়াছি। ১৮৭২ সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে পাইতেছি,—

রুক্মিণীহরণ নাটকাভিনয়।—গত ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পাতুরিয়া ঘাটাস্থ ভবনে উক্ত নাটকের অভিনয় অতিসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। নাটকখানি যেমন সুরসিক কবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে তেমনি তাহার অভিনয়ও সুবিজ্ঞ অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। সংগীত এবং ঐকতান বাদনে শ্রোতৃগণ...প্রীতিলাভ করিয়াছেন।...ধনদাসের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত প্রতিরূপগুলিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল...।

রামনারায়ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মহারাজার বাড়িতে রুক্মিণীহরণ সর্ব্বসুদ্ধ দশ-এগার বার অভিনীত হয়।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে 'উপসংহার' নামে দশ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ,—

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। সন ১২৭৮ সালের নাট্যাভিনয় সমাপনোপলক্ষে উপসংহার। কলিকাতা।...সন ১২৭৯ সাল।

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে উল্লেখ করিবার মত একটিমাত্র অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সঙ্কটে'র অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ৩রা মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের ও রাজপ্রতিনিধির আগমনের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নাটকগুলির ইংরেজী চুম্বক * দেওয়া হইয়াছিল। অভিনয়-শেষে গবর্ণর-জেনারেল গৃহস্বামী ও অভিনেতাদের ধন্যবাদ দেন।

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান'- পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এই তিনখানি প্রহসন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের আত্মকথা † হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি এই "তিনখানি প্রহসন প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত" হইয়াছিলেন।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি এ-যুগের দ্বিতীয় নাট্যশালা। এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুপরিচিত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনেকে

ইহা রুক্মিণীহরণ নাটকের অষ্টম রজনীতে অভিনীত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—

> ব্রাহ্মণ।...দর্শক-মহাশয়েরা! অদ্য রুক্মিণী-হরণ নাটকাভিনয়ের অষ্টক রাত্র: এই অষ্টাহতে আপনাদের অনুগ্রহ সহকারে আমরা নাট্যামোদে যে কি পর্য্যন্ত আমোদিত ছিলেম তা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ সংগ্রহ' পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

> "রূপকটি কেবল ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ) তারিখে 'রুক্মিণীহরণ' নাটকের অভিনয়ান্তে অভিনীত হয়।

* 'রুক্মিণীহরণ' নাটক ও 'উভয় সঙ্কট' প্রহসনের চুম্বক মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা হওয়া সম্ভব। প্রথমটি আমি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।

† 'ভারতবর্ষ', ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃ. ৭১১ ; 'প্রবাসী,' আশ্বিন ১৩১৮, পৃ. ৭৬২-৬৩।

ভ্রমক্রমে এই অভিনয় ১৮৬৪ সনে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু উহার প্রকৃত তারিখ যে ১৮৬৫ সনের ১৮ই জুলাই, তাহা পরবর্ত্তী ২৭এ জুলাই (১৩ই শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে,—

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।

মহাশয়! সম্প্রতি শোভাবাজারস্থ রাজভবনে একটি অভিনয় সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে। তাহার অধ্যক্ষ সভাপতি, সভ্য এবং সম্পাদকের কার্য্য শ্রীমান রাজকুমার বাহাদুরেরা সবান্ধবে সম্পাদন করিতেছেন। উক্ত সভার উদ্দেশ্য এই যে, নানা প্রকার অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বদেশের কু-আচার কুব্যবহার নিবারণ করা মাত্র। সম্পাদক মহাশয়! শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার এবং অর্থ ব্যয় করিয়া যে, এইক্ষণে যুবা ধনী সন্তানেরা দেশের পাপাচারের মূলোৎপাটনে যত্নশীল হইয়াছেন, ইহাও এক অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন শোভাবাজারস্থ নাট্যসভা চিরস্থায়িনী করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করেন। যাহা হউক, গত ৪ঠা শ্রাবণ রজনীযোগে সভার ব্যবস্থাক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের প্রথম বার অভিনয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তদবলোকনার্থ অনেক মান্য ভদ্রসন্তানদিগকে সে দিবস নিমন্ত্রণ করা হয়, আমিও উক্ত রাত্রিতে আহূত দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলাম. তাহাতে কুমার বাহাদুরেরা স্ব স্ব প্রিয় বান্ধবের সহিত সমবেত হইয়া যে প্রকার সুনিয়মে নাটকের অভিনয় বিস্তার করিলেন, তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইলাম,..., কস্যচিৎ নিমন্ত্রিতজনস্য।

এই নাট্যশালায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' দ্বিতীয় বার অভিনীত হয়—১৮৬৫ সনের ২৯এ জুলাই তারিখে। ৩১এ জুলাই তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভুল করিয়া ইহাকে 'প্রথম' অভিনয় বলিয়াছেন।* এ দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা নীচ আমোদ-প্রমোদে

* "*The Hindoo Theatre.* We are glad to notice the resuscitation of the Hindoo Theatre by the praiseworthy exertions of the junior members of the Shobha Bazar Raj family......

On last Saturday night the Shobha Bazar amateurs had their first performance.........Nor can we commend the choice of the subject of the performance....the performance was exceedingly creditable to the young amateurs. The scenes, which we believe were painted by a native artist, were appropriate and well done. The music, though not in keeping with the high merits of the acting, was not inferior. The dancing was varied and very spirited.…All the characters of the farce…sustained their parts equally well and admirably."—The *Hindoo Patriot* of July 31, 1865 (Monday).

অর্থব্যয় না করিয়া নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন দেখিয়া লেখক সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, শোভাবাজার নাট্যশালার নাম বেলগাছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সহিত রঙ্গালয়ের ইতিহাসে জড়িত থাকিবে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মোটের উপর অভিনয়ের প্রশংসাই করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেন যে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি পারিবারিক নাট্যশালাতে অভিনয়ের উপযুক্ত নয়। ইহাতে এমন অনেক চরিত্র আছে, যাহার অভিনয়ে সুরুচি ও সুনীতি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ৩রা আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

নাট্যাভিনয় ('একেই কি বলে সভ্যতা?')—গত সোমবারের প্রতিজ্ঞানুসারে শোভাবাজার রাজভবনস্থ অভিনয় ক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনস্থ একটা নিম্নতল গৃহে রঙ্গভূমি সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজবাটীর কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সাহায্যাভাব বোধ হইল। কয়েক জন রাজকুমারের উদ্যোগেই এই অভিনয়টী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোগলকুড়িয়া প্রভৃতি নিকটস্থ পল্লীর কয়েক জন যুবক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন।

দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ দর্শকগণ নিরূপিত সময়ে অভিনয় গৃহে উপস্থিত না হওয়াতে রজনী প্রায় দশ ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথমে নট ও নটী রঙ্গভূমিতে আগমন করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া যান। নব বাবু ও কালী বাবুর কথোপকথনে সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। বৈরাগীর ভাবভঙ্গি ও বাক্যে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এমন কি, সমুদয় অভিনেতাদিগের মধ্যে বৈরাগী ও কর্ত্তার অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাটীও যথার্থ তরঙ্গিণী বটে। আমরা জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার (পেটরন্) নব বাবুর বক্তৃতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ না বলিয়া বিরত হইতে পারি না। নব বাবুর বক্তৃতাকালীন যে প্রকার ভঙ্গী করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত নব বাবু জ্ঞান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের অভিনয় অতি চমৎকার। তাঁহাদের ভাবভঙ্গি ও নৃত্যতে, অনেকেরই তাঁহাদিগকে প্রকৃত নর্ত্তকী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। নব বাবুর শয়নগৃহ অতি মনোহারিণী হইয়াছিল। অন্তঃপুরস্থিত ললনাগণের তাসক্রীড়া ও নব বাবুর মদোন্মত্ততা ও তন্নিবন্ধন পরিজনের অনুশোচনা অতি প্রকৃত রূপে অভিনয় করা হইয়াছিল। নব বাবুর স্ত্রী হরকামিনীর, মনোহর লাবণ্যে, সুমধুর স্বর ও হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপে উপস্থিত দর্শকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিল।

নায়িকাদিগের মধ্যে হরকামিনীই বিশেষ প্রশংসাপাত্রী হইয়াছেন। সারজন, পাহারাওয়ালা, মুটে, বরফ ও বেলফুলওয়ালা, গৃহিণী কমলা প্রভৃতি অপর অভিনেতৃগণ অসামান্য পরিপাটীর সহিত অভিনয় করিয়াছেন। দ্বারপালের ভোজপুরী ভীষণ গম্ভীর স্বরটা মনে পড়িলে এখনো আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। উনিশ জন অভিনেতা দ্বারা এই প্রহসনখানির অভিনয় হইয়াছে।

উক্ত অভিনয় স্থলে বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অন্যূন একশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনেতাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন। অভিনয়টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরাও স্থানের সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত আর কোন দোষ দর্শন করিতে পারি নাই।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত প্রহসন মধ্যে যেরূপ নিপুণতা ও ব্যবহারানুভাবকতা গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অভিনয়কর্ত্তাগণ কোন অংশেই তাঁহার অজ্ঞাত ভাব প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যে সকল ব্যক্তির সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বভাবের লোক থাকেন, তাঁহারাও স্ব স্ব গোপনীয় কাণ্ডের প্রকাশ্য অভিনয় দর্শনে লজ্জিত ও হর্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা কায়মনবাক্যে অভিনয়ের কর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ যাঁহাদিগের প্রসঙ্গে পূর্ব্বসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা সাধু সমাজের মহামূল্য বস্তু বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইবেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয়াভাব।

শোভাবাজার নাট্যশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিছু দিন পরে কোন কারণে তিনি এই নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেহ কেহও চলিয়া যান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্য সদস্যেরা নাট্যশালাটি চালাইয়া উহাতে ১৮৬৭ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) তারিখে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। অনেকে ভুল করিয়া এই তারিখটিকে ১৮৬৫ সনের ২৪এ জুলাই বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৮৬৭, ১১ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' দেখিতে পাই,—

শোভাবাজার নাট্যশালা।—কলিকাতার দেশীয় নাট্যশালাগুলি খুব উদ্যমের সহিত চলিতেছে। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকায় পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালা উন্মোচন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সম্ভ্রান্ত ও সুনির্ব্বাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত সুবিরচিত বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক '......নাট্যাংশে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এজন্য শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতি হইয়াছে সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিত। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতার সাহায্য ব্যতিরেকে যাহা করা সম্ভব তাঁহারা তাহা করিয়াছেন।...এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে যাঁহারা ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংহ, বলেন্দ্র ও সত্যদাস চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হইবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে দেওয়া আছে আমরা তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

(পুরুষগণ)

সূত্রধার	...	বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	(উদয়পুরের রাণা)	শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	(ঐ রাণার ভ্রাতা)	বাবু প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
সত্যদাস	(রাণার মন্ত্রী)	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎসিংহ	(জয়পুর-মহারাজ)	„ শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্র	(জগৎসিংহ-মন্ত্রী)	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	(মহারাজের পারিষদ)	বাবু মণিমোহন সরকার
দূত	...	„ বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

(স্ত্রীগণ)

কৃষ্ণকুমারী	(রাণা-কন্যা)	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ
অহল্যা বাই	(রাণার রাণী)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী	...	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী	(মহারাজের রক্ষিতা বেশ্যা)	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	(বিলাসবতীর পরিচারিকা)	বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী		শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী		বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উভয়েরই বাল্যকালে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল।* তাঁহাদের দুই জনের সমবেত চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি হয়। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি Committee of Five গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেনই অভিনয়-শিক্ষক হইলেন। তিনি ১৮৫৯ সনের এপ্রিল মাসে অভিনীত 'বিধবা-বিবাহ' নাটকে পড়ুয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাড়িতে প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুইবারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকেরা অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে 'কমিটি অফ ফাইভ' ঠাকুর-বাড়ির ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের

* ঠাকুরবাড়িতে বরাবরই নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহ ছিল। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' হইতে জানিতে পারা যায় যে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ-বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

> মেজকাকা [গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর] 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সে-ই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম উতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা। (ভারতী, আশ্বিন ১৩১৯, পৃ. ৩৪৬)

শরণাপন্ন হইয়া সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বিষয় ঠিক করিয়া দিলে একটি উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক-রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হইল। *

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সনের (জুন ?) মাসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই কমিটি সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিটি হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার—এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (তৎকালে পাক্ষিক) সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়,—

ADVERTISEMENTS.

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic productions on the following subjects :—

No. 1. — Rs. 200.

The Hindoo Females,—Their Condition and Helplessness.
To be handed over to the Committee before the 1st of June 1866.
Adjudicators,—Babu Peary Chand Mitra.
Professor Krishna Comul Bhuttacharjee, B. A.
Pundit Dwarka Nauth Bidyabhoosun.

No. 2 — Rs. 100.

The Village Zemindars.
Period—Before the 1st of February 1866.
Adjudicators,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Pundit Dwarka Nath Bidyabhoosun.
Baboo Raj Krishna Bannerjee.

The dramas are to be written in Bengali, and must be dedicated to the Jorasanko Theatre.

* 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ৯৬, ৯৯, ১০

The subject on Polygamy which, was advertized in the *Indian Daily News* of the 22nd instant [June ?], is, after due consideration, withheld from public competition, as the Committee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Turkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—

Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Baboo Raj Krishna Banerjee.

বহুবিবাহ-বিষয়ক যে নাটকখানি রচনার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর ভার দেন, তাহা তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম 'নব-নাটক'। রচনার তারিখ—১৫ই বৈশাখ ১২৭৩।

অবিলম্বে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইল। ১৮৬৬ সনের ২রা জুন তারিখের 'বেঙ্গলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটকখানির সমালোচনা করা হইয়াছে।

রামনারায়ণকে পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬৬ সনের ৬ই মে (২৩ বৈশাখ ১২৭৩) অপরাহ্ণ তিনটার সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিত্র মহাশয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত দুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণের হাতে দিলেন। *

ইহার পর নাটকটি অভিনয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং 'বড়'র দল—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি—এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি যে,—

> ...এখন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাটোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া

* 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ'—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। "রঙ্গভূমির ইতিহাস." পৃ. ১৭।

হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত-ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিত্ততোষ', আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। (পৃ. ১০৪)··· শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী 'কৌতুকে'র পাঠ লইয়াছিলেন। (পৃ. ১১১)···আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগিন্নির ভূমিকায়,···। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভূমিকায়,···(পৃ. ১১২)।

অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া গেল।···ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্সাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্‌সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্‌সার্টে হার্মোনিয়ম বাজাইতাম। (পৃ. ১০৭)···

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনগুলিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। (পৃ. ১০৮)

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) তারিখে।* প্রথম অভিনয়-রজনীতে

* "JORASANKO THEATRE. On Saturday night last we had the pleasure of witnessing the Jorasanko Theatre, established at the family house of Baboo Gonendra Nauth Tagore, grandson of late Baboo Dwarka Nauth Tagore. The subject of the performance was the celebrated *nobo natock*.........the acting on the stage, which was pronounced by all present on the occasion to be of the most superior order. To choose out one or two or more amateurs for especial commendation, would we fear, be doing gross injustice to the rest, each acquitted himself so creditably. Beginning with the graceful bow of the *natee*, the representation of every succeeding character, elicited loud shouts of applause from all sides, and rendered the whole scene an object of peculiar amusement to the audience. The concert

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'যা—রা পলাট (plot) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক'—সমালোচকদের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।

রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঠাকুর-বাড়িতে 'নব-নাটক' উপর্য্যুপরি নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। নব-নাটকের একটি অভিনয় দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৭, ২৮এ জানুয়ারি (সোমবার) তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

শনিবার আমরা জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এসমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য গালারি করা আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ, ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গালারি না হইতেছে, ততদিন আগন্তুকদিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনিট কাল রেলওয়ে ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।...

অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীয় অংশ উত্তম হইয়াছে এবং

was excellent. It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste."—*The National Paper* for Jany. 9, 1867 (Wednesday.)

এই অভিনয়ে যে প্রোগ্রাম ছাপা হইয়াছিল তাহার শিরোবেষ্টনের প্রতিলিপি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' প্রবন্ধে ('ভারতী', আশ্বিন ১৩১৯, পৃ. ৬৫০) আছে। তিনি লিখিয়াছেন "রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত" হইয়াছিল।

নাগর ও গ্রাম্যের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গভূমির নাগর আদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। গ্রামের পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটা জঘন্য হইযাছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক, সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাড়া আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটির বিষয়—হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা। এই বিষয়ে 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচনা করিয়া সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ১৮৬৮ সনে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। কিন্তু নাটকখানি জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কারণ, নাটকখানির 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৭ সনেই ঐ "নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন" হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচারের বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি যে-পুরস্কার ঘোষণা করেন, তাহা কেহ পাইয়াছিলেন কি না, জানা নাই।

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় এ-যুগের আর একটি বিখ্যাত নাট্যালয়। এটি বলদেব ধর ও চুণিলাল বসুর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ইঁহাদের দুই জনেই সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার অভিনেতা ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই নাট্যশালাটি প্রথমে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে অবস্থিত ছিল। বহুবাজারের কয়েকটি

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র* ও অন্যান্য কয়েক জন ইহার স্বত্বাধিকারী এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক ছিলেন। এই নাট্যশালার জন্য বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বসু নাটক লিখিয়া দিতেন। ১৮৬৮ সনের গোড়ার দিকে মনোমোহনের 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। বরাহনগরবাসী এক জন দর্শক এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়া ১৮৬৮ সনের ২৫এ মার্চ্চ তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' একখানি পত্র প্রেরণ করেন ; তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দিতেছি,—

সম্প্রতি বহুবাজার নাট্যসমাজ রামাভিষেক নাটকের যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শক-হিসাবে ও এই দলের প্রতি সুবিচারের উদ্দেশ্যে আমি আপনার পত্রিকার মারফৎ কয়েকটি কথা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে চাই।...অর্থব্যয়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছিল এবং দৃশ্যপটগুলিও প্রয়োজনানুযায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দর্শকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, অভিনেতারা উপযুক্ত ও সুরুচিসম্পন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয়বস্তু খুব করুণ হওয়াতে অনেকের প্রীতিপদ হয় নাই। কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের কোন অভাব হয় নাই, কারণ প্রায় সকল দর্শকই অশ্রুধারার দ্বারা পোষাক নষ্ট করিবার ভয়ে রুমাল বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সমালোচকেরা চেষ্টা করিলে হয়ত কয়েকটি দোষ বাহির করিতে পারিতেন, যেমন নট সুগায়ক ছিলেন না, চিত্রার বর্ণ রমণীর উপযুক্ত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা উচিত, আমি দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়াছি ; তাহার পরে হয়ত অভিনয়ের ভুলগুলি সংশোধিত হইয়াছে।

রামাভিষেক নাটকের পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর সতী নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সনের ৩০এ জানুয়ারি তাঁরিখের 'অমৃত

* "Last Saturday Babu Nilcomal Mittra of Allahabad and others, proprietors of the Bowbazar amateur Theatre gave a brilliant entertainment to H. H. of Vizianagram, Raja Chandra Nath Bahadoor, and a few European gentlemen."—*Amrita Bazar Patrika* of Thursday, 19 March, 1874.

বাজার পত্রিকা'য় একটি পত্র প্রকাশিত হয়। উহা হইতে সতী নাটকের মুদ্রাঙ্কণ ও মহলার কথা জানা যায়,—

মহাশয়! সম্প্রতি কতিপয় ভদ্র যুবক কর্ত্তৃক বহুবাজার নাট্যশালা নামক একটী নূতন নাট্য-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁরা একটী নূতন মাঠ লইয়া তথায় নূতন নাট্যমন্দির করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা রামাভিষেক অভিনয় করিয়া লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই রামাভিষেক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে অভিনয় করেন। এবারও ঐরূপ একখানি নূতন নাটকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, গুপ্ত অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বহুবাজার ঐক্যতান সমাজস্থ সভ্যেরা ইহাঁদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। ইহাঁরা প্রায় ৪।৫ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী যন্ত্র সকল বাদন করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত ঐক্যতান সমাজে পাঁচ জন লোকের আবশ্যক হইয়াছে। পিওনো হারমোনিয়ম, কনসার্টিনা, সিকলে ফ্লুট ও ফ্লাট ফ্লুট বাদক।...ঐক্যতানের অধ্যক্ষ (ব্যাণ্ডমাষ্টার) শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ দাস উঁহাদিগকে শিক্ষা দিবেন, নাট্যশালা হইতে যন্ত্র সকল দেওয়া হইবে এবং উপদেশক অবৈতনিক।...শ্রীকামিক্ষাচরণ বসু। বহুবাজার ঐক্যতান সমাজ। ২৬এ জানুয়ারি ১৮৭৩।

১৮৭৪ সনের ১৭ই জানুয়ারি ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে * নূতন রঙ্গমঞ্চে 'সতী নাটক' প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭৪, ২২এ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

সংবাদ।...বহুবাজারে কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি একটী সখের নাট্যসমাজ সংস্থাপন করিয়া একটী রঙ্গ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবার এখানে সতী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ আপন আপন অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়টী দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রসূতী ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যগুলি কমাইয়া ফেলিলে ভাল হয়। নাট্যসমাজের ঐক্যতানবাদনটি আমাদের অতি মধুর লাগিয়াছিল।

সতী নাটকের অনেকগুলি অভিনয় হইয়াছিল। উহার একটি অভিনয়ে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়, পাকুড়ের রাজা এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ের

* এই ঠিকানা এবং "শনিবার মাঘ ১২৮০" তারিখযুক্ত "সতীনাটকাভিনয়"-এর একখানি টিকিটের প্রতিলিপি ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের "বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

তারিখ ১৪ই মার্চ্চ ১৮৭৪। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়। *

১৮৭৪ সনের ৩০এ মার্চ্চ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি পত্র হইতে জানিতে পারি যে, প্রতি শনিবারই সতী নাটকের অভিনয় হইত। পত্রটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

> সম্প্রতি বহুবাজারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় নামে একটী নাট্য মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবারে এই নাট্যালয়ে বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত সতীনাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা একদিন উক্ত অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।...
>
> উপসংহার সময়ে আমরা নাট্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

সতী নাটকের সর্ব্বশেষ অভিনয় হয় ১৮৭৪ সনের ৪ঠা এপ্রিল। †

ইহার পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় হয়। উহার কাল ১৮৭৪ সনের শেষাশেষি। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের 'মধ্যস্থ' পত্রে (পৃ. ৪৬৩) পাইতেছি,—

> হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয়।—বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গনাট্যসমাজের অবৈতনিক রঙ্গভূমিতে বাবু মনোমোহন বসুকৃত হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় হইতেছে। আমরা বারদ্বয় দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।

* "The Bow Bazar Amateur Theatre was well filled on Saturday night, when the Sati natak was performed. The Maharaja of Vizianagram, Rajah Chunder Nath Ray, and the Pakour Rajah, and several respectable European and native gentlemen were present. The acting, on the whole, was a success."—*The Englishman* for March 17, 1874, (Tuesday).

† "Saturday 4th April. This evening's performance of the Bow Bazar Native Theatre was the last......"—The *Hindoo Patriot* for April 6, 1874.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় ও মফঃস্বলে অন্যান্য অভিনয়

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে-সকল নাট্যশালার কথা বলা হইল সেগুলি এ-যুগের বড় বড় নাট্যশালা। এগুলি ছাড়া কলিকাতা ও মফঃস্বলে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছিল, কতকগুলি নাট্যশালারও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্থায়ী ফল দেখা যাক আর না-ই যাক, সে-যুগের বাঙালীদের মধ্যে নাট্যশালা ও অভিনয়ের দল গঠন করা সম্বন্ধে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলেরা সখের থিয়েটার ফাঁদিয়া বসিতেন, তাঁহাদের অনুকরণে মফঃস্বলবাসী সম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিনয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হুজুককে ব্যঙ্গ করিয়া সেকালের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক মাসিকপত্রে লেখা হইয়াছিল,—

> দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক [যদুনাথ তর্করত্ন প্রণীত]।—নগরে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিস্থত 'গোলাপকান্ত', নলিনীকান্ত,' 'কামিনীবিলাস,' 'দূতীবিলাস,' প্রভৃতি কাব্যকরকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষানুরাগীমাত্রেই ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ্ হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলা-বৃষ্টিতে প্রায় সেই রূপ আপদ উপস্থিত ; প্রায় প্রত্যেক গলীতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম্ম-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন ; এবং এমত লোকও বর্ত্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না। (রহস্য-সন্দর্ভ, ১৯২৩ সংবৎ, ৪৬ খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

এই-সকল অভিনয় ও নাট্যশালার সম্পূর্ণ ইতিহাস-সঙ্কলনে নানা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, এই-সকল অভিনয়ের সবগুলিরই বিবরণ যে সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেগুলির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদেরও সবগুলি সংগ্রহ করা দুরূহ।

সেকালের অনেক সংবাদপত্রের ফাইলই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অযত্নে পড়িয়া আছে। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির ফাইলও সম্পূর্ণ নহে। তাহা সত্ত্বেও, পুরাতন সংবাদপত্রে এ-যুগের ছোটখাট অভিনয় ও নাট্যশালার যে-সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত কম নহে। বাংলা দেশে পেশাদারী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সখের নাট্যশালার ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল অভিনয় ও নাট্যশালার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতায় নাট্যাভিনয়

(১) এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় যে-সকল অভিনয় হয়, তাহার মধ্যে বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক কালিদাস সান্যাল প্রণীত 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয় একটি। এই নাট্যসমাজের পরিচালক ছিলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; তাঁহারই উদ্যোগে, ১৮৬৪ সনে বাগবাজার মদনমোহনতলায় 'নলদময়ন্তী' অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই তারিখটি ভুল। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'নলদময়ন্তী' নাটক আছে। তাহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৬৮ সন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এখনও 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয়ের কোন উল্লেখ পাই নাই।

১৮৬৮ সনে এই নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ইন্দুপ্রভা' নাটকের অভিনয় হয়। নাটকখানি ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত; ইহার 'মঙ্গলাচরণে' আছে,—

> বাগবাজার নাট্যসমাজের সভাগণ অভিনয়ের কারণ আমাকে এই গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন; এবং লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উক্ত সভার সভাপতি মানাবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর গ্রন্থরচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলির সুর প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।...মহেশতলা। ১০ই ফাল্গুন, সন ১২৭৪ সাল।

'ইন্দুপ্রভা' নাটক একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল।

(২) ১৮৬৫ সনের ১১ই ডিসেম্বর (সোমবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ পাই। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছেন,—

> বিগত শনিবার পাথরিয়াঘাটা নিবাসী কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পদ্মাবতী নাটকের পুনঃ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর দুইবার অত্রত্য কোন কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে ঐ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিগত শনিবারের অভিনয় পূর্ব্বেকার ন্যায় হয় নাই। অনেক বিষয়ে ত্রুটি হওয়াতে অভিনয়ের কোন কোন অঙ্গের ব্যাঘাৎ হইয়াছে।...পদ্মাবতী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তান্ত অনবগত ছিলেন। কোন পৌরাণিক গল্প না হইলে স্বভাবতঃ এ দেশীয় লোক তাহাতে আস্থা করেন না। পদ্মাবতীর ভাগ্যে সেইটী ঘটিয়াছিল।...

১৮৬৭ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর গরাণহাটার জয়চাঁদ মিত্রের বাটীতে পদ্মাবতী নাটকের অভিনয় হয়,—এ-কথা কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।* গরাণহাটার অভিনয়কে অনেকে ভুল করিয়া পদ্মাবতী নাটকের প্রথম "অভিনয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিনয়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে পদ্মাবতীর কয়েকটি অভিনয় যে হইয়াছিল, তাহা উপরি-উদ্ধৃত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র বিবরণে প্রকাশ। ১৮৬৫ সনের অভিনয়গুলির মধ্যে একটি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুঁড়ীপাড়ার জনার্দ্দন সাহার বাড়ির স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। জনার্দ্দন সাহার বাড়ির অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৬ সন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, ইহাও খুব সম্ভব ঠিক নয়।

(৩) ১৮৬৬ সনে (?) জনাইয়ের পূর্ণ মুখোপাধ্যায়ের আহিরীটোলাস্থিত বাসভবনের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হয় বলিয়া জানা যায়।

(৪) 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—

> পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা আড়পুলিতে 'আড়পুলি-নাট্যসমাজ' স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে 'মহাশ্বেতা', পরে 'শকুন্তলা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত হয়। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এই দলে

* "The Modern Hindu Drama"—*Calcutta Review*, 1873, p. 262.

শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের 'চন্দ্রাবলী' নাটক ও 'এঁরাই আবার বড়লোক' প্রহসন অভিনীত হয়। 'প্রাণীবৃত্তান্ত' প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন।

(৫) ১৮৬৬ সনে (?জুন মাসে) ভবানীপুরে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'সীতার বনবাস' নাটকের অভিনয় হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিবন্ধ হইতে জানা যায়, এই অভিনয়টি ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়িতে হইয়াছিল।

১৮৬৬ সনের ৭ই জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে এক জন দর্শক এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, ভবানীপুরে 'সীতার বনবাস' নাটকের প্রথম অভিনয় মোটের উপর খুব ভাল হইয়াছিল। পত্রখানিতে আরও প্রকাশ, ১৮৬৬ সনের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় বহু নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। *

(৫) ১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে 'শকুন্তলা' নাটক পুনর্ব্বার অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে কলিকাতায় 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয় কাঁসারিপাড়ায় একটি বাড়িতে [কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের] হইয়াছিল, কিন্তু সিমলার অভিনয়ের মত এ অভিনয়ও তেমন ভাল হয় নাই। † ১৮৬৭ সনের ১০ই জুলাই তারিখের 'ন্যাশন্যাল পেপারে' কিন্তু অভিনয়টির প্রশংসাই করা হয়। এই সংবাদপত্র বলেন,—"দু-একটির কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই আশানুরূপ হইয়াছিল। এই নাট্যশালাটি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।" রাধামাধব করের স্মৃতিকথায় আছে যে, এই বাড়িতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল, এবং

* "...Look at the many dramatic performances which have already taken place in Calcutta during the last six months. Look again at the innumerable dramatic works which have lately come out of the Vernacular Press......I welcome with extreme joy the first performance of a tragedy, entitled 'the Exile of Seeta,' at Bhowanipore. On the whole, the performance was worthy of our best commendation."—The *Bengalee* for July 7, 1866.

† এখানি নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক বলিয়া মনে হইতেছে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও একখানি 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটক ছিল। উহা ১৮৬০ সনের শেষে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকখানি "কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।"

সেই রঙ্গমঞ্চে 'শকুন্তলা'র সহিত মাইকেলের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনও অভিনীত হয়।

(৬) ১৮৬৭ সনের ২রা নবেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত 'বুঝলে কি না' প্রহসনের অনুকরণে রচিত। এই প্রহসনের মুখবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—"কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ-বৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন-বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।" লেখক নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেও পুস্তকখানির বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ সমাজ-সংস্কার নয়। যে-কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির সর্ব্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল। প্রহসনখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত করিবার সময়ে এই সকল অংশের অনেক বর্জ্জন করা হয়; বিশেষ করিয়া দন্তবক্রের চরিত্র—যাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—তাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই। এই অভিনয়টি এক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য। ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্ম্মদাস সুর, একজন অভিনেতা হিসাবে ও আর একজন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ রূপে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মদাস সুর এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং দন্তবক্র মুরাদআলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অতিশয় নিপুণভাবে অভিনয় করেন। ধর্ম্মদাস সুর তাঁহার 'আত্ম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন,—

> কয়লাহাটার 'কিছু কিছু বুঝি' সম্প্রদায়ের যখন রিহার্সাল চলিতেছে, তখন মুস্তফি মহাশয় আমার শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া ও তাঁহাদের সকলের মত লইয়া আমাকে ষ্টেজ ম্যানেজার করিলেন। আমার এই প্রথম প্রবেশ ও এই উন্নতি, মুস্তফিরও এই প্রথম প্রবেশ ও শিক্ষকতায় উন্নতি। উক্ত সম্প্রদায়ের কয়েক রাত্রি অভিনয় হইবার পর কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত থিয়েটার উঠিয়া গেল। ('নাট্য-মন্দির', ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ৯৭)

এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকায় (পৃ. ১৭) বলিয়াছেন,—

'কিছু কিছু বুঝি'তে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাঁহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃস্বসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন ; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃস্বসার [মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননীর] গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই অভিনয় খুব সফল হইয়াছিল। যেদিন এই প্রহসনের অভিনয় হয় সেদিন অভিনয়স্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের কৌশল দেখিয়া তিনি না-কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"মৃত্তিকে রে বাবা মৃত্তিকে!" অর্থাৎ, এই অভিনয়ের তুলনায় পূর্ব্বেকার আর-সব অভিনয় একেবারে মাটি!

ইহার কিছুদিন পরে প্রিয়নাথ ঘোষের বাড়িতে 'রত্নাবলী'র অভিনয় হয়। এই সঙ্গে একটি প্রহসনও অভিনীত হইয়াছিল। এই প্রহসনটি আবার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কিছু কিছু বুঝি'র জবাব এবং ইহার গানগুলি প্রিয়মাধব বসু মল্লিক রচিত।

(৭) ১৮৬৮ সনে কলিকাতায় অনেকগুলি ছোটখাট অভিনয় হয়। ইহার কয়েকটির সন্ধান আমি পাইয়াছি,—

(ক) এই বৎসরের ২৫এ জানুয়ারি চোরবাগান সখের নাট্যশালা কর্ত্তৃক 'ঊষানিরুদ্ধ' নাটকের অভিনয় হয়। *

(খ) ১৮৬৮ সনের ১৮ই মার্চ্চ তারিখের 'ন্যাশন্যাল পেপারে' প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, সেই বৎসর আহিরীটোলার রাধামাধব

* "On Saturday before last, being invited by some friends to attend the theatrical perfomances of Ushaniruddha..."—The *National Paper* for February 5, 1868 (Wednesday.)

ঊষানিরুদ্ধ নাটক মণিমোহন সরকারের রচিত। ১৮৬৩ সনের গোড়ায় ইহা প্রকাশিত হয়।

হালদারের বাড়িতে 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' * নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়।

(গ) ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাসে 'জানকী-বিলাপ' অভিনীত হয়। †

(ঘ) এই বৎসরের ১৮ই এপ্রিল এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে শিবপুরে লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৬৮, ২৭এ এপ্রিল (১৬ বৈশাখ ১২৭৫) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন,—

> ৯ই বৈশাখ সোমবার।—গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অভিনয়টি আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ গত বৎসরের কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা এবারের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় অনেক গুণে উত্তম হইয়াছিল।

(ঙ) এই বৎসরের ৯ই মে ঠনঠনিয়া নাট্যশালায় [২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ি ?] নিমাইচাঁদ শীল রচিত 'এঁরাই আবার বড়লোক' (১৮৬৮ সনে প্রকাশিত) নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৬৮ সনের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক দর্শক ইহার অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার তথায় 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামে এক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।
>
> নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসার্হ। সুরাপানের দোষোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে লোককে পরাঙ্মুখ করা ও সুরাপান প্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলপ্রযত্ন ও পরিণামে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য।...
>
> গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিনয় অতি সুন্দর ও যাবতীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী, আর্ত্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শয়ন

* বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি। প্রহসন। কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত। সন ১২৭০।

† "On Saturday last I lounged in an opera house to witness the theatrical performance of *Janokee Beelap* ..."—The *National Paper* for April 29, 1868.

এবং সূর্য্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। 'মাষ্টার কেষ্টোকিশোর' অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন।...

(৮) ১৮৬৯ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়াস্থিত উদ্যানে চৈত্রমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১৮৬৯, ৯ই এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে প্রকাশ, এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্রকর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার' অভিনয়ের কথা হয়। পরবর্ত্তী ১৬ই এপ্রিল তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লিখিয়াছিলেন,—

বহুকাল হইল, আমাদিগের দেশে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই মেলায় এ বৎসর বেণী সংহার নামক সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইবার উদ্‌যোগ হয়।...

কিন্তু ভিড়ের গণ্ডগোলে অভিনয় অল্পক্ষণ হইবার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

(৯) ১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে দোলপূর্ণিমার দিন আহিরীটোলাস্থিত জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভ্যালারে মোর বাপ' নামক প্রহসন (১২৮৩ সালে প্রকাশিত) অভিনীত হয়। *

(১০) ১৮৭১ সনে রাসের এক রাত্রিতে বেণেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে হাবড়া-ব্যাটরার 'বঙ্গ নাট্যবিধায়িনী সভা'র সভ্যগণ কালীপদ ভট্টাচার্য্য রচিত 'প্রভাবতী' নাটকের অভিনয় করেন। ১৩০৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রদত্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরের সখের কনসার্টের দল বাজনা বাজান। তিনি বলেন,—

রাসের এক রাত্রিতে (১৮৭১) বেণেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আমাদের বাজনা হয়। সেইদিন হাবড়া ব্যাঁটরার এক থিয়েটারের দল 'প্রভাবতী' অভিনয় করেন।

(১১). ১৮৭২ সনের পূজার সময় চোরবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হয়।

* মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা (১৩০৭); "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)"— বিশ্বকোষ।

মফঃস্বলে নাট্যাভিনয়

যেমন এখন, সেকালেও তেমনি কলিকাতাই সব বিষয়ে বাংলা দেশের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতায় নূতন কোন ফ্যাশন্ বা নূতন কোন হুজুক দেখা দিলে অনতিবিলম্বে তাহা মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িত। নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতায় নাট্যাভিনয় প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মফঃস্বলের ধনী ব্যক্তিরাও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

মফঃস্বলে অভিনয় বরিশালেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৬-৫৭ সনের কাছাকাছি 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় অনুমান করা যায়। নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও, সরকারী ডাক্তার-রূপে বরিশালে অবস্থিতিকালে ডাঃ দুর্গাদাস করই যে ইহা রচনা করেন তাহা সুনিশ্চিত। বরিশাল হইতে দুর্গাদাস বাবু ঢাকায় বদলি হন, তাঁহার সহকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় নাটকখানি মুদ্রিত করেন। তিনি 'বিজ্ঞাপন' পত্রে লিখিয়াছেন,—

> প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।...ঢাকা। ১২৭০ সাল। তাং ৩০ আষাঢ়।

ইহার পর ১৮৫৮ সনের জুন মাসে জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সেই গ্রামে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অভিনীত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই বৎসরেই "(১২৬৪ মাঘ) জেলা যশোহরের অধীন রাঁড়ুলি গ্রামের রাজকীয় বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরা অতি উৎকৃষ্টরূপে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেকের মন মুগ্ধ করে।" *

এই অভিনয়ের পর ১৮৬৬ সনের ৩১এ ডিসেম্বর (১৭ পৌষ ১২৭৩) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই,—

> আগড়পাড়ার নাট্যশালা।—আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে।...;

---

* সংবাদ প্রভাকর ১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)।

৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর সংগীত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটী নূতন হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সংগীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি।...

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার সুখে যাপন করিয়াছিলাম।...

১৮৬৮ সনের কাছাকাছি জনাইয়ের উকীল ও জমিদার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'সোশ্যাল ইম্‌প্রুভমেণ্ট সোসাইটি' নামে একটি সভা গঠিত হয়। এই সভার একটি নাট্যবিভাগ ছিল। এই নাট্যাভিনয়ের দল ১৮৬৮ সনের মে (?) মাসে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয় করে। *

১৮৭০ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজ-গৃহে ছাত্রমণ্ডলী কর্তৃক দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অভিনয়ের শেষে উপসংহার-হিসাবে যে কবিতাটি পঠিত হয়, তাহাতে দীনবন্ধুর প্রশংসাসূচক এই দুইটি পংক্তি ছিল,—

ধন্য কীর্ত্তি দীনবন্ধু রেখেছ ধরায়।
একাধারে এত গুণ দেখা নাহি যায়॥

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৭০, ২৯এ জুলাই তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য থাকায় সমগ্র পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সম্পাদক মহাশয়। গত কল্য রজনীযোগে কৃষ্ণনগর কলেজ-গৃহে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র।

* "*Saturday, 23rd May.*—We are glad to learn that a Social Improvement Society has been established at Jonye through the exertions of Baboo Atulchunder Mookerjea, one of the leading Zemindars of that place and a promising member of the Sudder bar···The Society proposes among other things to encourage a taste for the drama among the local gentry···The Dramatic Section of the Society lately brought out a very successful performance of Mr. M. M. S Datta's brilliant farce *Ekai Ki Bale Savyata*···"—The *Hindoo Patriot* for May 25, 1868.

কয়েক বৎসর অতীত হইল কৃষ্ণনগর কলেজের কতকগুলি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী ছাত্র ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনা ও পাঠের নিমিত্ত 'সাহিত্য সংসৎ' নামক একটী সভা সংস্থাপিত করেন। উক্ত সভার জন্মদিনের স্মরণার্থ বর্ত্তমান ও বিগত বর্ষের মে মাসে দুইটী ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বারে য়্যাডিশনের 'কেটো' ও দ্বিতীয় বারে মহাকবি সেক্সপিয়র বিরচিত 'বিনীসীয় বণিক' অভিনীত হয়। দুই বারেই 'সাহিত্য সংসৎ' নাটকাভিনয়ে অচিন্তিতপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া অত্রস্থ ইংরাজগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সাহিত্য সংসতের কৃতকার্য্যতা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া উক্ত কলেজের মাতৃভাষানুরাগী কয়েকজন ছাত্র বঙ্গনাটকের অভিনয়ার্থ দলবদ্ধ হইয়া 'গোয়াড়ি বঙ্গ নাট্যাভিনয় সভা' নামক একটী অভিনব সংসৎ সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই যত্ন ও পরিশ্রমে গত কল্যের মহোৎসব সংসাধিত হইয়াছে। অভিনয়স্থলে কৃষ্ণনগরস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ শুভ্রকেশ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীও দর্শকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। অভিনীত নাটকের প্রণেতা মান্যবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শুনিলাম, তিনি উক্ত অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ২০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছেন। অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই। প্রথমব্রতীদিগের পক্ষে ইহাই উত্তম বলিতে হইবে। কৃষ্ণনগরে আর কখন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয় নাই। এই ইহার প্রথম সূত্রপাত। আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের নবপ্রসূত সমাজটী দীর্ঘজীবী হয়। একান্ত বশম্বদ—আমি একজন নাট্যপ্রিয়। কৃষ্ণনগর ১৮।৭।৭০।

ইহার পর আমরা হুগলীতে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাই। ১৮৭০ সনের ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি, ১২৭৭ সালের "৩০এ আশ্বিন [১৫ই অক্টোবর] শনিবার হুগলীর ঘুটিয়া বাজারের নব-নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে।"

১৮৭১ সনে মহেশপুর গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭২ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে পাইতেছি,—

মহাশয়—বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাটকাভিনয় পুনঃ সংস্করণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।...শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা। কৃষ্ণনগর, ১৩ই জানুয়ারি।

পর-বৎসর ১৮৭২, ৩০এ মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাড়িতে 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭২, ৫ই এপ্রেল (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ,—

চুঁচুড়ায় লীলাবতী নাটকাভিনয়।

সম্পাদক মহাশয়। প্রচলিত জঘনা যাত্রাদির পরিবর্ত্তে নাটকাভিনয় দেশমধ্যে পদাধিকার হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বিগত শনিবারে চুঁচুড়া শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটস্থ মল্লিকবাটীতে বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাড়ীটী অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মহা কোলাহল হইয়াছিল। অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি শেষ করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও এবং সুচারুরূপে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় পূর্ব্বোক্ত নাটকাভিনয় কার্য্য আরম্ভ হইল। ঐকতান বাদ্যকরেরা আপনাপন যন্ত্রে স্বর মিলাইয়া বাজনা আরম্ভ করিল। বাদ্য শুনিয়া দর্শকবৃন্দের অন্তরে বিকটভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল।......

দৃশ্যগুলি বড় মন্দ হয় নাই।......

হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার। } কস্যচিৎ দর্শকস্য।
২২ শে চৈত্র, ১২৭৮। } শ্রী :—

১৮৭২, ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল।...আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী।

অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিনয়ের ও অভিনয়ের উদ্যোগের

একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেটি উদ্ধৃত না করিলে চুঁচুড়ার অভিনয়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।—

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়; ...। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে, আরও দুই চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ যোগ্য;—দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়। বঙ্কিম বাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্ত্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিম বাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving Scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা টাক্‌রা পরিবর্ত্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া, বলিয়াছিলেন যে, 'এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।' এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে — তরু মরে কে করে বিহিত তার?

বোধ করি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্য্যগণ, কাটালপাড়া হইতে সঞ্জীব বাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শূরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিম বাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে "কীর্ত্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।

আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া, মহাআনন্দে মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন 'যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই স্থাগলাম্।' সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া :—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল !
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উর্ব্বশী কোথা,
* * * *
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝম্‌ঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্‌পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন ; তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহরে চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌছন পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

আজি কি সুখের উদয় !
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয় ॥
দুখ-তমু তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।
যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশয় ॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত্ করিয়াছিলাম।*

মফঃস্বলের সর্ব্বত্র যখন এইরূপ অভিনয় চলিতেছিল, তখন ঢাকাও নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। ১৮৭২ সনের ১৮ই মার্চ্চ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন,—

সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্য পান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। বিষ ও বিষহরি বিধাতা একেবারে সৃষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...

ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন।...ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্য্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা এক দিন ইঁহাদের কয়েক জন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন, টিকিট চারি দুই এবং এক টাকা মূল্যে থাকিবে। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাঁহারা দেশের সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাঁহারা টিকিট বিক্রয়ের প্রথা বাহির করিয়া দেশের একটী অভাব যেমন দূর করিতেছেন, তেমন সৎকার্য্যানুষ্ঠানের একটা প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা উপার্জ্জনকারীদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে।

ঢাকায় মনোমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ৩০এ মার্চ্চ তারিখে। পরবর্ত্তী ৪ঠা এপ্রিল (২৩ চৈত্র ১২৭৮, বৃহস্পতিবার) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় দেখিতেছি,—

গত শনিবারে ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

* "পিতা-পুত্র"—অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত ('বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৫৫৩-৫৫)।

'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েক জন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব। এবং পোগোজ সাহেব বলেন যে অভিনয়ের টিকিট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা তিনি অতি সৎকার্য্যে লাগাইয়াছেন। সকল বিষয় অতি সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।...'

এত অর্থ, এত যত্ন, পরিশ্রম করিয়া যে ঢাকার অভিনয়টী সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

ঢাকায় 'রামাভিষেক' অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৭৩ সনের ১১ই জানুয়ারি (২৯ পৌষ ১২৭৯) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা হইতে আমরা এই অভিনয়ের আর একটি দিকের কথাও জানিতে পারি। 'মধ্যস্থ' লিখিতেছেন,—

২৩শে বৈশাখের হিন্দুহিতৈষিণী পাঠে আমরা বিস্ময়াভিভূত ও পরিতাপিত হইলাম, ঢাকায় রামাভিষেক নাটকের যে অভিনয় হইতেছে, তাহার রঙ্গভূমি সুরাপায়ীদের দৌরাত্ম্যে ঘোর দূষিত স্থান হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ের দ্বারা দেশের দুর্নীতি কি এইরূপে দূর করা হইতেছে? বিশেষতঃ রামাভিষেকের ন্যায় নাটকের অভিনেতৃগণ সুরাপানে ঢল ঢল হইয়া রাম লক্ষ্মণের চরিত্র অনুকরণে প্রবৃত্ত! কি হাস্যাস্পদের বিষয়! উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখেন, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ধূম্রপান হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মগণ ক্ষেপিয়াছিলেন, এখন তথায় বারুণী দেবী বিরাজ করিতেছেন! ঢাকার কি এই উন্নতি? এই কি উচ্চ সভ্যতা হইয়াছে?

১৮৭২ সনের ১৩ই এপ্রিল তমোলুকে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ২৬এ এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন,—

গত ২ রা বৈশাখ শনিবার ময়নার রাজার তমোলুকস্থ ভবনে শিবপুরের রামাভিষেক নাটকের দলের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রায় ছয় শত দর্শকে সভামণ্ডলী পরিপূর্ণ হইয়াছে।...সংক্ষেপতঃ নাটকাভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল,...শিবপুরের এই দল বিশেষ প্রসিদ্ধ সন্দেহ নাই।...

গীতাভিনয় (অপেরা)

নূতন ধরণের নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবে পুরাতন যাত্রা যে নূতন রূপ ধারণ করিতেছিল, এ-কথার অন্যত্র একটু উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার 'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার অভিনয় এ-দেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তুর নাটকেরই মত; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্য-পটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এ-দেশে খুব জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ-স্থাপন সম্ভব ছিল না।

গীতাভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ১৮৬৫ সনের ১৬ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতে পাই,—

> প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘণীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।

১৮৬৫ সনের ২২এ মে তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'ও এই সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে এ-দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মামুলি কালুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালাস্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেছেন। এইরূপ কয়েকটি অভিনয়ের সংবাদ ও কয়েকখানি গীতাভিনয় পুস্তকের সন্ধান আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে পাই। ১৮৬৫ সনের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শকুন্তলা' এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তক বলিয়া মনে হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই পুস্তকখানিকেই

বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা (গীতাভিনয়) বলিয়াছেন।* ১২৭২ সালে (১৮৬৫-৬৬ সনে) আরও একখানি গীতাভিনয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' অবলম্বনে রচিত হরিমোহন কর্ম্মকারের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়'।

১৮৬৫ সনের ১৬ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে জানিতে পারি যে, সে বৎসর জগদ্ধাত্রী-পূজার সময়ে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীতে 'সাবিত্রী সত্যবান' † নাটকের গীতাভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ২৫এ নবেম্বর (১১ই অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে এই গীতাভিনয় শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে অভিনীত হয়। ‡

ইহার পর ১৮৬৫ সনের ১৪ই নবেম্বর বৌবাজারের দত্ত-বাড়িতে একটি গীতাভিনয় হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'—উভয় পত্রিকাতেই এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। নীচে 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণটি উদ্ধৃত হইল,—

> ...গত মঙ্গলবার কার্ত্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। শুদ্ধ যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। নট, নটী, বিদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব্ববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগতৃপ্তিকর সঙ্গীত বিদ্যার নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল

* "We acknowledged in our last issue the receipt of *Sakontollah* by Baboo Unodapersad Banerjee. This is the first Opera in Bengalee. It has been written in a simple and elegant style, and the interest is well sustained throughout. The songs are appropriate and exquisite. We had the pleasure of witnessing the performance more than once, and we must say that it did credit to those who were engaged in it. We hope the Opera will supersede the degenerate *jattra*."—The *Hindoo Patriot* for May 22, 1865.

† খুব সম্ভব ইহা 'নবপ্রবন্ধ' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক তিনকড়ি ঘোষাল কৃত 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়'। ১৮৬৭ সনের নবেম্বর মাসের 'নবপ্রবন্ধে' ইহার বিজ্ঞাপন দেখিতেছি।

‡ সংবাদ প্রভাকর ' ২৭ নবেম্বর ১৮৬৫।

শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।*

ইহার কয়েক দিন পরেই আরও দুইবার 'পদ্মাবতী'র গীতাভিনয় হওয়ার সংবাদ আমরা পাই,—একবার বৌবাজারের দত্ত-বাড়িতে ২৫এ নবেম্বর তারিখে, † এবং আর একবার তালতলার রামধন ঘোষের বাড়িতে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে।‡ একই দল দুই জায়গায় অভিনয় করিয়াছিল।

সে-যুগে আর একখানি গীতিকা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহা হরিমোহন কর্ম্মকারের 'জানকী-বিলাপ'। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৭ সন।§ 'মানিনী' গীতিকার (১৮৭৫ সন) ভূমিকায় হরিমোহন রায় (কর্ম্মকার) লিখিয়াছেন,—

> 'অপারা', অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল, আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ 'অপারার' আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।

* "The opera was preceded by a play on the pianoforte by the trained but gentle hands of Mrs. Berigny. At about one in the morning commenced the opera. The concert which inaugurated the performance was excellent ; in fact it reminded us of the Belgachia orchestra. Then began the play . the actors acquitted themselves on the whole successfully and creditably. This we can say boldly and sincerely that of the three dramas which have been popularized in the form of opera, the performance of *Puddabuttee* was decidedly the best and most successful."—*The Hindoo Patriot* for November 20, 1865.

† সংবাদ প্রভাকর ২৭এ নবেম্বর ১৮৬৫।

‡ সংবাদ প্রভাকর ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৬৫।

§ 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রে (১৯২৩ সংবৎ, ৪৩ খণ্ড, পৃ. ১১১) ১৮৬৭ সনে (?) লিখিত হইয়াছিল,—

> 'জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়' ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়' নামক দুইখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকার রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়' খানি 'সিমুলিয়া সখের যাত্রা কোম্পানী দ্বারা' প্রকাশিত ও অভিনয়কৃত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সম্প্রতি 'জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়' প্রস্তুত করত শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। বোধ করি, উক্ত মহোদয়ের বাটীতে ইহা অভিনয়িত হইবে।

প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই।

কিন্তু সে-যুগের সখের যাত্রা হইতেও যে পূর্ব্ব যুগের ধরণধারণ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তাহা আমরা ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর (২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে প্রকাশিত একটি পত্র হইতে জানিতে পারি। লেখক বলেন,—

মহাশয়। পূর্ব্বকার কুৎসিত যাত্রার পরিবর্ত্তে আজ্‌কাল সখের যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভদ্রলোকের সন্তানেরা যাত্রায় লিপ্ত থাকিয়া উহার সুর প্রভৃতির বিশেষ পারিপাট্য দর্শাইয়া থাকেন; সকলের মুখে এই বাঁধা গত্‌ শুনিতে পাই। আমরা যে পাড়ায় বাস করি, তাহাতে সুর রাগিণীর বোধ আমাদের বাল্যকালেই হয়। অভিভাবক বর্ত্তমান না থাকিলে এতদিনে আস্‌পাস্‌ কোনো একটি দলে ভর্ত্তি হইতাম। বিগত ১৬ই কার্ত্তিক [৩১ অক্টোবর ১৮৭২] বৃহস্পতিবার রাত্রি কালে যোড়াসাঁকোস্থ ৺দ্বারকানাথ মল্লিকের বাটীতে পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত বাবুদিগের শর্ম্মিষ্ঠার গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে। সে দিন, ৺পুজার রাত্রি হইলেও সখের যাত্রার খাতিরে বিশেষতঃ আমরা বাঁধা গোঁড়া বরাবর থাকাতে রাত্রি কালে আমাদের শয্যা কণ্টকী হইল। প্রাচীর উল্লম্ফন পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি পাছে স্থান না পাই এই কারণে যাত্রা বসিবার পূর্ব্বে আসোরটী পৈতৃক সম্পত্তির মত দখল করি। ক্রমে যাত্রারম্ভ হইলে (সখের যাত্রা যে সময় হইয়া থাকে) পাছে আমরা সাবেক খুঁটের যাত্রার ভিস্তী কালুয়া ভুলুয়া বিস্মৃত হই বা ইতিহাসের পাতা হইতে তাদের নাম উঠিয়া যায় ও তাহাদের রহস্য শ্রবণ ও ভাব ভঙ্গী দর্শনে জন্ম সার্থক করিতে না পারি, একারণে অভিনেতৃ মহাশয়েরা আমাদিগকে ভিস্তীর নাচ রঙ্গ রসিকতায় বঞ্চিত করেন নাই। যিনি ভিস্তী সাজিয়াছিলেন, সেই মহাশয় সঙ্গীর অভাবে রীতিমত আপনার কার্দ্দানি দেখাতে পারেন নাই। এদিকে গ্রিনরুমের ধারে ২।১টী করিয়া নগদা দোয়ারও দেখা দিতে লাগিল। গোপালে উড়ের সুরে গান গাওয়াতে নূতন প্রবিষ্ট ভদ্রলোক অকস্মাৎ এদলটীকে উমেশমিত্রের বিদ্যাসুন্দরের দল স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে যাত্রার সুর, গাওনা ও সঙের পারিপাট্য দর্শনে ২।৪টী করিয়া ভদ্র লোকের অধিকাংশই বাহির হইয়া গেলেন। আমি কষ্টেসৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম। বৌ ও বৌওর সং আসরে খুব মজা দেখাইতে লাগিল! তাহাদের কুৎসিৎ আকৃতি ও নৃত্যদর্শন ও বাক্য প্রয়োগ শ্রবণ করিলে, পেসাদারদিগেরও মনে ঘৃণা জন্মে।...শ্রীকৃ নিজপাড়া

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের সখের নাট্যশালা

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার ও সধবার একাদশীর অভিনয়

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে-সকল নাট্যশালার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একটি নাট্যশালার উল্লেখ করা হয় নাই। সেটই অবশেষে কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। উহার নাম ছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'। পরে এই নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' রাখা হয়। সে-যুগে কলিকাতার চারিদিকে যখন নাট্যাভিনয় হইতেছিল, তখন বাগবাজারের জনকয়েক যুবকের মনেও নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা জাগে। ইঁহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের যোগদানের কথা গিরিশচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

> যখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' থিয়েটার সম্প্রদায়ের আকড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন, যে তিনি কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ, অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম আমার পূর্ব্ব পরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।
> (বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ৪-৫)

বাগবাজারের সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করেন। ১৮৬৮ সনে সপ্তমীপূজার রাত্রিতে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে এই অভিনয় হয়। সে-দিন অভিনয় তেমন ভাল হয় নাই, সেজন্য নূতন আয়োজনের পর পরবর্ত্তী কোজাগর-

পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়িতে আর একটি অভিনয় হয় ; এই অভিনয় দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন। পর-বৎসর শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয় ; দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> কৃতবিদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্রের' ভূমিকা (part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।' (নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, পৃ. ৫)

ইহা ছাড়া এই দল আরও তিনবার 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিয়াছিলেন।*

লীলাবতী অভিনয়ের উদ্যোগ ও উহার তারিখ

'সধবার একাদশী' অভিনীত হইবার পর বৎসরাধিক কাল বাগবাজার এমেচার থিয়েটার কর্ত্তৃক আর কোন অভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া 'লীলাবতী'র মহলা চলিতেছিল। অবশেষে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্য দেখিয়া লীলাবতী অভিনয় সঙ্কল্পকে কলিকাতাতেও কার্য্যে পরিণত করা হয়। ১৮৭২ সনের মার্চ্চ মাসে চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় হয় ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় উহার বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হয়। ইহা

* 'সধবার একাদশী'র অভিনয়গুলির তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। রাধামাধব কর (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৬৯) ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ('পঞ্চপুষ্প,' চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ১৭৮৩) প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৮ সনের সপ্তমী পূজার রাত্রে বলিয়াছেন। ধর্ম্মদাস সুরের আত্মজীবনীতে ১৮৬৯ সনের কথা আছে ('নাট্য-মন্দির,' ১৩১৭, পৃ. ৯৭)।

'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় হয় রায় রামপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের বাটী। রাধামাধব কর ও অমৃতলাল বসুর মতে এই অভিনয় হয় ১৮৬৯ সনের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৬৮, ৯১) ; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতে ১৮৭০ সনের সরস্বতী পূজার রাত্রে। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও ১৮৭০ সন বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

> ১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতীপূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম দেখি। সেই দিন আমাদের এম্. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। ('বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১৩১২)

সারদা বাবু ১৮৭০ সনেই এম-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

দেখিয়া বাগবাজারের দলের উদ্যোক্তারাও—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু, নগেন্দ্র, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি—অভিনয় পারিপাট্যে ও কৌশলে চুঁচুড়ার দলকে হারাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

'সধবার একাদশী' শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আকড়া খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আকড়া চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া 'লীলাবতী'র সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।...নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর—সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,—'চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?' অর্দ্ধেন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা পারিবে না।' অর্দ্ধেন্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল যে আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দু, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি বহু কষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিতেন। (পৃ. ১৮-১৯)

এই উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হইল ১৮৭২ সনের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯)। উহার জন্য রঙ্গমঞ্চ শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্ম্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। (পৃ. ২০)

কলিকাতায় 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে একটি ভুল অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এই অভিনয়ের তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, উহার তারিখ ১৮৭১ সনের বর্ষাকাল। সেজন্য, এই অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমি যে তারিখ দিয়াছি উহার সপক্ষে যে-সকল প্রমাণ আছে তাহা নিম্নে উপস্থাপিত করিলাম।

এই অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে দুইটি সমসাময়িক ও সাক্ষাৎ-প্রমাণ আছে। প্রথম, ১৮৭২ সনের ২৪এ মে (১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, শুক্রবার) তারিখের সাপ্তাহিক 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত একখানি পত্র। উহাতে পাই,—

মহাশয়। বিগত ৩০শে বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটক শ্যামবাজারস্থ ৺বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটীতে অভিনীত হয়। কিছু দিন হইল চুঁচুড়াতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, কিন্তু তাহা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই। বাগবাজারস্থ কতকগুলি উৎসাহী যুবকবৃন্দের যত্নে উহার অভিনয় কার্য্য এখানে সম্পাদিত হইয়াছে।...কস্যচিৎ দর্শকঃ। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ সাল। কলিকাতা।

দ্বিতীয়, 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ। ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রেও (তৎকালে সাপ্তাহিক*) সম্পাদক মনোমোহন বসু লিখিয়াছিলেন,—

বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা আছে। আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি, টিকিট প্রাপ্ত ও অনুরুদ্ধ হইয়াও দর্শন করিতে যাইতে পারি নাই। অস্থি চূর্ণকারী ডেঙ্গুজ্বরের অবশিষ্ট পরাক্রমই আমাদের এ সুখের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। শুনিলাম রঙ্গভূমি সুসজ্জিত ও অভিনয় কার্য্যটী সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রকার বিষয় প্রত্যক্ষ ব্যতীত বিশেষ রূপে সমালোচ্য হইতে পারে না। অভিনেতৃ সমাজ কিছু দিন পূর্ব্বে এই অভিনয় প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। এখন গ্রীষ্মরাজ ভীষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, প্রদর্শক ও দর্শক উভয় পক্ষেই প্রচুর কষ্ট।

'এডুকেশন গেজেট' ও 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় অভিনয়ের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত রাধামাধব করের স্মৃতিকথারও মিল আছে। রাধামাধব বলিয়াছেন,—

* ১২৮০ সালের ৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত 'মধ্যস্থ' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়; তাহার পর মাসিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যভঙ্গই এই রূপান্তরের কারণ। ১২৮০, ৯ই কার্ত্তিক (২য় ভাগ, ২৭ সংখ্যা) তারিখের 'অতিরেক মধ্যস্থে' জানান হয়, "সাপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে মধ্যস্থকে মাসিক করা কর্ত্তব্য। প্রতি মাসের মধ্যভাগে ইহা প্রচারিত হইবে।" মাসিক 'মধ্যস্থে'র প্রথম সংখ্যায় আছে:—"২য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল। ২৮ সংখ্যা।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হইল। মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়া গেল। সেই ভিজে চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন। ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৭৬-৭৭)

এই সাক্ষাৎ-প্রমাণ ব্যতীত আমার প্রদত্ত তারিখের সপক্ষে তিনটি গৌণ প্রমাণও আছে।

প্রথমেই মনে রাখা উচিত, কলিকাতায় 'লীলাবতী'র অভিনয় চুঁচুড়ার অভিনয়ের অল্পদিন পরে হয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া 'লীলাবতীর' সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।...অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,—'চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?'...নাট্যকার দীনবন্ধুবাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা পারিবে না।'...'লীলাবতী অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। (পৃ. ১৮-১৯)

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাগবাজারের দল যখন লীলাবতী অভিনয়ের আয়োজন করিতেছিলেন সেই সময় চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' খ্যাতির সহিত অভিনীত হয়, এবং চুঁচুড়ার এই অভিনয়ের কিছুদিন পরেই কলিকাতায় 'লীলাবতী'র অভিনয় হয়।

পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, ১৮৭২ সনের ৩০এ মার্চ্চ তারিখেই চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। ইহার পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী'র কোন অভিনয় হইয়া থাকিলে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় তাহার কোন-না-কোন উল্লেখ পাওয়া যাইত, কারণ গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"চুঁচুড়ায়... লীলাবতীর সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল।" সুতরাং চুঁচুড়ার অভিনয়ের তারিখ দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে কলিকাতায় 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৭২ সনের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, 'লীলাবতী' নাটক যে ১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে (১৮৭১ সনে নহে) উহা অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতেও প্রমাণ করা যাইতে পারে। অমৃতলাল বলিয়াছেন,—

লীলাবতীর রিহার্স্যাল চলিতে লাগিল।...অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।... আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।...

আমাদের রিহার্স্যাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন।...একদিন আমাদের পুরা মজ্‌লিস্ বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন,—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বল্‌তে পারি না, লর্ড মেয়োকে না কি আণ্ডামান দ্বীপে খুন করেছে।' সে দিন মজলিস বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধুমধামের আয়োজন সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল।...লোকনাথ বাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলাম। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ৯৫-৯৬)

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যখন লর্ড মেয়ো আন্দামান-দ্বীপে নিহত হন তখন অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল প্রভৃতি লীলাবতী নাটকের রিহার্স্যাল দিতেছিলেন। ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেয়ো আন্দামান-দ্বীপে নিহত হন উহা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং কলিকাতায় লীলাবতীর অভিনয় যে ১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্বে হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, অর্দ্ধেন্দুশেখর ১৩০৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

লীলাবতীর আয়োজন চটপট করতে না পারায়, আমি একটি কনসার্টের দল গড়তে লাগলেম। প্রথমে ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতে তার পর ১৭৯ নং অপার চিৎপুর রোডে ঐ দল বসে। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধব বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, হিঙ্গুল খাঁ, নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যোগ দিলেন।...এতদিন সমস্ত কন্‌সার্ট ডি সুরে বাজত, আমরা একেবারে এফ সুরে বাজান আরম্ভ করলেম। চড়া সুরে বাজাতে আরম্ভ করায় আমাদের নিমন্ত্রণের মহা ধুম পড়ে গেল। রাসের এক রাত্রিতে বেণেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আমাদের বাজনা হয়। সেইদিন হাবড়া বাটরার এক থিয়েটারের দল 'প্রভাবতী' অভিনয় করেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'প্রভাবতী' অভিনয়ের পূর্ব্বে লীলাবতীর অভিনয় হয় নাই। "এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সনের আগষ্ট মাসের পরে। উহার 'বিজ্ঞাপনে' "ব্যাটরা সংবৎ ১৯২৮, ২৫ শে শ্রাবণ" অর্থাৎ ১৮৭১, ৯ই আগষ্ট তারিখ দেওয়া আছে এবং অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই যে

নাটকখানি প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ আছে।* 'প্রভাবতী' নাটকের অভিনয় হয় পরবর্ত্তী রাসপূর্ণিমায় অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে। সুতরাং এ-পর্য্যন্ত 'লীলাবতী' অভিনয়ের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ ১৮৭১ সনের বর্ষাকাল) উহা যে ঠিক হইতে পারে না তাহা সুনিশ্চিত।

এই সকল প্রমাণের বলে এ-কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতায় বাগবাজারের দল কর্ত্তৃক লীলাবতী নাটক অভিনয়ের প্রকৃত তারিখ ১৮৭২ সনের ১১ই মে।

'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্য

লীলাবতী নাটক পর-পর তিনটি শনিবারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে অভিনীত হয়। ১২৭৯ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখের 'অতিরেক মধ্যস্থে' প্রকাশিত একটি পত্রে একটি অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

লীলাবতী নাটকাভিনয়।

সম্পাদক মহাশয়। কয়েক দিবসাবধি বাগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাঁহাদের অভিনয়ে কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও অদ্যাবধি যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহাদেরও এক্ষণে গণনা করিতে হইবে।

* 'প্রভাবতী' নাটকের 'বিজ্ঞাপন'টি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল,—

প্রায় এক বৎসর হইল, বাঁটরাস্থ 'বঙ্গ নাট্যবিধায়িনী সভার' সভাগণ গ্রন্থকারকে করুণরসাশ্রিত এক খানি নূতন নাটক রচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালীন নাটক রচনার প্রণালী, দিন দিন নাটক সকলের সংখ্যা ও অধিকাংশ নাটকের দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তিনি তাঁহাদিগের সে অনুরোধে একান্ত ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।...পরিশেষে সভাগণের অনুরোধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া দুই তিন মাস হইল, গ্রন্থকার এই নাটক খানি রচনা করিয়া অভিনয়ের নিমিত্ত ঐ সভাকে সমর্পণ করিয়াছেন।

গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ অভিনয়েরই উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে, এজন্য অভিনয়ের পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়, তাহা গ্রন্থকর্ত্তার একান্ত অভিলাষ ছিল না। কেবল কতিপয় সহৃদয় অভিনায়ক ও আমার বান্ধবগণ প্রভাবতীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রচার করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অনুরোধ করাতে আমি অনেক যত্নে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।...শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঁটরা। সংবৎ ১৯২৮ ২৫ শ্রাবণ।

অভিনেতৃবর্গের মধ্যে হরবিলাসবাবু, ক্ষীরোদবাসিনী, ললিতমোহন, হেমচাঁদ, লীলাবতী, শ্রীনাথ, রঘুয়া, নন্দেরচাঁদ, শারদাসুন্দরী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রশংসাভাজন। হরবিলাসবাবু, ক্ষীরোদবাসিনী ও ললিতমোহনের ন্যায় অভিনেতা অতি বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

লীলাবতীর অভিনয় যদিও অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাহা অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার কতগুলিন পাঠ অতীব সুন্দর।

ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে, তচ্ছ্রবণে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। হেমচাঁদ, নন্দেরচাঁদ ও শ্রীনাথের বক্তৃতা ও রসিকতা শ্রোতৃবর্গের অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

নাটকোল্লিখিত কতকগুলিন কবিতা, বোধ হয়, অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত, কারণ অনেকে কবিতার প্রাচুর্য্য বশতঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

অভিনয়-ত্রয়-দিবসে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের সজ্জাতেই রঙ্গভূমির বহির্ভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য থাকে না; অভিনয়ের সময় বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আদ্যোপান্ত ভিতরে থাকিলেই ভাল হয়। অথবা অন্য বেশে বাহিরে আসা উচিত। কস্যচিৎ দর্শকঃ। কলিকাতা ৬ আষাঢ়, ১২৭৯ সাল।

এই পত্র হইতে ইহাও জানা যায় যে এই অভিনয়ের সময়ে বাগবাজারের দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। যে-যে অভিনেতা যে-যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল,—

হরবিলাস ও দাসী	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
ক্ষীরোদবাসিনী	...	রাধামাধব কর
ললিতমোহন	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলাবতী	...	সুরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীনাথ	...	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঘু উড়িয়া	...	হিঙ্গুল খাঁ
নন্দেরচাঁদ	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শারদাসুন্দরী	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)
ভোলানাথ	...	মহেন্দ্রলাল বসু
মেজ খুড়ো	...	মতিলাল সুর
রাজলক্ষ্মী	...	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
যোগজীবন	...	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

'লীলাবতী' নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখরের সুনিপুণ অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্র' দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। 'লীলাবতী'তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না।

'মধ্যস্থে'র বিবরণ ছাড়া ১৮৭২ সনের ২৪এ মে (১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত একখানি পত্রেও এই অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়। উহার প্রথমাংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পত্রখানি হইতে তখনকার দিনের নাট্য-সমালোচনার একটা ধারণা করা যায়, সে জন্য দীর্ঘ হইলেও সেটিও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল,—

> ...রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দৃশ্য ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ, 'সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়' ও 'অনাথবন্ধুর মন্দির' এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল।
>
> প্রথমতঃ ভোলানাথ চৌধুরী নামধেয় জমীদার মহাশয়ের ভাগিনেয়দ্বয় নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের প্রবেশ দেখিলাম। উভয়েরই অভিনয় হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু গাত্র আঁচড়ানি কিছু অধিক হইয়াছিল। হেমচাঁদের বক্তৃতা নদেরচাঁদের অপেক্ষা হাস্যজনক হইয়াছিল। হেমচাঁদের অভিনয় সকল সময়েই উত্তম হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী সারদাসুন্দরীর অভিনয় মনোহর বটে, কিন্তু বোধ হইল যেন তাহার ভালরূপ শিক্ষা হয় নাই। অনেক স্থলে অপ্রীতিকর হইয়াছিল। কর্ত্তা হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ উথলিয়া উচ্চহাস্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক এই জমীদার মহাশয়েতে তাহার সমস্তই বিদ্যমান ছিল। কি অঙ্গভঙ্গি, কি কথার পারিপাট্য, কি মধুর স্বর ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়।
>
> তাঁহার শ্যালক শ্রীনাথ বাবুরও অভিনয় অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে মুখের ও কথার ভঙ্গিমাগুলি উত্তম হইয়াছিল। কর্ত্তার বধূমাতা দুঃখিনী ক্ষিরোদ-বাসিনীর অভিনয় আদ্য-অন্ত কোন স্থানেই সদোষ বোধ হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাহার দুঃখ শ্রবণে অনেক শ্রোতাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কথাবার্ত্তা অনেকটা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছিল। কর্ত্তার ভবনে প্রতিপালিত ললিতমোহনের অভিনয় অতি মনোহর হইয়াছিল, লীলাবতীর সহিত তাহার কথোপকথন ও নদেরচাঁদের প্রতি তাঁহার উপদেশ দান অতি উত্তম হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লীলাবতী ও ললিতমোহনের প্রেমালাপ অতি শ্রবণসুখকর বোধ হইয়াছিল।

লীলাবতীর স্বপ্নবিবরণ অতি মনোহর হইয়াছিল, তাহার স্বর আরও একটুকু মধুর হইলে ভাল হইত, এবং তাহার অবয়বও কিছু দীর্ঘাকার বোধ হইয়াছিল।

ভোলানাথ বাবুর অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমোদ প্রমোদ কিছু বেশী হইয়াছিল। রঘুয়া ভৃত্যের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল; তাহাতে উড়িয়ার সকল প্রকৃতিগুলিনই বজায় ছিল। ব্রহ্মচারিদ্বয়ের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের অভিনয় অতি উত্তম হইয়াছিল, কোন অংশেই প্রায় সদোষ বোধ হয় নাই। সিদ্ধেশ্বর বাবুর অভিনয়ও প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় নাই। দর্শকবর্গ প্রায় কেহই তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পান নাই। দাসী পণ্ডিত এবং অন্যান্য অভিনায়কেরা শ্রোতৃবর্গের ভাল রূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘটক চূড়ামণির অভিনয় দর্শনে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন; তাঁহার কথোপকথন তাঁহার পদের ন্যায় যথার্থ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়। সকলই প্রায় ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরচিত গীতগুলি ভালরূপে গীত হয় নাই; এবং তাহার দুই একটি বোধ হয় অশ্লীল বোধে বাদ দিলেও ভাল হইত।

আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটী 'দেশীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন, এবং দেশেরও অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়। কশ্চিৎ দর্শকঃ।
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ সাল। কলিকাতা।

'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

'লীলাবতী' অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—'দুয়ো বঙ্কিম।' সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—'আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা'।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাধারণ রঙ্গালয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ন্যাশনাল থিয়েটার—প্রথম পর্ব্ব

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

বাঙালী-পরিচালিত নাট্যশালার ইতিহাসকে দুই যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রথম, সখের থিয়েটারের যুগ, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত; দ্বিতীয়, সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ, ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত। প্রথম যুগের ইতিহাস এই পুস্তকের পূর্ব্ব খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান খণ্ডে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার কথা বলা হইবে।

বহু বৎসর ধরিয়া সখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি সখের দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে সখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহের একান্ত তৃপ্তি হয় নাই, উহাতে একটু অভাব ছিল। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন বড়লোকের উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্ত্তার গণ্যমান্য বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জন সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও জনসাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। নিতান্ত রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া আসিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। এই অসুবিধা ছাড়া সে-যুগের নাট্যাভিনয়ের আর একটি অসম্পূর্ণতাও ছিল। তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্ত্তন বা উৎসাহ-লোপ হইলে সে-নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইত, এবং আর এক জন

নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না-হওয়া পর্য্যন্ত নাট্যাভিনয় একবারে বন্ধ থাকিত। এই সকল কারণে শকুন্তলা, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি অভিনয় হইবার পরও আমরা বাংলা পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ ও দুঃখ পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোমপ্রকাশে'র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৮৬২ সনের ১২ই মে তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিতেছেন,—

> ...আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনযাদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্যব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যে তখনকার দিনে খুবই অনুভূত হইত উহার প্রমাণ সমকালীন সাময়িক পত্রে আরও অনেক পাওয়া যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 'হালিসহর পত্রিকা' লেখেন,—

> জাতীয় নাট্যশালা।...কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতায় নাটকাভিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রত্যেক গলিতেই নাটকাভিনয়ের সভা, সকলেই নাটক লইয়া ব্যস্ত, যে স্থানে যাওয়া যায় সেই স্থানেই নাটকের কথা।
>
> আমরা পদ্মাবতী, নলদময়ন্তী, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, শ্রীবৎসচিন্তা, প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি, সমুদয় গুলিরই অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকাভিনয়ে কাহারও কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় প্রায়ই কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটিতে হইয়াছিল, সাধারণে যে তাহা দেখিতে পায় নাই তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা পাইয়াছিল তাহারা অনেক কষ্টে অনেক যত্নে দুই এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে।...
>
> কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নাটকাভিনয়ের আর অধিক প্রাদুর্ভাব নাই। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরই দেশীয় নাটকের মান রাখিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজ ব্যয়ে নাটক রচিত করাইয়া নিজ বাটীতে তৎসমুদয়ের অভিনয় করান কিন্তু তাঁহার বাটীর স্থান সংকীর্ণতার জন্য অনেকেই তাঁহার নাটকাভিনয় দর্শন করিতে পারে না। আমরা

একবার তথায় যাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। সকল বিষয়ই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কোনদিগে কোন গোলযোগ হয় নাই। উক্ত মহোদয়ের বাটীতে নাটকাভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যদি একটী দেশীয় নাট্যশালা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেকেই তথায় যাইয়া, অল্প ব্যয়ে অভিনয় দর্শন করিতে পারেন। কলিকাতার নিকটস্থ অনেক পল্লীগ্রাম আছে, সেস্থানের অনেকে অদ্যাবধি নাটকাভিনয় দর্শন করা দূরে থাকুক্ কখন কোন রঙ্গভূমি পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই। আমরা অনেকবার 'লুইথিয়েটার' দর্শন করিয়া মনে করিতাম আমাদের যদি একটী নাট্যশালা থাকিত, তাহা হইলে আমরা তথায় দেশীয় নাটকাদির অভিনয় দর্শন করিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতাম। নাটক অভিনয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অর্থবল ও লোকবল বিলক্ষণ আবশ্যক। যাহা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যতিরেকে অপর কোন ধনি ব্যক্তিরই নাটকাদির প্রতি বিশেষ যত্ন নাই। এক জনের যত্নে কি হইতে পারে? আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণে যখন সমস্ত সাময়িক পত্রে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম, তখন আনন্দে আমাদের মন নৃত্য করিতে লাগিল। এতদিনে যে আমাদের দেশে একটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া আন্তরিক আহ্লাদিত হইলাম। জাতীয় নাট্যশালা দ্বারা যে সাধারণের অনেক উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য। *

১২৮১ সালের পৌষ সংখ্যা (পৃ. ৩৯২) 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত "দৃশ্য কাব্য" শীর্ষক "সম্ভ্রান্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত" একটি পত্রেও আমরা পাই,—

...পূর্ব্বে কোনো ধনী নিজ ব্যয়ে বা কতিপয় বন্ধু বান্ধব চান্দা সংগ্রহে আত্মীয় সাধারণের পরিতোষার্থ, কেহবা তামাসাচ্ছলে, কেহবা শুদ্ধ আমোদ আশায়, কেহবা স্বার্থমূলক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্মান লাভার্থ, কেহবা প্রতিহিংসার বশে, কেহবা সখের

* হালিসহর পত্রিকা, ১২৭৯ সাল, ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা। এ বিষয়ে *National Paper* পত্রের মন্তব্যও উদ্ধৃত করিবার যোগ্য,—"Theatres and Operas are not a few in number in this city. If not now, at least some time ago, they were as thick as blackberries—if we may use such an expression. Every street and every lane could boast of one such institution. Nor were these Theatres of ordinary merit. Some were of excellent character. But they were all private undertakings set on foot by individual gentlemen. Except the friends and relatives of the projectors none did else enjoy the benefit, or the privilege of witnessing them............The National Theatre is the first public undertaking of its character. The promoters of it deserve our sincere thanks for making it a *fait accompli.* The doors of the National Theatre are open to the public. Whoever shall pay for admission to it will be permitted to go in it." (11 Decr. 1872.)

প্রাণের ব্যাকুলতায়, কেহ কেহ বা কেবলই ইয়ার্কি ও মজার অনুরোধে এবং কেহ কেহ বা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে স্বল্প কালের নিমিত্ত রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ দ্বারা অভিনয় করিতেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে পাইত না, সুতরাং তাহা সাধারণ বস্তু ছিল না।

বাগবাজারের যে-কয়টি যুবক মিলিয়া 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিশেষে এই অভাব পূর্ণ হয়। তাঁহাদের দলই ন্যাশনাল থিয়েটার নাম লইয়া কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা পত্তন করেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, অভিনয় দেখিবার জন্য টিকিট বিক্রয় প্রথম হয় ঢাকায়। উহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল। ১৮৬০ সনের প্রারম্ভে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার এবং যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে জনসাধারণের জন্য একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি ১৮৬০ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এই নাট্যশালার একটি অনুষ্ঠান-পত্রও * প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত তাহার কোন ফল দেখা যায় নাই।' এই প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ন্যাশনাল থিয়েটার

এখন ন্যাশনাল থিয়েটারের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। 'লীলাবতী'র অভিনয়েই এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই নাট্যশালা কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও অভিনয় দেখাইয়া পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হয় নাই। যে-দল হইতে ইহার উৎপত্তি হয় তাহা যে সখের থিয়েটার রূপেই জন্মলাভ করে সে-কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দলের অভিনেতা ও উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই গৃহস্থ-ঘরের যুবক ছিলেন, খুব আড়ম্বর ও পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটার করিবার সঙ্গতি তাঁহাদের কাহারও ছিল না।

* এই অনুষ্ঠান-পত্রটি শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত *Western Influence in Bengali Literature* পুস্তকের ২৬০-৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাই 'লীলাবতী' অভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় যখন দেখা গেল স্থানাভাবে বহু দর্শককে ফিরাইতে হইতেছে, তখন দলের কয়েক জন প্রস্তাব করিলেন, টিকিট বিক্রয় করিয়া নাট্যশালাটিকে স্থায়ী করা হউক। এই প্রস্তাবই কলিকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূল।

কিন্তু বিনা মতান্তরে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারের দল যখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে সুরু করেন তখন এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার কথা উঠিল এবং ইহাও বলা হইল যে এই নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ করা হউক। এই প্রস্তাবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজী হইলেন, হইলেন না গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর পর অর্দ্ধেন্দু-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার আপত্তির কারণ বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় পাই,—

> নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাস বাবু আমাকে কাগজ-কলমে দেন।...ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ।

উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বলিলেন, বড় বাড়ি ও ভাল রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের সাধ্যাতীত তখন তাঁহাদের যেরূপ সামর্থ্য সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার কাজ আরম্ভ করা হউক। পরিশেষে টিকিট-বিক্রয়ের প্রস্তাবই বজায় রহিল। ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির উদ্যোগে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। লীলাবতী অভিনয় করিবার সময় আখড়া বসিত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা ভুবনমোহন নিয়োগীর আনুকূল্যে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন

বাবুর বাড়ির দোতালায় হইতে লাগিল। এই উদ্যমে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক মনোমোহন বসু, 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র, প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৭২ সনের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে নীলদর্পণে'র ড্রেস-রিহার্সাল হইয়া গেল। এই সময়েই (নবেম্বর, ১৮৭২) অমৃতলাল বসু মহাশয় আসিয়া দলে জুটিলেন; তিনি 'লীলাবতী' মহলা দিবার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্ব্বাটীর উঠানটি লওয়া হইল। ঐ স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে লাগিল। পরে ধর্ম্মদাস সুরের কর্ত্তৃত্বে ষ্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে। অভিনয়ের পূর্ব্বে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

নীলদর্পণ নাটক অভিনয়।
চিৎপুর রোড, যোড়াসাকোর মৃত বাবু
মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীতে
শনিবার ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২॥
টিকিটের মূল্য॥
প্রথম শ্রেণী ১ টাকা॥
দ্বিতীয় শ্রেণী ॥০ আনা॥
টীকিট দ্বারে বিক্রীত হইবে॥

রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় দ্বার মুক্ত, এবং ৮ ঘটিকার সময় অভিনয়ারম্ভ হইবে॥

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥
সেক্রেটরী।

ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ এইমাত্র দেওয়া হইল উহার সহিত প্রচলিত বিবরণের একটু তফাৎ আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে আমাদের 'নিজের ষ্টেজে' লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হ'ল।...কথা উঠ্‌ল থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে?...নবগোপাল বাবু আমাদের

থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত Calcuttaটুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই অভিনয় হয়।

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ-পর্য্যন্ত সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'লীলাবতী' অভিনয়ের সময়েই বাগবাজারের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ যে নীলদর্পণ মহলা দিবার সময়ে হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লীলাবতী অভিনয়ের সময়ে এই দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'; এ-কথা উপরে উদ্ধৃত 'মধ্যস্থ' পত্রিকার একটি বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম ইহার কিছুদিন পরে 'নীলদর্পণ' মহলার সময়ে প্রস্তাবিত হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—

> রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর,...'লীলাবতী'তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। (পৃ. ৫)

গিরিশচন্দ্রের উক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই যখন এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী এবং উভয়ের উক্তিই যখন ঘটনার বহু বৎসর পরে লিখিত, তখন অর্দ্ধেন্দুর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্রের সাক্ষ্যকে নির্ভুল মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। এ-যুক্তি খণ্ডন কঠিন নয়। কারণ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণ লইয়াই গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী'র অভিনয়ে একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে তাঁহার সহিত বাগবাজারের দলের কোন সংশ্রব ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, 'লীলাবতী' অভিনয়ের পরে ও 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্ব্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণের প্রস্তাব উঠে।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উক্তিই যে ঠিক তাহার

অন্য প্রমাণও আছে। ১৮৭২ সনের ২০এ নবেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

A New Native Theatrical Society.—A few native gentlemen, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, named "The Calcutta National Theatrical Society," their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public performance is to take place on the 7th proximo, on the premises of the late Babu Maddusudan Sandel, Upper Chitpore Road.

উহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসের কাছাকাছি ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ ও উহাতে সর্ব্বপ্রথম অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কাল নির্দ্ধারণের জন্য অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার এই বিজ্ঞাপন ও নিম্নে নীলদর্পণ অভিনয় প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 'এডুকেশন গেজেটে'র একটি বিবরণ হইতে এ তথ্যটিও জানা যায় যে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। হয়ত কিছুদিন পরে এই নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া শুধু 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম করা হয়।

নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়

ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর। এই অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল। সঙ্গের মন্তব্যও অমৃতবাবুরই।

অর্দ্ধেন্দু	...	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র	...	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)	...	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর	...	রাইচরণ ও তোরাপ। (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)

মহেন্দ্রলাল বসু	...	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)	...	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ [?]	...	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস	...	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	...	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর	...	রোগ্ সাহেব। (এই একটা পার্ট্ সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট্ প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
গোলোক চট্টোপাধ্যায়	...	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	...	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন)।
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)	...	ক্ষেত্রমণি।
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।)
আমি [অমৃতলাল বসু]	...	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এঞ্জিনীয়ার)	}	ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইঁহারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।)
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল	...	Dresser.
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র	...	(কমিটির প্রেসিডেন্ট। ইনি যে থিয়েটরের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটরে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

সমসাময়িক সকল সংবাদপত্রেই এই অভিনয়ের বিস্তৃত ও প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইল। ১২ই ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিলেন,—

ন্যাসনাল থিয়েটার

নীলদর্পণ অভিনয়।—গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোশাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়ীত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজ বদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।

অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথমে সূত্রধর যখন গানের পর 'আমাকে অর্থ লোভীই বলুক আর যে যা বলুক, আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না' এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্ত্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা ভরসা করি, এই অভিনয় সমাজ সকল বৈরী বাক্য অবহেলা পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন।

নীলদর্পণ নাটক দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার গল্প ভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের 'নবযৌবন' হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে এক রূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটীত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইয়াগো চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নূতন 'ফৌজদারি কার্য্য বিধি' আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীন মাধব বলিলেন যে, 'আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ' বাক্য কয়েকটী

উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শক মণ্ডলী মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি ? আমরা অভিনয় সমালোচনে ফৌজদারী কার্য্য বিধির কথা পাড়িলাম। এমনি দুর্দ্দশাই হইয়াছে, সকল কথাতেই দুঃখের কান্না চক্ষে আইসে। যাহা হউক অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় কর্ত্তব্য হইতেছে। নীলদর্পণের গুণানুবাদ করিবার আবশ্যক নাই এবং দীনবন্ধু বাবু পরিচিত গ্রন্থকার, তদীয় প্রশংসাবাদও নিষ্প্রয়োজন।

আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতা বাসী দর্শক মণ্ডলী মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিষ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব ?

অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্ত্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়াছিলাম দৃশ্য সকলের বর্ণ চাতুর্য্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটী সামান্য কথা নহে। দেশের একটী প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয় সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

নবগোপাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রেও (১১ই ডিসেম্বর) অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া এই অভিনয়কে "The event is of national

importance" বলিলেন। কিন্তু তিনিও 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের মত অভিনয় ও বিধিব্যবস্থার দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথম রজনীতে টিকিট-সংগ্রহ ও অন্যান্য দু-একটি ব্যাপারে একটু বিশৃঙ্খলা হয় এবং সেক্রেটারী আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবে না।

১৮৭২, ১৩ই ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাও উল্লেখযোগ্য। অবান্তর অংশ বাদ দিয়া তাহার প্রায় সমস্তটুকুই নিম্নে দেওয়া গেল,—

কলিকাতার ন্যাশানল থিয়েটর। নীলদর্পণ নাটক।—মহাশয়! বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৺কালাচাঁদ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভবনে বাগবাজারস্থ কতকগুলি যুবকবৃন্দ, "কলিকাতা ন্যাশানেল থিয়েটর" অভিধেয় জাতীয় নাট্যালয়ে 'নীলদর্পণ নাটক' প্রথমে অভিনয় করেন।...

'ন্যাশানাল থিয়েটবের' রঙ্গমন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চও মন্দ নয়। তাহার দুই পার্শ্বে ও 'ফুটপাথে' অর্থাৎ বহির্ভাগে গ্যাসের আলো ছিল। তাহাই কেবল দর্শকমণ্ডলীর আলোকের ভরসা মাত্র। রঙ্গগৃহের উপরিভাগে একটী আলোকময় (Crown) অর্থাৎ রাজমুকুট শোভা পাইয়াছিল। আলোক বিহনে শ্রোতৃবর্গের সে দিবস যে কি অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেবল যাঁহারা সেই দিবস ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন। কেহ হয় ত দেশালাই জ্বালাইয়াই এক এক বারে যাহা কিছু প্রোগ্রাম (Programme) অর্থাৎ কার্য্যবিবরণের পত্রখানি দেখিয়া লইলেন। কি জন্য যে আলোকের এরূপ অপ্রতুল ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেন, টাকা ত কিছু সে দিন কম উঠে নাই? দুই পাউণ্ড বাতি ক্রয় করিয়া আলিসার উপরে দিলেই যথেষ্ট আলো হইত।

যাহা হউক, আমরা এক্ষণে অভিনয়ের বিষয় কিছু উল্লেখ করি। অভিনেতৃবর্গকে প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম শ্রেণীতে—তোরাপ; গোলোকচন্দ্র ও সৈরিন্ধ্রী; দ্বিতীয় শ্রেণীতে—গোপীনাথ; ক্ষেত্রমণি; উড; নবীনমাধব; রেবতী ও সাধুচরণ; তৃতীয় শ্রেণীতে—সরলতা; সাবিত্রী; ময়রাণী; রোগ; বিন্দুমাধব ও অন্যান্য অভিনেতৃবর্গ ক্রমশঃ স্থাপনযোগ্য।

অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রথম নট রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়া একটী সঙ্গীত করণান্তর তাঁহাদের জাতীয় নাট্যালয়ের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম দর্শকমণ্ডলীর বোধগম্য করিয়া দিলেন।

তৎপরে গোলোকচন্দ্রের ও সাধুচরণের কথোপকথন। গোলোক বাবুর অভিনয় ঠিক্

পল্লিগ্রামস্থ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ন্যায় হইয়াছিল বিশেষতঃ তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও কথাগুলি ঠিক্ বৃদ্ধলোকের অনুরূপ হইয়াছিল। প্রতিবাসী রাইয়ত সাধুচরণের হাব ভাব ও বেশাদি যথাযোগ্য হইয়াছিল। সকলেরই বেশবিন্যাসাদি প্রায় উপযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কাহাঁর কাহার অসংলগ্নও ছিল। গোলোক বাবুর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের অভিনয় মন্দ নহে।

পঞ্চম অঙ্কে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তচ্ছ্রবণে এমত শ্রোতা ছিল না, যে এক বিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই। সৈরিন্ধ্রীর বাক্যাদি ঠিক্ স্ত্রীলোকের ন্যায় বোধ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সরলতার বিলাপলহরীও অনেকের হৃদয়-ভেদী হইয়াছিল। তোরাপের অভিনয় যথার্থ সকলের মনকে অপার আনন্দসাগরে মগ্ন করিয়াছিল। তাহার অভিনয় আদ্যোপান্ত দোষশূন্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। গোপীনাথ ও গোপের কার্য্যপ্রণালী ঠিক্ স্বভাবের অনুরূপ হইয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ময়রাণী ও ক্ষেত্রমণির অভিনয়ও কম প্রশংসাজনক নহে। রোগ সাহেবের সম্মুখে ক্ষেত্রমণির সতীত্বের বিক্রম প্রদর্শনও অতীব প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ৪ জন শিশুদ্বারা ময়রাণীকে পরিবেষ্টন ও তাহাদের ময়রাণীর প্রতি 'ময়রাণী লো সই' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথন দৃশ্য অতীব সুখজনক।

একতান বাদ্যটী আমাদের বঙ্গীয় হয় নাই। কতকগুলি চুনোগলির ফিরিঙ্গী দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বোধ হয় কেহই কিছুমাত্র আনন্দানুভব করেন নাই। ইহা অপেক্ষা যদি কতিপয় আমাদের ভদ্রযুবা দ্বারা কয়েকখানি আবশ্যকীয় যন্ত্র সহযোগে একতান বাদন হইত, তাহা বোধ হয় সকলেরই শ্রুতিমধুর হইত। যাহা হউক, এ প্রকার বাদ্যতে 'ন্যাশানাল থিয়েটর' যে স্বকীয় নাম ও সভ্রমের হ্রাস করিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে, কার্য্যাধ্যক্ষগণ কেবল নিরূপিত সময়ে অভিনয়ারম্ভ করিবার মানসেই এরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা সে দিবস সম্পূর্ণ সিদ্ধ মনোরথ হন নাই। কারণ উল্লিখিত দিবসে অভিনয় রাত্রি ৮ ঘটিকার পরে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাত্রি প্রায় দুই প্রহর এক ঘটিকার সময় ভঙ্গ হয়।

পরিশেষে অভিনয়াগারের দৃশ্যগুলিন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধিকাংশ দৃশ্যগুলি 'ন্যাশানাল থিয়েটরের' উপযুক্ত হয় নাই। কারণ জাতীয় চিত্রের আদর্শ সকল স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। গোলাঘরের সম্মুখ ও 'কুটীর দপ্তরখানার সম্মুখের' চিত্র দুইখানি মন্দ নহে। অনেক গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য (Wing) না থাকাতে গৃহের সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়াছিল, এবং কোন কোন গৃহের দৃশ্যও অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।...

উপসংহারে বঙ্গবাসীদিগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা এই জাতীয় নাট্যালয়কে অবজ্ঞা না করিয়া ইহাতে ক্রমশঃ উৎসাহ ও যোগ সংস্থাপন করেন।...

যাহাতে বঙ্গদেশের মধ্যে অশ্লীল ও অসভ্য আমোদ সকল দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ আনন্দ প্রচলিত হয়, তজ্জন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অভিনেতৃবর্গের নিকটেও আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা যাহাতে নাট্যালয়ে জাতীয় সকল প্রকার রীতি নীতি রক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য যেন বিশেষ যত্নশীল হন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজি একতান বাদ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহার জন্যও যেন চেষ্টা করেন, এবং আমরা আশা করি, আগামীবার হইতে আরও অধিক আলোক দেওয়া হয়—টিকিট সকল স্থানানুযায়ী বিক্রয় করা হয়। কারণ গতবারে অনেক লোককে সমস্ত রাত্রিই দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা গিয়াছিল। মূল্য দিয়া দণ্ডায়মান থাকা ইহা বড় দুঃখের বিষয়! এবং আমাদের আরও নিবেদন যে, যে সকল সংগীতগুলি গীত হইবে, তাহা যেন কার্য্য বিবরণের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে, কারণ তাহা হইলে দর্শকমণ্ডলীর শ্রবণের কিছু সুবিধা হয়। অনুগত কস্যচিৎ—দর্শক। কলিকাতা। নন্দনবাগান।

'হালিসহর পত্রিকা'তেও এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। লেখক বলেন,—

…আমরা সমুৎসুক চিত্তে প্রথমেই যাইয়া 'নীলদর্পণের' অভিনয় রাত্রে নাট্যশালা বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সে রাত্রের কথা মনে পড়িলে এখন হৃৎকম্প হয়। আমরা বাঙ্গালী, আমরা যে কখন কোন কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব এরূপ কখনই বোধ হয় না। যাহা হউক অনেক কষ্টে অনেকবার তাড়িত হইয়া আমরা এক খানি টিকিট লইয়া অভিনয়ের স্থলে প্রবেশ করিলাম। একজন ভদ্র ব্যক্তি আমাদের হস্তে 'প্রোগ্রোম' দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আলোকের অভাবে চমসা দ্বারাও তাহার এক বর্ণ পড়িতে পারিলাম না। সুতরাং অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। রঙ্গভূমি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রঙ্গভূমির সম্মুখেই একখানি বিজাতীয় যবনিকা দোদুল্যমান রহিয়াছে। জাতীয় নাট্যশালায় বিজাতীয় কোন বস্তু দেখিলেই মনে দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি উপস্থিত হইতে পারে? তৎপরে যখন দেখিলাম যে কতকগুলি ফৈরাঙ্গ আসিয়া একতান বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল তখন আমাদের দুঃখ দ্বিগুণিত হইল। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া আমরা একাগ্র চিত্তে অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলাম।…

নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যদি একটি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লোক দিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি অনেকে তাহাদের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। জাতীয় নাট্যশালায় উপযুক্ত রূপবান ব্যক্তির অভাব আছে, নাটকে অভিনেতা দিগের যে রূপ গুণ দুইই চাই তাহা কে না স্বীকার করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ দিগের এ অভাব মোচন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ উন্নত হয় নাই যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা যাইয়া অভিনয় করিবে কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের

'পার্ট' আদর্শ লওয়া উচিত, তাহা হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না বলিয়া আমরা এরূপ বলি না যে কতকগুলি ব্যাশা আনিয়া নাট্যশালায় অভিনেতৃসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, কিন্তু যাহাতে কোন উপায়ে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগকে জাতীয় নাট্যশালায় মধ্যে নিযুক্ত করা যায় এরূপ চেষ্টা করা উচিত।...(পৃ. ৩৭২, ৩৮০)

'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া চারি শত টাকা আয় হয়।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' অভিনীত হয়। এ-বিষয়ে অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলেই ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, নীলদর্পণ দুইবার অভিনীত হইবার পর জামাই-বারিকের অভিনয় হয়। * প্রকৃতপ্রস্তাবে জামাই-বারিকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার,—প্রথম নীলদর্পণ অভিনয় হওয়ার ঠিক সাত দিন পরে; নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ২১এ ডিসেম্বর, জামাই-বারিক অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে।

১৪ই ডিসেম্বর তারিখে জামাই-বারিকের যে অভিনয় হয় তাহার বিবরণ আমরা ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার' ও ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই। উহার মধ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র বিবরণটি নিম্নে দেওয়া হইল,—

ন্যাসনাল থিয়েটার

জামাই বারিক।—ন্যাসন্যাল থিয়াটরে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন ক্রন্দন করি, গত শনিবারে জামাই বারিক দেখিয়া তেমনি হাঁসিয়াছিলাম। জর্ম্মেনীয় পণ্ডিত সেলেগেল সেক্‌সপিয়রকে লোকের নিকট চিনাইয়া দেন, এডিসন মিলটনকে প্রথম চিনাইয়া দেন এবং দীনবন্ধু বাবুকে ন্যাসনেল থিয়েটরে অনেকের নিকট চিনাইয়া দিল। দীনবন্ধু বাবুর গুণ ইতিপূর্ব্বে অনেকে জানিয়াছেন বটে, তাঁহার অনেক নাটকও ইতিপূর্ব্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রন্থ নিহিত রত্নগুলি যেরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও সে রূপ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা গতবারে লিখি যে, ন্যাসনাল থিয়েটরে নীলদর্পণকে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত করিল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, জীবিত করিয়াছে লিখি।...

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১০৬, ১০৭। 'গিরিশচন্দ্র'—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১০৭। 'গিরিশ-প্রতিভা'—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

এবারকার অভিনেতৃগণ এক একটী রত্ন বিশেষ। সকলের বিশেষতঃ পদ্মলোচন, বগলা ও বিন্দুর অংশ বড় অপূর্ব্ব হইয়াছিল। ইহারা এক একটী বিষয় অভিনয় করিলেন, আর আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহারা একটি বিষয়ের অভিনয় না করিয়া আমাদের বিশেষ মনক্ষুণ্ণ করেন। কামিনীর স্বামীর ভিটার উপরে পড়িয়া স্বামীর নিমিত্ত রোদন করা গ্রন্থের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ এবং সেইটী কামিনীর দ্বারা অভিনয় না করাইয়া ময়রাণীর মুখে বলানতে একেবারে মাটি হইয়াছে। ফল এটি গ্রন্থ কর্ত্তার ভুল এবং দীনবন্ধু বাবু উপস্থিত থাকিলে উহা বুঝিতে পারিতেন। আর একটি ভুল, দুই সতিনীর ঝগড়ার পর পদ্মলোচনের বগলার অঞ্চল ধরিয়া বাটার সঙ্গে নৃত্য ও গীত করা। পদ্মলোচনের পূর্ব্বেকার চরিত্রের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ অভিনেতৃগণ এ অংশটি বাদ দিয়া অভিনয় করিবেন।

'ন্যাশনাল পেপারে'র বিবরণে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বিতীয় দিনে আসন ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের অপেক্ষা ভাল হয় এবং বিলাতী বাদ্যের পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনা করিবার বন্দোবস্ত হয়; তাহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের সান্নিধ্যে ধূমপান বা কোনরূপ গর্হিত আচরণও নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পত্রিকাতেই ইহাও প্রকাশিত হয় যে, জামাই-বারিকের অভিনয়ে আড়াই শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়।

'ন্যাশনাল পেপার' অভিনয়ের বিবরণ দিয়া উদ্যোক্তাদিগকে একটি উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটি অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আনা সম্বন্ধে। 'ন্যাশনাল পেপার' এ-বিষয়ে নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একটা পরিবর্ত্তনের যুগ, এখনও কাহারও খামখেয়ালকে সংযত করিবার মত জনমত গঠিত হইয়া উঠে নাই, সুতরাং সর্ব্বসমক্ষে ভদ্রমহিলাদিগকে আনা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ 'জামাই-বারিকে'র অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। * সেজন্যই এই উপদেশ।

---

* এ-প্রসঙ্গে কয়েক পৃষ্ঠা পরে উদ্ধৃত, ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত "A Father" স্বাক্ষরিত পত্র দ্রষ্টব্য। এই পত্রে আছে, "...We further observed in placards all over the town that ladies were invited to witness the *instructive* piece of *Jamaye Barick.*"

'জামাই-বারিকে'র পর ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় করেন। কিন্তু এই অভিনয়ের আগের দিন (২০এ ডিসেম্বর) 'ইংলিশম্যান্' পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য কুরেন যে, এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকর, সুতরাং উহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 'ইংলিশম্যান' লেখেন,—

> A Native paper tells us that the play of *Nil Darpan* is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised.

উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটারী একখানি পত্রে 'ইংলিশম্যানে'র পাঠকবর্গকে জানান যে, 'নীলদর্পণ' নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা অভিনয়-শেষে রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকগণকেও বিজ্ঞাপিত করা হয়। তিনি বলেন, নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখান,—ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়, ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। *

* নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পত্র ১৮৭২ সনের ২৩এ ডিসেম্বর (সোমবার) তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ,—

To The Editor of the *Englishman*.

Sir,—With reference to your remark in the *Englishman* of the 20th instant on the *Nil Darpan*, which is to be acted at the National Theatre this evening, allow me the liberty to say a word or two with a view to remove the erroneous impression which may be produced in the mind of the European community in consequence of the acting of the play. The object of the promoters of the National Theatre in acting the play of *Nil Darpan* is simply to represent village life, as beautifully depicted in it. The libellous portions contained in the work in question have been omitted.

I have, moreover, to state on behalf of the Theatrical Society that, in acting the play of *Nil Darpan* and other plays, they have simply in mind the entertainment of the public by the performance of Bengali dramas. It is far from their object to traduce the character of Europeans, whose sympathy with, and encouragement to, the undertaking, they would hail with the greatest pleasure. I am glad to say that many European gentlemen have already expressed their appreciation of the movement by being present on the occasion of the last performance at the National Theatre.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Secretary.

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ২১এ ডিসেম্বর। ১২৭৯ সালের ১৫ই পৌষ (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে উহার নিম্নোক্ত বিবরণটি পাওয়া যায়,—

নীলদর্পণ অভিনয়।—গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাট্যশালায় উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ দর্শক শ্রেণীর সংখ্যা ও শোভা দেখিয়া আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, যে অধ্যক্ষগণ আসন যোগাইতে ফাঁফর হইলেন!...বহু সংখ্যক দর্শনার্থীকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছি।...

কয়েক জন অভিনেতৃ এরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহাদের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য প্রয়োগকে উচ্চ শ্রেণীতে সন্নিবেশ করা যায়। অপর কয়েক জনের অভিনয় মধ্যবিধ। বস্তুতঃ নিতান্ত অপকৃষ্ট কেহই নন। 'এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্!'

গোলোকচন্দ্র বসু, নীলকুঠীর দেওয়ান, উড্ সাহেব, রোগ সাহেব, আমিন, মোক্তার, কবিরাজ, তোরাপ, রাইচরণ, গোপ, সাবিত্রী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, যাঁহারা এই কয়েক জনের বেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।

নবীনমাধব, সাধুচরণ, পণ্ডিত, দারোগা, চারিজন শিশু, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, পদীময়রাণী দ্বিতীয় শ্রেণী।

অপর সকলে ইঁহাদের কাছাকাছি। তাঁহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যায়।...

সদ্বিদ্বান বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই অভিনয় দর্শন করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি মনে মনে অভিনেতৃগণের মধ্যে যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতির ঔচিত্য কল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে প্রকার গঠনের লোক যেরূপ সজ্জায় যেরূপ ভঙ্গীতে যে সময় যে কথোপকথন করিবে আশা করিয়াছিলেন, অভিনয়কালে দেখিলেন, অবিকল সেইরূপ—ঠিক তাঁহার কল্পনানুরূপ হইয়াছে। এ প্রশংসা সামান্য গৌরবের নহে।...

পাঠকগণের স্মরণ হইতে পারে, এই নাটক উপলক্ষে প্রজাহিতৈষী মেং লং সাহেবের কারাবাস হইয়া গিয়াছে। সে দিবস ইংলিসম্যান এই নাটক অভিনয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন। নাট্যসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে এবং সাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, আইনানুসারে যে যে অংশ দোষাবহ, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনয় হইতেছে। গত শনিবার পুলিসের ডেপুটী কমিস্তনর মহাশয় দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার কানাইলাল দে রায়বাহাদুরকে তিনি বলিলেন, নাট্যাধ্যক্ষগণ যেন মনে করেন না, আমি দর্শক ভিন্ন অন্য কোনো ভাবে এখানে আসিয়াছি। অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেলে, জনৈক অধ্যক্ষ রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যক্ত করিলেন, যে, এই নাটকে পল্লীগ্রামের বিষয়

উক্তস্বরূপে বর্ণিত আছে, এজন্য আমরা ইহার অভিনয় করিতেছি, কাহারো প্রতি দ্বেষবশতঃ অথবা কোনো সম্প্রদায়ের গ্লানি উদ্দেশে নহে। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উপযুক্ত হইয়াছিল।...

'ন্যাশনাল পেপার' পত্রেও (২৫ ডিসেম্বর) এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, রঙ্গভূমি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অভিনয়-দিবসের পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে অভিনয়-দিবসে অনেক ভদ্রলোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'ন্যাশনাল পেপার' এই দ্বিতীয় অভিনয় প্রসঙ্গে লেখেন যে, অনেক দর্শকের মতে এই অভিনয় প্রথম অভিনয়ের মত উৎকৃষ্ট হয় নাই। 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ে টিকিট-বিক্রয়ের দ্বারা ৪৫০ টাকা আয় হয়।

নীলদর্পণ অভিনয়ের যে-সকল বৃত্তান্ত ও সমালোচনা এ-পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে প্রশংসা ও মৃদু সমালোচনা দুই-ই আছে, কিন্তু এগুলি ছাড়া এই অভিনয়ের আর দুইটি সমালোচনাও উদ্ধৃত করা উচিত। এই সমালোচনা দুইটি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রেরিত পত্র রূপে প্রকাশিত হয়। পত্র দুইখানি নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮৭২ সনের ১৯এ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত প্রথম পত্র,—

NATIVE THEATRICALS.

To the Editor of the *Indian Mirror*.

... ...

Now the *National Paper* in its issue of the 12th notices a theatre, called The National Theatre. The worthy editor calls its institution "an event of national importance." The *Amrita Bazar Patrika* also writes a lengthy article on the subject. But will these journalists certify that the attendant evils of dramatic shews, which have been barely touched above, shall not germinate here, that there shall not be occasion to wean away lads from schools to fill the places of grown-up actresses ;. that the projectors are men who by reason of their enlightenment, are able to direct ; that their positions in life are above corruption and they shall not for gain introduce anything "which is too mean or trivial for the entertainment of reasonable creatures" ; that to move the passions and not feast the appetites shall ever be their noble

end ; that they are prepared to loose the patronage [of] hundreds of Reynolds-reading audience than merit the disapprobation of the thoughtful. On the contrary, we learn from the *Soolub* that they had not the good taste to exclude obscene scenes and expression from their play. Even the friendly *National* we find has been obliged to give them a warning. Nor does it appear, on a careful perusal of the eulogies of the *Amrita Bazar* which is, in the opinion of the *National Paper*, competent to judge, that their performance was one of extraordinary theatrical merit. The able journalist advices the patriotic band to proceed to Moffusil where he says *Nil Durpan* will be better appreciated, for he had occasion to mark during the play scenes, which ought to move tears, provoked the laughter of the Calcutta audience. Does not this argue that those scenes were not played as they should be. The magic art of the histrion gives the airy nothing a local habitation and the name. Is it not reasonable therefore to suppose that that magic was wanting to bring the atrocities of the Indigo Planters vividly before the eyes of the spectators ? Again, it is remarkable in the paragraph exclusively devoted to the praises of actors that though the merit of minor parts are severely discussed, Nobin Madhub, the hero, and Bindu Madhub, whose claims are second to his, remain unnoticed. Goluck Bose and his wife were represented, we hear, by one and the same man, but he, though an adept, was not so successful in the wife as in the husband, a comparatively very inferior part. Syrindry, the heroine, was not up to mark ; her weeping tone was unnatural. Thus we see neither taste nor talent presided. We further observed in placards all over the town that ladies were invited to witness the *instructive* piece of *Jamaye Barick*. Whom did the projectors mean by the ladies ? What arrangements did they make for their reception ? The *Amrita Bazar* my call them who defer from it shallow or "traitors." Yet men who have any concern for public morality and seek the welfare of their children at heart, shall never cease to discountenance a company which has nothing but its project to recommend. Yours etc. A Father.

১৮৭২ সনের ২৭এ ডিসেম্বর (শুক্রবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্র,—

To the Editor of the *Indian Mirror*.

Sir,—Without pausing to enquire whether Schlegel, as the *Amrita Bazar Patrika* states, or there were others before him

who endowed the immortal works of Shakespeare "With a more vivid immortality," I would solicit the favor of a corner in your valuable paper to consider if the players of the National Theatre infused a new life to "Nildurpun" on Saturday last [21 Dec.]

Invited by puffs and placards, I took one of the front seats in expectation of a rich repast, when the curtain rose and the concert began its inharmonious tune. It ceased at last—and sweetly ceased.

Up goes the drop-scene next, and out comes the rickety stage with its repulsive hangings. The boards have evident marks of festive white ants, and the hand of a genuine Koomartooly artist was traceable in every line of the paintings. But let us pass these by; though one may ask a "question queer," yet let us pass these by. Let us wink at the defective entrances and exits, and let us overlook the grotesque impersonations. It would be to my purpose to confine myself to the actings of the principal parts only at which, on a former occasion, the tender-hearted Editor of the *Amrita Bazar Patrika* shed a shower of tears.

It was the intention of the author, I believe, to delineate in the first chapter that

It was sweet Shorpoor loveliest village of the plain
Where health and plenty cheered the labouring swain.

But that

Times are altered, Indigo's unfeeling train
Usurp the land and dispossess the swain.

But how was that realized? Goluck Bose began in a droll nasal voice which, however it might suit a farce, was a Sham Chand in *Nil Durpun*. His limping exit was simply ridiculous. The much-injured ryots vied with each other for comic preference, and Rye Churn especially, when was being dragged to be flogged, outdid his fellows. The bold front which Nobin Madhub presents to the frowns of fortune and the firmness of mind which bears him to the last, was represented sometimes by whining and sometimes by impotent vociferation of a braggart. It would be waste of space to notice Bindoo Forass for his puffers deserve a word. Of all the passions Anger is easily mimicked. Of his gratitude we had the evidence of Sadhoo Churn. But it was not the fault of the audience if they burst into laughter while he smarted under the lashes of Mr. Wood. I confess I

felt more pity when the Dewan was kicked than when the ryots were tortured, Thus it was with the male parts, let me examine the females.

The only actress who had something feminine besides her *saree* was Sorolata, but unfortunately our lady was dumb. The scene where she made her first appearance affected the spectators according to the prices they paid. The reserve at times heard a word or a sentence, the first class caught a whisper or two and the second class enjoyed a pantomime. Syrendri, it seemed, belonged to some extinct race of mortals, whose weeping tone some antiquary might recognize ; and it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved and the head-beating time. To say what Sabitry was, would require a better knowledge of Comparative Anatomy than my humble self has pretensions to. It was impossible to conceal disgust at the idiot's parts she played. Let me solicit her pardon and that of her admirers to say that a mad woman ought to be tender when she fancies she fondles her baby. This was the most successful tragedy of *Nil Durpun. The Amrita Bazar Patrika* must have been moved to tears, and I admit I was also touched at the tragic death of the author. Really I envied those who had the good luck to be refused admittance, but such amongst them who had a good appetite of ribald expressions lost a favourable opportunity. Yours etc. A Spectator.

এই পত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আগাগোড়া বিদ্রূপ ও নিন্দায় পরিপূর্ণ। অন্য যে-সকল সমালোচক নীলদর্পণ অভিনয়ের দোষ ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের দোষত্রুটি প্রদর্শনে অকারণ ঝাঁজ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্র দুইটিতে এ দুইটি জিনিষই সুস্পষ্ট। পত্রগুলি পড়িয়া মনে হয় কেহ যেন আগে হইতেই নিন্দা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাতে নিরপেক্ষ সমালোচনার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা কিছুই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবেও পত্রগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তির রচিত নয়; কারণ এগুলির রচয়িতা যে গিরিশচন্দ্র সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন,—

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন। দু' এক ছত্র

আমার মনে আছে,—Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি। সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায় পৃ. ১০৮-০৯)

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্তও লিখিয়াছেন,—"আমরা শুনিয়াছি, স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই গুপ্ত নামে (nom-de-plume) "Fathers" স্বাক্ষর করিয়া *The Indian Daily News* নামক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন" ('নাট্য-মন্দির', পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৯৩) এবং 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" শীর্ষক প্রবন্ধেও এই কথার উল্লেখ আছে। অমৃতলাল ও কিরণচন্দ্র দত্তের উক্তিতে সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল থাকিলেও উঁহাদের উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রের একটি ইংরেজী ছত্র গিরিশচন্দ্রের "বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" পুস্তিকাতেও পাওয়া যায়। ছত্রটি এই,—"নটের কার্য্য To give the airy nothing a local habitation and a name." অন্ততঃ একটি পত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের কোন সংশ্রব না থাকিলে এই বাক্যটি এইভাবে দুই জায়গাতেই পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ।

গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সেই দলই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জ্জন করিল, তখন তাঁহার পক্ষে ধীরতা হারাইয়া অভিনয়ের নিন্দাবাদ এবং যাঁহারা এই অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তিনি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। তিনি তাঁহার প্রথম পত্রে অভিনয়ের দ্বারা যুবক ও বালকদের নৈতিক অবনতি হইতে পারে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে-গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদাই অভিনয় ও নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন, এবং পতিতা রমণীদের সঙ্গে অভিনয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি নিশ্চয়ই নৈতিক অবনতির কথা সরল বিশ্বাসের বশে বলেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সপক্ষে একটি কথা

বলিবার আছে। তিনি যে কেবলমাত্র ছদ্মনামেই নিজের পূর্ব্ব এবং পর জীবনের বন্ধুবর্গের এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের নিন্দা করিয়াছিলেন তাহাই নহে; নিজ নামেও নিন্দা এবং ব্যঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নীলদর্পণ অভিনয় হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের দুইখানি জীবনী ও অন্যান্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটি এইরূপ,—

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥
নগ হ'তে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;—
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান;—
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা,
পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা;—
মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্চে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥

অমৃতলাল বসু এই কবিতা বা গানটির নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

লুপ্তবেণী—বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গম।

তেরোধার—ত্রিধারা।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্দ্ধ ইন্দু—অর্দ্ধেন্দু।

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হতে ধারা ধায়—বাস্তবিক নগেন্দ্রই organiser ছিল।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূর্খ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্যপক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি।

ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান—ধর্ম্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ষ্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল।

বিষ্ণু—ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক; নেপথ্যে গান করিতেন।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে।

চাষা—অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদ্‌গোপ ছিলেন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ রচয়িতা।

পালে পালে—পালপদবীধারিগণ।

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।

এই গানটিতেও গিরিশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। তিনি তাঁহার 'নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"গানের শ্লেষ এই—'স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার'।" নীচজাতি পয়সা দিয়া অভিনয় দেখিলে অভিনয়ের সাফল্য বা গৌরব হ্রাস হয় গিরিশচন্দ্রের সত্যসত্যই এই বিশ্বাস ছিল কি? না তিনি কেবলমাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এই অযৌক্তিক ও জাতি-বিশেষের প্রতি অপমানসূচক কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন?

পরবর্ত্তী কয়েকটি অভিনয়

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। একজন গ্রন্থকারেরই নাটক বার-বার অভিনয় করাতে দর্শকগণ পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ 'সধবার একাদশী'র বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে সর্ব্বসাধারণকে জানান যে, অন্য নাটকের অভাবে তাঁহাদিগকে যে-সকল পুস্তক বর্ত্তমান, তাহারই অভিনয় করিতে হইতেছে, তবে তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইয়া লইবার ইচ্ছা

রাখেন।* সে যাহা হউক ২৮এ ডিসেম্বর দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়া গেল। ১৮৭৩, ২রা জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। এই বিবরণে প্রশংসা ভিন্ন একটু সমালোচনাও ছিল,—

> ন্যাসনাল থিয়েটার।—গত শনিবার 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অভিনয় হয়। অভিনয়টি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর প্রহসনের মধ্যে 'সধবার একাদশী' অনেকের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সধবার একাদশীর উদ্দেশ্য সুরাপান কি ভয়ানক জিনিষ, সেইটী প্রকাশ ও লোকের হৃদয়ঙ্গম করা···। অভিনয় সম্বন্ধে আমরা গুটী কয়েক কথা বলিব। সঙ্গীতটা তত ভাল হইতেছে না। নটী না সাজে না রূপে না গাওয়ায় শ্রোতৃ মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল। যদি অভিনেতৃগণের বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে দুইটি সুশ্রী বালককে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। তাঁহারা যদি মাহিয়ানা করিয়া রাখেন, তবে এরূপ অনেক যাত্রাওয়ালার ছোকরা পাইতে পারেন। দ্বিতীয় আসনগুলি এত ঘন ঘন দেওয়া হয় যে লোকের বসিবার ও চলা ফিরা করিবার ভারি কষ্ট হয়, আবার নম্বর অনুসারে রিজার্ব আসনে শ্রোতৃগণ না বসিয়া কষ্টের বৃদ্ধি করেন।

ইহার পরের সপ্তাহে (৪ জানুয়ারি ১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ৯ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন,—

> অভিনেতৃগণ নিজ নিজ অংশ সুন্দররূপে অভিনয় করিযাছিলেন। জলধর বিশেষতঃ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। নবীন-তপস্বিনীর অভিনয়ে সিনগুলি অতি চমৎকার হইয়াছিল।···

'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবারেও "সঙ্গীত বিষয়ে আমরা কোন উন্নতি দেখিলাম না" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুষ্ঠাতৃগণকে এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (২৯ পৌষ ১২৭৯) বলেন,—

* "We are further desired to state that the promoters of the Theatre intend soon to get good dramas written by competent authors. In the meantime they are compelled by sheer necessity to perform such play or plays as they have got ready, cut and dry."—The *National Paper* for 25 Dec. 1872.

জাতীয় নাট্যশালা।—গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাট্যশালায় 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ ইহাতে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার বিষয়, যে, অন্যান্য অভিনেতৃ সমাজ এক খানি নাটক ছয় মাস কি এক বৎসর কাল শিক্ষা করিয়া অভিনয় করেন, ইঁহারা প্রতি সপ্তাহে এক এক খানি নূতন নাটক অভ্যাস করিয়া যোগ্যতা সহকারে অভিনয় করিতেছেন। শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। অতএব ইঁহাদের উৎসাহকে ধন্যবাদ! কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। এ বিষয়ে সুলভ সমাচার ও ন্যাসন্যাল পেপার যে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি নাট্যাধ্যক্ষগণের চিত্তার্পণ করা উচিত। তাঁহাদিগকে সামাজিক আমোদ সংক্রান্ত একটী বিশেষ অভাবের নিরাকরণ পক্ষে উৎসাহী দেখিয়া সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত ও উৎসাহদাতা হইয়াছেন। সুতরাং প্রথমেই দোষাপেক্ষা গুণের অংশ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। গুণাংশ বিশেষরূপে প্রদর্শিত ও সাব্যস্ত হইয়াছে, এক্ষণে স্বল্পভাগে যাহা কিছু দোষ আছে বা হইতে পারে, তদ্দিগে দৃষ্টিপাত করা উচিত।...

প্রথম। যখন 'জাতীয়' বিশেষণটী ধারণ করা হইয়াছে, তখন যাহাতে সেই গুরু বিশেষণের মর্য্যাদা থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। তাহা করিতে গেলে প্রথমতঃ এমন বিষয় নির্ব্বাচন করা এবং সেই বিষয়কে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা চাই, যাহাতে আমোদ ও কৌতুক ব্যতীত সন্নীতি শিক্ষা হয়; যাহাতে উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া প্রদর্শক ও দর্শক উভয়ের মনোবৃত্তি ঊর্দ্ধে উন্নত হয়; যাহাতে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ জন্মে; যাহাতে সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথা উপহসিত হয়, যাহাতে সামাজিক সৎপ্রথা ও সদাচার সংরক্ষিত ও দোষশূন্য হয়; যাহাতে স্বদেশের বিশেষ বিশেষ পূর্ব্বঘটনা ও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থানীয় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া স্বদেশস্থ লোকের মন প্রাণ স্বদেশানুরাগে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজিত হয়। ইহার সকলেই যে এককালে হইবে, তাহা অসম্ভব। বর্ত্তমান অবস্থায় লেখকগণের দ্বারা যত দূর হইতে পারে, তাহার যত্ন করা উচিত।

দ্বিতীয়। নাট্যসমাজের অধ্যক্ষ বিভাগ সুদৃঢ় করা আবশ্যক। কতিপয় বহুজ্ঞ সদ্বিবেচক ব্যক্তির সমাবেশ দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। সেরূপ লোকের সংশ্রব তাঁহাদের স্পষ্ট সন্নিয়ম ও তাঁহাদের বিশিষ্ট পরিদর্শন ব্যতীত এ প্রকার দশ জন কর্ত্তার কাজ কখনই নিরাপদ নহে। সেই অধ্যক্ষ সভা দুই ভাগে বিভাজিত হউক। এক ভাগ আয় ব্যয়াদি বিষয়ে, অন্য ভাগ অভিনয়ের বিষয় ও লেখক নির্ব্বাচনে এবং রঙ্গভূমির উৎকর্ষ বিধানে নিযুক্ত থাকুন।

তৃতীয়। পটক্ষেপণ ও পটোত্তলনাদি কার্য্যে আরো তৎপরতা আবশ্যক। প্রস্থানকালে অভিনেতাগণ যেন কৃত্রিমভাবে চরণ চালনা না করেন। স্বগত কথাগুলি অনেককে

ঊর্দ্ধমুখে কহিতে দেখা গিয়াছে ; সকল সময় তাহা স্বাভাবিক নয়। বরং অধোমুখে পদচারণ করিতে করিতেই লোকে স্বগত চিন্তা করিয়া থাকে। কাহারো কাহারো অঙ্গভঙ্গী কোনো কোনো অবস্থায় ঠিক হয় না, তৎসংশোধন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ রঙ্গভূমির কোন্ স্থলে দাঁড়াইলে বা কোন্ মুখে কোথায় বসিলে শ্রোতৃগণের প্রীতিকর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। সে বিষয় অভিনয়াধ্যক্ষ বুঝাইয়া দিবেন। কেহ কেহ এমন ভাব ধারণ করেন, যেন দর্শক শ্রেণীকে কহিতেছেন। তাহা উচিত নহে, তিনি যে চরিত্রের প্রতিরূপ এবং যে চরিত্রের প্রতিরূপের সহিত তাঁহার কথা, তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যে সে স্থানে আছে তাহা ভুলিয়া না গেলে প্রকৃত অভিনয় হয় না।

চতুর্থ। গানের কথা যেন লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং ঐকতান বাদ্যটী যেন ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে।

আমরা সম্পূর্ণ মিত্রভাবে এই কথা বলিলাম, অন্যভাব গৃহীত না হয়,…।

'নবীন-তপস্বিনী'তে অর্দ্ধেন্দু জলধরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরের' অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। (নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, পৃ. ৬)

অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নূতন নূতন পুস্তক অভিনয় দেখান একটি কারণে সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় প্রম্টার রাখিবার প্রথা হয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

পাঠক জানেন না, যে ন্যাসান্যাল থিযেটার হইতেই প্রম্টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্টারের বলেই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। (পৃ. ২৫)

'নবীন-তপস্বিনী'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'লীলাবতী' অভিনীত হয় (১১ জানুয়ারি ৮৭৩)। পরবর্ত্তী ১৬ই জানুয়ারি তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন যে, এই অভিনয়টিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন,—

লীলাবতী নাটক।—ন্যাসনাল থিয়েটারের অভিনেতৃ গণ সুন্দর রূপে শিক্ষিত হইয়াছেন। নাটকোল্লিখিত অংশগুলি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অতি চমৎকার রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি গত শনিবারে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই কেন ? লীলাবতী নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ, সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করেনকেন ? আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করি।

একখানি পাঠোপযোগী নাটক সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থলে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া লই, অনেক স্থলে একটী ভাবে নানা ভাবের উদয় হয়। অভিনয়ের সময় আমরা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া জীবনের কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা করি, সুতরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখ বোধ করিতে পারি না, প্রত্যুত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই জন্য প্রধান প্রধান লেখকদিগের নাটকও অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। পাঠকালীন যাহাই হউক অভিনয়ের সময় দুই ব্যক্তির পদ্যে কথোপকথন এদেশীয়দের রুচিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিজনক এই জন্য সেদিন ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপের সময় অনেকে ইংরাজিতে "প্রেমিকেরা প্রেমালাপে ক্ষান্ত হউন" বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়াছিলেন। লীলাবতী রোগ বা বিরহশয্যায় অচেতন হইয়া আছেন, তাঁহার মুখ দিয়া তখন কবিতা স্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক। পুস্তকে লীলাবতীর স্বপ্ন বিবরণ পদ্যে বর্ণিত আছে। কিন্তু লীলাবতী বোধ হয় শ্রোতৃগণের অনুরোধে উহা কথাবার্ত্তার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ও সেই জন্য উহা চমৎকার হইয়াছিল। ন্যাশনেল থিয়েটরের অভিনেতারা যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যদি নাটকগুলি স্বভাব ও রুচি সংগত করিবার জন্য পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন।

এতদিন পর্য্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শনিবারে অভিনয় হইত। 'লীলাবতী' অভিনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও অভিনয় করিবার উদ্যোগ হয়। এই সময় হইতেই বাংলা নাট্যশালায় বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাইবার রেওয়াজ হয়। প্রথম বুধবারের অভিনয় হয়—১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়ারি। এই অভিনয়ের বিষয়—দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যান্টোমাইম্। ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার রঙ্গভূমিতে প্যান্টোমাইম্ এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (৬ মাঘ ১২৭৯) এই অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেক জানিবার কথা আছে। উহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল,—

জাতীয় নাট্যসমাজ।—বিগত ৩রা মাঘ বুধবার জাতীয় নাট্যালয়ে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়, 'কুঞ্জার কুঘটন' 'নব বিদ্যালয়' 'মুস্তফি সাহেবের তামাসা' এবং 'পরীস্থান' প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইল। প্রথমে নট, পরে রতা, কেশব, ভুবন প্রভৃতির পালা। তাহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটু আদটু দোষ ছিল। অর্থাৎ আমরা সচরাচর যেমন

কথা কহিয়া থাকি, কোনো কোনো স্থানে সেরূপ হয় নাই। তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহারা সেই সেই অংশ অভ্যাস করিয়া আসিয়া বলিতেছেন। অপিচ একজনের কথা শেষ হইয়া গেলে, অপরের উক্তির পুর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধ মিনিটকাল সময় লওয়া হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত অভিনয়ের মধ্যেই এই শেষোক্ত দোষ দৃষ্ট হইল।

যদিও প্রতি সপ্তাহে এক একখানি অভিনব নাটক অভ্যাস করাতে এ ত্রুটী সম্ভব, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিয়া অর্থাৎ ভালরূপে না শিখিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওনের প্রয়োজন কি? দুই তিন খানিতে ভালরূপে শিক্ষিত হইয়া পালাক্রমে তাহাই হইতে থাকুক, তদবসরে তাঁহারা নূতন কেন অভ্যাস করুন না? ফলতঃ অভিনেতৃগণ যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন, তাহাতে গোরোচনাস্পৃষ্ট পয়ঃকুম্ভের ন্যায় ঐ সকল দোষ থাকা উচিত নহে।

রাজিবের অভিনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। গৃহে বসিয়া পাঠ, অতিথার সহিত প্রসঙ্গতঃ আপন বৃদ্ধদশার কথা অর্দ্ধোক্তিতে বলিয়া আপনাপনি অপ্রস্তুত হওয়া, এবং ঘটকরাজের সহিত কথোপকথন ও তাৎকালিক অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের এমত ভ্রম হইয়াছিল, যে, আমরা যেন প্রকৃত ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছি!

সর্ব্বাপেক্ষা সুশীলা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে এরূপ সুন্দর অভিনয় করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।

আর আর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কেবল পেঁচোর মার উক্তির সময়ে কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল।

দ্বিতীয়। "কজ্জার কপটন" ইহার দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয়, যেন প্রকৃত স্থল। অভিনয়ও তদ্রূপ। কুজ্জার আকৃতি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই! ইহার অন্যান্য অভিনেতারাও অত্যন্ত সন্তোষ দান করিয়াছেন।

তৃতীয়। "নব বিদ্যালয়।" ছোট কর্ত্তার প্রতিষ্ঠিত গণিত, জরিপ, রসায়ন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা দানার্থ ভগলিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই যাথার্থিক অনুকরণ। ইহা অতীব হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য নির্জিত দেশে শাসন কর্ত্তার ভ্রম একপে প্রকাশিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না, তাহা বলিতে পারি না। সে যাহাহউক, ইহাতে দুইটী শ্রেণী ছিল। একটী মুসলমান আর একটী হিন্দুদিগের। সকলের কাণেই কম্পাস এবং পশ্চাতে শৃঙ্খল (চেইন)। প্রথমতঃ মুসলমান ছাত্রেরা আসিয়া একটি মুসলমানি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। হিন্দুরা আসিয়াও একটী কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। পরে শিক্ষকের আগমন মাত্রেই মুসলমান ছাত্রেরা ভূমিতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম বাজী করিল, হিন্দুরা

বসিয়া রহিল। শিক্ষক চটিয়া লেক্‌চর দিলেন। পরে সাহিত্য, রসায়ণ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিষয় একে একে শিক্ষা দিলেন। শেষে অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও ফুটরেসের পাঠ দেওয়া হইল। পাঠকগণ বলিতে পারেন, যে, রঙ্গভূমিতে কি রূপে অশ্ব আনিত হইল এবং জলাশয় অভাবে কিরূপে সাঁতার দেওয়া হইল? নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের কতকটা কৌতুহল নিবারিত হইতে পারিবে।

যখন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে চাহিল, তখন তিনি কহিলেন "তোমরা বড় ভীত, অতএব অগ্রে মানুষ ঘোড়া চড়িতে অভ্যাস কর, পশ্চাতে ভাল ভাল ওয়েলার আনাইয়া দিব।' পরে কি ঘটনা হইয়াছিল, বোধহয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর ছাত্রেরা সন্তরণ শিক্ষা করিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন "বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন 'ছাত্রেরা যে নদীতে সন্তরণ শিক্ষা করিবে, সেখানকার কোনো ঘাট এখন পাওয়া যাইবে না।' অতএব তোমরা মাটিতে সাঁতার শিখ।" ছাত্রেরা বলিল "জল কৈ?" ঐ কার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের নিমিত্ত তথায় বোতলে করিয়া জল ছিল শিক্ষক তাহা রঙ্গভূমিতে ছড়াইয়া দিলেন। ছাত্রেরা সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে ফুটরেস্ হইয়া পটক্ষেপণ হইয়া গেল। দোষে গুণে জড়িত তামাসা মন্দ হয় নাই!

৪র্থ। "মুস্তফি সাহেবের তামাসা।" ইহা আর কিছুই নহে, কেবল কাফ্রি সাহেবের বেশে চারিজন বেহালা, ফ্লুট প্রভৃতি লইয়া রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় ফিরিঙ্গিদিগকে বিদ্রূপ করা। আমরা ইহার কিছুই ভাল দেখিলাম না। ইহাতে বরং অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

৫ম। 'পরীস্থান'। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে দৃষ্ট হইল, একটা রমণীয় উদ্যান মধ্যে পুরুষ বেশী এক জন পরী বসিয়া আছে। ক্রমে অল্পে অল্পে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্থির ও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে রঙ্গভূমির পার্শ্বদেশ দিয়া দুইটী অল্প বয়স্কা পরী দেখা দিল। তাহাদিগের হস্তে গোলাপ পুষ্পের শাখা। তাহারাও প্রথমে উল্লিখিত প্রধান পরীর সম্মুখে দুইটী শাখার অগ্রভাগ বক্রভাবে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া স্থির হইয়া দাড়াইয়া রহিল। পরে ঐকতানের সঙ্গে তালে তালে প্রায় দশমিনিট কাল নৃত্য করিল। তাহা দেখিতে অতীব চমৎকার এবং দর্শক সমূহের জল্পনা শুনিয়া বোধ হইল, দর্শক মাত্রেই তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে রঙ্গভূমির ভিতরে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের উজ্জ্বল আলো প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানের শোভা আরো মনোহারিণী হইল। পরিশেষে ঐ দুইটী পরী তাঁনলয় শুদ্ধ একটী গান করিল তাহাও বিশেষরূপে চিত্তহর হইয়াছিল। পরে এক জন মুখে কালী মাখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের নিকট বিদায় লইলেন। যবনিকাও পতিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে, যদিও এই নাট্যশালা সাপ্তাহিক ও কখনো কখনো অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিকরূপে কলিকাতার মধ্যে একটী বিশেষ আমোদ ও কৌতুকের স্থান হইয়াছে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য যে অধ্যক্ষগণের আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। যে আমোদ দিতেছেন, তাঁহাকেও সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ আমোদ বলা ভার। কয়েক রজনীতে এমন সকল নাটকাংশের অভিনয় হইয়াছে, যাহা ত্যাগ করাই উচিত ছিল। "জাতীয় নাট্যসমাজ" এই নামটী অতি উচ্চ। এই নাম ধারণ করাতে তাঁহাদের নিকট কেবল আমোদ ব্যতীত আরো যে উচ্চ আশা আছে, এবং তাঁহারাও যে সে আশা পূরণের আশা দিয়াছিলেন, এখন কি তাহা ভুলিয়া গেলেন ?

সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক শিক্ষা এরূপ নাট্যাভিনয়ে যেমন হয়, তেমনটী গুরূপদেশ ও গ্রন্থ পাঠেও হয় না। কৈ সেদিগে ইঁহাদিগের দৃষ্টি কৈ ? এক জন গ্রন্থকর্ত্তার নাটক লইয়াই ইঁহারা মত্ত আছেন। তাঁহার প্রণীত সকল নাটকই যে উত্তম, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। তন্মধ্যে কোন্ খানি উদ্দেশ্যসাধক, কোন্ খানি নয়, তাহার বাচনি মাত্র নাই।...

এস্থলে আর একটা কথা। বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গভাষার নাটকাভিনয় করিয়া এবং জাতীয় নামে অভিহিত হইয়া অধ্যক্ষগণ কি জন্য ইংরাজী ভাষার নাম গ্রহণ ও ইংরাজী ভাষার টিকিট ইত্যাদি প্রকাশ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা অক্ষরে "ন্যাসনাল থিয়েটার" এরূপ লেখা কি হাস্যাস্পদ নহে ? তৎপরিবর্ত্তে "জাতীয় নাট্যশালা" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় টিকিট ইত্যাদি করা কি উত্তম হইতেছে না ?... যখন অভিনয় কার্য্যে কোনো বিশেষ দোষ নাই, তখন এসকল হীনতা অনায়াসে এক কথায় সংশোধিত হইতে পারে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর রাজীবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত একজন দর্শকের পত্রে আমরা তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

THE COMIC POWERS OF THE NATIONAL THEATRE.

Sir,—First of all came in the *Bia Pugla Booro Bor*. The principal character in the farce, Rajeeb Baboo, was represented by Baboo Audhoredro [Ardhendu] Mustuphy. From his first appearance on the stage, the applause was general and uninterrupted. It were endless to describe each particular beauty of the performances of this exquisite actor. The manner in

which he rushed in, pursued by a gang of wicked country lads who pelted him with two lines of poetry for which he had a particular aversion, and restored to them with the full mouthed asperity of a monomaniac, was admirable. Those to whom it has ever fallen to attempt an imitation of the ways and habits of others, must know how its difficulty increases in proportion to the oddity of those ways. and their dissimilarity to truth and nature, as we find them about us···The eye, the action, the changes of voice and expression, the slow gait, the feeble motion, and the assumed vivacity were exactly what one would expect to find them. But the master was 'in his art' when, lying down alone in his bed, he expatiated in a beautiful and well paused soliloquy on the prospect of the forthcoming nuptials, which opened on him like a new Elysium···Yours truly G. The 16th Jany. 1873.

এই দিনই 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' বলিয়া যে অভিনয় প্রদর্শিত হয় তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই সময়ে দেব কার্সন নামে একজন ইংরেজ অপেরা হাউসে "Bengali Baboo" লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন :— "Dave Carson Sahib ka Pucka Tumasha." 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' ইহারই পাল্টা জবাব। 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকার ৭-৮ পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় 'দেবকার্সন' নামক এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসন্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেয়ালা হাতে গান করিতেন,···।

পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সংগৃহীত নাট্যশালার ইতিহাসের কতকগুলি কাগজপত্রের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বহস্ত-লিখিত এই গানটি ছিল। * গানটি এইরূপ,—

* শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সকল কাগজপত্র দেখিতে দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

The merry Christmas is at hand
Sherry Champagne let us try
And how twill be a joly land
When pegs begin to fly

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাটগাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom &c.

গর কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy—ham—
নেই সক্তা নিগার্স বাট্‌ মেরা tolerate
চুনাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti &c.

Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপরে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো
Health রাখ্‌নে মেরা সাফ্‌
Rom-ti-tom &c.

Coat পিনি Pantaloon পিনি পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom &c.

চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I [eat]
চারপাই is my palang posh, Morah is my Royal [seat]
Rom-ti-tom.

Chorus—
I am a gentleman

[শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় ইহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন]

ন্যাশনাল থিয়েটার—প্রথম পর্ব্বের সমাপ্তি

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইয়া যাইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে কোন নূতন পুস্তকের অভিনয় না হইয়া 'নবীন-তপস্বিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় হইল (১৮ই জানুয়ারি), এবং তাহার পর ২২এ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল।

এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া একটি সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ,—

We regret to learn that a breach has of late taken place among the members of the Theatre party. Read the following.

NOTICE

At a meeting held on Sunday last, the 19th Instant, at the meeting house of the National Theatre Office, it was resolved that all proceedings of the Theatre should be postponed, till Thursday next, the 21th Instant, when the difference among the members are to be settled by the following gentlemen appointed as arbitrators at the aforesaid meeting.

Babu Nobogopal Mitter
" Manomohun Bose
" Hemuntokumar Ghosh
Mohendro Lal Bose.
Mutty 'Lal Soor.
Amrito Lal Pal*
Rajendro Nath Pal.
Members.

১২৭৯ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে 'মধ্যস্থ' লিখিলেন,—

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অত্যন্ত লজ্জাকর বিবাদ ও মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এত দূর, যে, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং জনরব যে আদালত পর্য্যন্ত না যাইতে হয়। গত বুধবাসরীয় ন্যাসনাল পেপারে উক্ত সমাজের চারি জন সভ্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে, যে পর্য্যন্ত বাবু নবগোপাল মিত্র, বাবু মনোমোহন বসু ও বাবু হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়দিগের মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন নাট্যশালার কার্য্য স্থগিত রহিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই বিজ্ঞাপনানুসারে বিবাদ মিটাইবার কোনো উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। সকল মধ্যস্থকে এখনও একথা জানানো হয় নাই।

* গিরিশচন্দ্রের "লুপ্তবেণী বইছে তেবোধার" গানটিতে 'কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে' এইরূপ একটি পদ আছে। 'অমৃত বরষে' কথা দুইটির ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—'অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিভাবক।' ইহার ভুল দেখাইয়া অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১১৪) বলিতেছেন,—

অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরষে' লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন না।

এই উক্তিতেও আবার কিছু ভুল আছে। উপরে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতে মনে হয় অমৃতলাল পাল ন্যাশনাল থিয়েটারের একজন কর্ম্মকর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, নহিলে তিনি বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিবেন কেন ?

১৮৭৩ সনের ২৬এ জানুয়ারি (রবিবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি লিখিত একখানি পত্রে আমরা এই বিবাদের আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ পাই। পত্রটি এইরূপ,—

A BREACH IN THE NATIONAL THEATRE

Sir.—Owing to a long existing ill-feeling among the members of the National Theatrical Society a disagreement has arisen amongst them.. The cause of this faction, as the Secretary of the Society announces, is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some shortcoming on the part of the Secretary. A meeting was held on Sunday which was attended by both the parties and presided over by the Editor of the *Amrita Bazar Pattrika.* The worthy Editor, in spite of his earnest endeavours, failed to reconcile the divided parties. But, however, you will be glad to learn that on any account the theatrical performance will not be stopped on the ensuing Saturday. Both the parties, I am assured, will have recourse to law. Where are ye Nationalists ?—come, stretch your helping hands to save from premature death the first "national Theatre"—the object of our National pride.

Believe me, yours truly,
BROJENDRA NATH BANERJEE

সৌভাগ্যক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল—খুব সম্ভব সালিশী কমিটির চেষ্টাতেই। ৩০এ জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হইল,—

ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণের মধ্যে একটু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক রহিলেন।

১২৭৯ সালের ২০এ মাঘ তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রেও এই বিবাদ নিষ্পত্তি ও ২৫এ জানুয়ারি তারিখে 'নব-নাটক' অভিনয় হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের অল্পদিন পরেই—ফেব্রুয়ারি মাসে শিশিরকুমার ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। এ-সম্বন্ধে ১৮৭৩, ১লা মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

THE NATIONAL THEATRE.

Dear Sir,— ... The announcement, in the correspondence columns of your paper of the other day, of the names of the two persons as directors of the theatre, has filled us with hope ;— one is the Editor of the *Amrita Bazar Patrica*, the other is Babu Grish Chunder Ghose, a young man who is himself one of the best Native amateur actors of the town, and who combines in himself a good education with an excellent taste, and a tolerable knowledge of the human nature. Under the superintendence of these two gentlemen we feel sure that the National Theatre will daily improve. We, therefore, exhort these gentlemen to take special interest in it, and to see that for the want of better management it does not, like many other Native institutions come to an untimely end. Yours faithfully, S. P. C. Shampookur. The *26th February* 1873.

ইহার কয়েক দিন পর হইতে "অবৈতনিক সেক্রেটারী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখ-যুক্ত একটি বিজ্ঞাপন 'ন্যাশনাল পেপারে' প্রকাশ করিতে থাকেন ; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আপিস বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট হইতে, বাগবাজার নেবু বাগান, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়।*

২৫এ জানুয়ারি তারিখে 'নব-নাটকে'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে পুনর্ব্বার 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় (১ ফেব্রুয়ারি) । এই অভিনয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৭৩ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

> আগামী শনিবার, ন্যাসনাল থিয়েটারে নীলদর্পণের পুনরভিনয় হইবে। এবার তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনেতৃ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এবার পূর্ব্বের অপেক্ষা অভিনয় উৎকৃষ্ট হইবে।...

ইহার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে আর একখানি নূতন পুস্তকের অভিনয় হয়। পুস্তকখানি—'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো • রুপেয়া'। এই পুস্তকের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

---

* The *National Paper* for April 9, 1873.

যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে নয়শো রোপেয়ায় 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। (নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, পৃ. ৬)

পর-সপ্তাহে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই-বারিকে'র পুনরভিনয় হয় ও ইহার পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক-নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। * এই অভিনয়ের বর্ণনা আমরা ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই।—

ন্যাশন্যাল থিয়েটর।—গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারত-মাতার একটী দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সে দিন ন্যাশন্যাল থিয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জ্জন, ও এমন একটি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিন্ কালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইবে।...

ইহার পর দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের উদ্যানে ভারতরাজলক্ষ্মী ও অন্যান্য নাটকের (নীলদর্পণ প্রভৃতির) অংশ-বিশেষ অভিনীত হয়। †

এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—ভীমসিংহের ভূমিকা কে লইবে? কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের নাম করিলেন। অবশেষে বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র

* ১২৮০ সালের মাঘ মাসে 'বঙ্গদর্শন' লিখিয়াছিলেন,—"ভারতমাতা। নেশ্যনেল থিয়েটারে অভিনীত। বাখিত শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।...এখানি 'মাস্ক' বা রূপক।"

† The *National Paper* for 19th & 26th February, and 5th March, 1873.

ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করিলেন। কিন্তু স্থির হইল তিনি 'আমাটর' ভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেন, এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিবে না। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

...যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম Amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে আপত্তি করায় ভীমসিংহ — By a distinguished amateur প্লাকার্ডে প্রকাশিত হয়। (নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, পৃ. ২৩)

১৮৭৩ সনের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবারে 'কৃষ্ণকুমারী' ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। কোন্ অভিনেতা কোন্ ভূমিকা লইয়াছেন তাহার যে হ্যাণ্ডবিল দেওয়া হয়, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হইল :—ভীমসিংহ—By a distinguished amateur। অন্যান্য ভূমিকা ও অভিনেতাদের নাম অমৃতলাল বসুর্ স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল,—

বলেন্দ্র সিংহ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধনদাস	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি
জগৎ সিং	...	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মন্ত্রী	...	গোপালচন্দ্র দাস
কৃষ্ণকুমারী	...	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী
রাণী	...	মহেন্দ্রলাল বসু
বিলাসবতী	...	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]
মদনিকা	...	আমি [অমৃতলাল বসু]

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব আনুকূল্য করিতেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মহলার সময় তিনি অভিনেতৃবর্গকে কিরূপে উৎসাহ দিতেন তাহার বর্ণনা আমরা অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্মৃতিকথায় পাই। অমৃতলাল বলিতেছেন,—

ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশ বাবুর রিহার্শাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরীশ বাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন।

আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।

কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত হইবার কিছু দিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ করিতে হইল। ৮ই মার্চ্চ তারিখে যে অভিনয় হয় উহাই সে-বারের মত ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়।

এই দিনে যে-যে বইগুলি অভিনীত হয় তাহা ১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়,—

NATIONAL THEATRE, CALCUTTA.

Last Night ! Last Night !! Last Night !!!
The Last of the Season.
Saturday, 8th March.
Booro Shaliker Gharer Rho.
Jamun Kurmo Tamni Fol.

PANTOMIME.

1. Bilatee Baboo
2. Subscription Book.
3. Green Room of a Private Theatre.
4. Model School.
5. Mastaphi Saheb Ka Pucka Tamasha.

To conclude with a Fairy Scene and a Farewell Address of Mastaphi Saheb.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Hony. Secretary.

১২৭৯ সালের ৩রা চৈত্র (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত হইল,—

গত শনিবার ন্যাসনেল থিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের মত উহা বন্ধ হইল; বোধ হয় আগামী-বর্ষে আবার খোলা হইতে পারে।

এইরূপে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় উহার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্ব্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলোনা আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়॥
অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি ;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়॥
নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়॥

গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব্বের ইতিহাস সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে দুইটি কথা না বলিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম কথা এই যে, বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্দ্ধ-সমাপ্ত ছিল, তাহা অবশেষে কয়েকটি নিঃসম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী হইল। ইহার কৃতিত্ব যে কতটুকু তাহা যিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা বা পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এই যুবকদিগকে যে কত দারিদ্র্য ও অসুবিধার মধ্যে তাঁহাদের সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইয়াছিল তাহার বর্ণনা আমরা অনেক জায়গায় পাই। সে-সকল দিনের কথা স্মরণ করিয়া অমৃতলাল [ভুনিবাবু] একটি কবিতায় লিখিয়াছেন,—

গেছে দিন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট্ পুত্র ঘরে দুধ নাই॥
একটি কাঠের কপি এক-আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে স্বর্ণের তুল্য॥
সাণ্ডেল-দালানে উচ্চ পড়-পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ-আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে॥
সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর॥
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে' 'ভুনিবাবু' মারে॥
এখন হুকুমে কায্য হয় সমাধান।
বেহারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান॥

—অমৃত মদিরা, পৃ. ২৪২-৪৩।

বঙ্গীয় নাট্যশালা যদি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে তবে যে এই কয়েকটি যুবকদের যত্নে ও চেষ্টাতেই হইয়াছে তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয় কথা, দীনবন্ধুর নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার ঋণ অপরিশোধ্য। দীনবন্ধুর নাটক না থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি-না সন্দেহ। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তারাও যে এই ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা পাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাশনাল থিয়েটার—দ্বিতীয় পর্ব্ব

ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি

১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখে শেষ অভিনয় হইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায় এ-কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। কিন্তু কেন বন্ধ হয় তাহা অজ্ঞাত না থাকিলেও, ঠিক কখন কি ঘটে সে-সম্বন্ধে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। এই নাট্যশালার সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ চারি জন—অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র, ধর্ম্মদাস সুর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর—এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইঁহাদের সকলেই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগী কর্ম্মী ছিলেন (গিরিশচন্দ্র প্রথমে বিরুদ্ধবাদী হইলেও পরিশেষে ডিরেক্টর ও অভিনেতা রূপে ন্যাশনালে যোগ দিয়াছিলেন)। সুতরাং ইঁহাদের স্মৃতিকথায় ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি ও মনোমালিন্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলিকে মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ন্যাশনাল থিয়েটার পরিশেষে যে-দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়, এই চারি জনের মধ্যে আবার সে-দুই দলের প্রতিনিধিই দুই জন করিয়া আছেন। ইহাতে সত্য-নির্দ্ধারণের আরও সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এ-কথাটাও বলা প্রয়োজন যে, ইঁহাদের কেহই ঘটনাপরম্পরা সম্বন্ধে নিখুঁত বিবরণ দিতে পারেন নাই। স্মৃতির উপর নির্ভর করার জন্য ইঁহাদের সকলের বিবৃতিতেই একটু একটু অস্পষ্টতা আছে। ইঁহাদের বিবরণগুলি এক এক করিয়া লওয়া যাক্।

অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন, টাকা-পয়সা লইয়া মনোমালিন্যই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার কারণ। তিনি বলেন,—

> 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।...কিসে গোলমাল বাধিল ঠিক এখন বলিতে পারিব না; টাকা কড়ির খরচ পত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল।

যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটরে আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।

* * *

ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাত পূর্ব্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ গিরীশ বাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১১৯, ১২১, ১২৪)

টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জাম লইয়া বিবাদ হওয়ার কথা গিরিশচন্দ্রও বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ উপস্থিত হয় মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হইবার পর,—পূর্ব্বে নয়। তাঁহার মতে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথমে বন্ধ হইয়া যায় বর্ষার জন্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

বর্ষা আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসান্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম কে রাখিবে?—বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ, বক্তৃতা ও কাগজ-কলমে বহুবার প্রকাশিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণই ছিল না। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল। (বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ২৩-২৪)

অর্দ্ধেন্দুশেখর বর্ষা এবং টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জাম লইয়া মনোমালিন্য দুইয়ের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌টি কখন ঘটে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন,—

সান্যাল-বাড়িতে টিকিট বেচে থিয়েটার করবার পর আমরা টাকার মুখ দেখলেম এবং যে-ভাবে উপার্জ্জন করা গেল, তাতে প্রলোভনই জেগে উঠ্‌ল। তা ছাড়া খরচপত্রেরও প্রয়োজন হ'তে লাগ্‌ল। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন থিয়েটারের আয় থেকে আমাদের খরচপত্র দেওয়া হোক। ক্রমে তাও সুরু হ'ল; কিন্তু তাতে হ'ল না। কারও দু-এক টাকা বেশী হ'লে অপরে বিরক্ত হ'তে লাগ্‌ল। তখন একদিন নগেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, ধর্ম্মদাস সুর আর আমি—আমরা চার জনে কর্ত্তব্য বিচার করতে বসলেম। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন—এস, আমরা চার জনে সত্ত্বাধিকারী ব'লে প্রচার করি। ধর্ম্মদাস বাবু অস্বীকার

করলেন, বল্‌লেন সকলে মিলে পরিশ্রম ক'রে জিনিষটা করা গেল, একা আমরা তা গ্রাস করি কেন ? ক্রমে এই অর্থের কথা নিয়ে অনর্থ বেধে উঠ্‌ল। আমরা দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেম। নগেন্দ্র বাবু, অমৃত বাবু আর আমি এক দলে ; ধর্ম্মদাস বাবু, মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু আর এক দলে প্রধান হয়ে পড়লেন। ধর্ম্মদাস বাবু ম্যানেজার ছিলেন, তাঁরই হাতে টাকাকড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। তিনি সে-সমস্ত নিয়ে গিরিশ বাবুর শরণ নিলেন।

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন,—

মার্চ্চ মাসের শেষ অভিনয়ের পর আমরা বৃষ্টির ভয়ে সান্ন্যালদের বাটী হইতে ষ্টেজ উঠাইয়া আনিলাম। পথে মুটের মারফৎ ষ্টেজ চালান দিয়া নগেন্দ্র বাবু ও আমি অন্য কাজে গেলাম। দু-এক ঘণ্টা পরে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে ষ্টেজ শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দিরে চালান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদাস বাবু ও মতি বাবুর নিকট লোক পাঠাইলাম। তাঁহারা কহিলেন, 'আমাদের নিকট ষ্টেজ থাক, তোমাদের কাছে ড্রেস আছে।' ফলতঃ ইহার পূর্ব্বে পরস্পরে কিছু কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। সে-সকল বিষয় বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না।*

অর্দ্ধেন্দুশেখর যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্মদাস সুরের 'আত্ম-জীবনী'তে যে বিবরণ আছে তাহার মোটামুটি মিল আছে। তিনি বলেন,—

...আশার অতিরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে লাগিল, অমনি সন্দেহ জন্মিল, কারণ আমার হাঁতে টাকা, হিসাব সবই ছিল। তৎপরে তিন জন Director নিযুক্ত হইল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ। ইহার পূর্ব্বে গিরিশ বাবু বা অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা দায়িত্ব ছিল না, দায়িত্ব সবই আমার ছিল। Director নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বেশী দিন থিয়েটার রহিল না, ৭ই মার্চ্চ [?] তারিখে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত তিন জন মিলিত হইয়া আমাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া, চার জন Proprietor বলিয়া declaration দিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বলিলাম, 'সকলে খাটিয়াছি—অন্য সকলকে চাকর বা আমাদের অধীন করিব—তাহা কখন হইবে না।' থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত এক দিকে আর আমি অপর দিকে। অবশিষ্ট সত লোক সব আমার পক্ষ অবলম্বন করিল। নগেনের বাটীতে পোষাক থাকিত, সে-সমস্ত তাহারই অধিকারে রহিল ; ষ্টেজ আমার অধীনে ছিল—আমারই কাছে রহিল, অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল।

* এই দুইটি বিবরণ অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে গৃহীত। শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইগুলি দেখিতে দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আমি গিরিশ বাবুকে কর্ত্তৃত্ব দিয়া টাউনহল ভাড়া লইয়া Native Hospitalএর Benefit দিলাম। National Theatre আমাদের দলের নাম রহিল। ('নাট্য-মন্দির,' ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ১০২-০৩)

এই কয়েকটি বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার কারণ মোটামুটি অনুমান করা যায়। টাকা-পয়সা লইয়া অল্পবিস্তর মনোমালিন্য আগে হইতেই যে বর্ত্তমান ছিল তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পত্র হইতেই সপ্রমাণ হয়। কিন্তু মার্চ্চ মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া যাইবার সময়ে খুব সম্ভব এই মনোমালিন্য বেশী প্রকট হইয়া উঠে নাই, তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ষার জন্য থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তবে ইহার অব্যবহিত পরই টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জামের ভাগবাটোয়ারা লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়া দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

এই দুই দলের এক দলে গিরিশচন্দ্র, ধর্ম্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, ও অন্য দলে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি ছিলেন। এ দুইটি দলের প্রথমটি সাজসরঞ্জাম ও ষ্টেজ পান। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এই ব্যাপারে কাহাকেও বিশেষভাবে দোষী করা সঙ্গত না হইলেও, মনে হয় ষ্টেজ ও সাজসরঞ্জাম আয়ত্তের ব্যাপারে ধর্ম্মদাস সুরের সহায়তায় গিরিশবাবু বেশ একটু কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন; অন্ততঃ তাড়াতাড়ি ন্যাশনাল থিয়েটারকে রেজেষ্টরি করিয়া লইয়া* নিজের স্বার্থবোধহীনতার পরিচয় দেন নাই। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-নৈপুণ্য ও সাজসরঞ্জাম লইয়া প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই; অথচ ন্যাশনাল থিয়েটার যখন খ্যাতি অর্জ্জন করিল, তখন সেই গিরিশচন্দ্রই উহা [illegible] পড়িলেন, ইহা [illegible] কাহাকেও [illegible]

* [illegible] হইবার পরই, [illegible] থিয়েটর নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।"—অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা। পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১২৫।

সে যাহা হউক এই সকল গোলমালে ন্যাশনাল থিয়েটার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রথম দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া অল্পকাল পরেই প্রথমে টাউন-হলে ও পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ষ্টেজ খাটাইয়া অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় দল কোন ষ্টেজ ও সিন্ না পাইয়া 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া অভিনয় দেখাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই দুই দলের ইতিহাস পরস্পরের সহিত এতটা যুক্ত যে এক পরিচ্ছেদেই উহা বিবৃত করা উচিত। প্রথমে হিন্দু ন্যাশনালের কথা বলিব।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল অভিনয় করেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার দুইটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। অপেরা হাউসে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল, শনিবার। ঐ দিনে 'ইংলিশম্যান' পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

Opera House, Lindsay Street
HINDU NATIONAL THEATRE,
Calcutta.

Grand Opening Night,
This Evening,
Saturday, 5th April, 1873.

Grand Pantomime
Grand Pantomime.
Grand Pantomime.

1. Model School and its Examination. [মডেল স্কুল]
2. Belatee Baboo. [বিলাতী বাবু]
3. Distribution of Title of Honor, &c, etc [উপাধি বিতরণ]

MOSTAPHI SHAHIB KA PUCKA TAMASA.

Professor Aukhil's Wonderful Feats,
Followed by
Michael M. S. Datta, Esq.'s
Celebrated Comedy

SARMISTA.

Prices of Admission.

Private Box, Dress Circle, to admit five		—	20
Lower Stage Box to admit four		—	16
Dress Circle	—	—	4
Stalls (front)	—	—	3
Ditto (back)	—	—	2
Pit —	—	—	1

Tickets to be had at the Opera House, Lindsay Street, and at the House of the late Kaliprasanna Singha, Baranussee Ghose's Street, Jorasanko, on Friday and Saturday, from 9 A.M. to 5 P.M.

Doors open at 7-30,

Performance to commence at 8-30.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Hony. Secretary.

পরের সপ্তাহে (১২ই এপ্রিল, শনিবার) হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় করেন। ১০ই এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যানে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

এই রঙ্গমঞ্চে আরও দু-একটি অভিনয় হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কোন বিবরণ বা বিজ্ঞাপন আমি এখনও পাই নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> সেখানকার [অপেরা হাউসের] নাট্যলীলা আমাদের অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল; আমরা কালী সিংহের একটা হল্ ভাড়া লইয়া স্টেজের প্লাটফরম বাঁধিতে লাগিলাম। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১২৮)

১৮৭৩ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার হাবড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৭৩, ১২ই জুন তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে আমরা পাই,—

> কলিকাতা হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার।—মহাশয়! আমরা অনেক দিন হইতে উক্ত থিয়েটারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু গত ২৬শে এপ্রেলের পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ দূর হইবার সুযোগ ঘটে নাই। উক্ত দিবসে উক্ত থিয়েটর সম্প্রদায় হাবড়া রেলওয়ে থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন।...শ্রীদীননাথ ধর। চুঁচুড়া।

এই অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই—মে মাসের গোড়ায়—হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যান। ১৮৭৩, ১৫ই মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় তাহার উল্লেখ পাইতেছি.—

কলিকাতার হিন্দু ন্যাসনাল থিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছেন।...

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা-যাত্রা সম্বন্ধে অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।...মোহিনী বাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। সেই বাগানবাড়ীটি ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১২৮-২৯)

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় গিয়া সেখানকার পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাঁধা ষ্টেজে খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় দেখান। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাম্পীনি, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। এক-রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম। (পৃ. ১২৯)

ঢাকায় 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের যে খুব প্রশংসা হইয়াছিল তাহা ১৮৭৩, ২২এ মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যাইবে,—

সংবাদ।...ঢাকার হিন্দুনাশনাল থিয়েটর কোম্পানির নীলদর্পণ নাটক অভিনয় [illegible]

[illegible]

বলা যায় না। ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্র সমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। চারি ঘণ্টা কাল অভিনয় দর্শন করিয়া

আমাদের মনের যে কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলা বাহুল্য। আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।”

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় আরও কয়েকখানি নাটকের—‘নব-নাটক’ প্রভৃতির—অভিনয় করেন। তাঁহাদের অভিনয় সম্বন্ধে ঢাকার সংবাদপত্র-সমূহ যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ ১৮৭৩, ২৬এ জুন তারিখে এই পুস্তিকার পরিচয় দিয়া বলেন,—

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটর।—উক্ত নট সম্প্রদায় এক মাসের অধিক ঢাকায় অভিনয় করেন। তথাকার স্থানীয় সংবাদ পত্র সকল কোম্পানির অভিনয় সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করেন এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটর ঢাকায় সমধিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইহার তিন মাস পরে ঢাকার স্থানীয় নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৭৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’য় একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক ‘নব-নাটকে’র অভিনয়ের সাফল্যের কথা জানিতে পারি।—

ঢাকা থিয়েটার কোম্পানির নব নাটকের অভিনয়।—গত বৎসর ঢাকা নগরিতে, কৃতবিদ্যগণের উদ্যোগে ‘রামাভিষেক নাটক’ অভিনীত হয়।...হিন্দু নেসনেল থিয়েটর নামক নট সম্প্রদায় আসিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আর আমরা জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে পৃথিবীতে এইরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় থাকতে জঘন্য রামাভিষেকের অভিনয় দেখ্‌তে কার প্রবৃত্তি জন্মে? বাস্তবিক মহাশয় সেই অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন করে ঢাকার অভিনয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল...। এক রাত্রি নব নাটক অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন ঢাকা থিয়েটর কোম্পানির মেম্বরগণ ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে ‘নবনাটক কখনও অভিনয় করিতে পারিবে না’।...যখন হিন্দু নেসনাল কোম্পানী এবং ঢাকা থিয়েটর কোম্পানী নাটকাভিনয় লইয়া গোলযোগ করেন সেই সময় শেষোক্ত কোম্পানী বলিয়াছিলেন জন্মাষ্টমীর সময় অভিনয় দেখাইবেন কারণ সেই সময় গ্রাম হইতে বিস্তর লোক তামাসা দেখিতে ঢাকাতে আগমন করে।...

দর্শকমাত্রেই অসন্দিহান চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ঢাকা কোম্পানির নবনাটক অভিনয় হিন্দু নেশনাল থিয়েটারের শতাংশের একাংশও হয় নাই, এমন কি কালেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবর্গও ইহা হইতে ভাল অভিনয় করিয়াছে, এবং শ্রীনগর থিয়েটারের কতকাংশ ইহা হইতে উত্তম হইয়াছিল।—আমরা জন দশেক। ঢাকা।

ঢাকায় মাসখানেক থাকিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছু দিন পরে এই দলের কয়েক জন অভিনেতা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইয়া একবার অভিনয় করেন। উহার উপলক্ষ্য দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন। এই অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলেন,—

> কিছুদিন পরে দিঘাপতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।

এই অভিনয়ের পর তাঁহারা রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—

> আমরা দীঘাপাতিয়ায় ৪ রাত্রি অভিনয় করিয়া ঘোর বন্যায় রামপুর বোয়ালিয়া আসিয়া ভুরিচাঁদ কাণ্ডারামলের মুনীব গোমস্তা দেবীদাস বাবুর কুঠীতে (যেখানে People's Association ছিল) কয়েক দিন অভিনয় করি। তৎপরে আমরা বহরমপুরে অভিনয় করি।

১৮৭৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়ায় 'মোহন্তের এই কি কাজ?' অভিনয় করেন। তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া নাটকখানি রচিত হয়। কলিকাতায় উহা খুব জনপ্রিয় হওয়াতে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়াতেও নাটকখানা অভিনয় করিয়া আসেন। ১৮৭৩, ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় আমরা পাই,—

> সংবাদ।...আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামী শনিবার হিন্দু ন্যাসন্যাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ চুচড়ার বারিকের হলে 'মোহন্ত' নাটক অভিনয় করিবেন। অভিনয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা নবীনের উপকারার্থে প্রদত্ত হইবে।

১৮৭৩, ১৭ই সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়, প্রথমে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' হইবার পর 'মোহন্তের এই কি কাজ?' অভিনীত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার এই অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী; নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

ন্যাশনাল থিয়েটার

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার যখন এইরূপে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে অভিনয় দেখাইতেছিল, সে-সময়ে গিরিশচন্দ্রের দলটিরও অভিনয় চলিতেছিল। গিরিশ বাবু ন্যাশনাল থিয়েটারের এই ভগ্নাংশটিকে 'ন্যাশনাল থিয়েটর' নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইবার পর টাউন-হলে ষ্টেজ খাটাইয়া উহার অভিনয় চলিতে লাগিল।

এই নূতন ন্যাশনাল থিয়েটারের টাউন-হলে প্রথম অভিনয় 'নীলদর্পণ'—১৮৭৩ সনের ২৯এ মার্চ্চ। এই অভিনয় নেটিব হসপিটালের (বর্ত্তমানে মেয়ো হাসপাতাল) সাহায্যকল্পে হইয়াছিল। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' এই অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহাতে লেখা ছিল,—

To-night ! To-night !!
Will Re-open
The National Theatre
For the Benefit of the Native Hospital
At the Town Hall,
NILDURPUN

এই অভিনয় দ্বারা নেটিব হসপিটাল কি পরিমাণ অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছিল, তাহা ১৮৭৩ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে জানা যাইবে,—

> সাপ্তাহিক সংবাদ।—...সম্প্রতি ন্যাশনেল থিয়েটার টাউনহলে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়া যে ২১০ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত নাটকাভিনেতৃ সম্প্রদায় নেটিব হাসপাতালের হিতোদ্দেশে সম্প্রদান করিয়াছেন।

থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। পরবর্ত্তী ৩১এ মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, এই অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু লোক তেমন বেশী হয় নাই; সর্ব্বসমেত আন্দাজ পাঁচ শত লোক হইয়াছিল, উহার মধ্যে জন-ত্রিশেক মাত্র ইংরেজ। ইংরেজদের সুবিধার জন্য টাউন-হলে অভিনয়

হইলেও অভিনয়স্থলে বেশী সাহেব যান নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যের জন্য টাউন-হলে আর একবার অভিনয় করিতে উপদেশ দেন।

এই অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান্ রিফর্ম্ম অ্যাসোসিয়েশ্যনে'র পরোপকার-বিভাগের (Charity Section) সাহায্যার্থ টাউন-হলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ—৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের শেষে সেই রাত্রিতেই 'ভারতমাতা' প্রদর্শিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার ইহার পর টাউন-হল হইতে ষ্টেজ খুলিয়া আনিয়া শোভাবাজার রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৩, ১০ই এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

NATIONAL THEATRE.
Calcutta Saturday, the 12th April 1873.
Michael M. S. Dutt's
Sublime Tragedy,
KRISTO COOMERY.

The performance to take place at the elegant Natmundir of the late Raja Radhakant Deb Bahadoor K.C.S.I. Shova Bazar.

Prices of Admission

Reserved Seats	...	Rs 4
First Class	...	Rs. 2
Second Class	...	Re. 1

Tickets can be had at the Theatre on Friday and Saturday from 9 A. M. to 5 P. M.

Doors open at 7 P. M. Performance to commence at 8.

DHURMO DASS SOOR.
Stage Manager.

১২ই এপ্রিল 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইবার সাত দিন পরে (১৯ এপ্রিল) রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। অভিনীত নাটকখানি—নীলদর্পণ। অভিনয়-দিবসে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন,—

THE NIL DURPAN.—A special performance of this drama will, we understand, be given to-night at the National Theatre, with a view to gratify the wish expressed by many Europeans to see it acted. The really conspicuous talent for histrionic art possessed by the Bengali cannot be seen to better advantage than in this drama, and we have no doubt the theatre will be well attended.

২১এ এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক অভিনয় ও অভিনেতাদের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, কলিকাতার ইউরোপীয়দের বিশেষ অনুরোধে এই অভিনয় হইলেও তাঁহাদের দু-পাঁচ জন মাত্র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

১৯এ এপ্রিল 'নীলদর্পণে'র অভিনয় করিয়া পরের সপ্তাহে (২৬ এপ্রিল) ন্যাশনাল থিয়েটার দুইটি প্রহসনের অভিনয় দেখান। উহাদের একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ,' অপরটি মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'। সেই দিন অভিনয়ান্তে দুইখানি প্রহসন—ডিস্‌পেন্‌সারি ও চ্যারিটেবল্‌ ডিস্‌পেনসারি—ও ভারতসঙ্গীত ['ভারতমাতা'র সঙ্গীত] হইয়াছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ন্যাশনাল পেপার' বলেন,—

At the last National Theatre [26 April] several farces were played. The *Jut Kinchit Jalayog* was first acted on the stage. It elicited great cheers from the visitors. Other farces were also successfully acted,......We wish all references to the rival party were avoided on the stage. (April 30, 1873, Wednesday).

রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয় ১০ই মে। এই দিন 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকা চলিয়া যান। ১৮৭৩, ৮ই মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিদায় ও শেষ রজনীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ,—

NATIONAL THEATRE.

Sobha Bazar.

Grand Farewell Night,

Last Night ! Last Night !!

Of this season

Saturday, 10th May 1873.

'KAPALA KUNDALA'
To conclude with the episode
'BHARAT SANGIT'
Attended by the Amateur Concert of Sham Bazar.
Prices of Admission

Reserved Seats	...	Rs. 2-0
First class	...	Rs. 1-0
Second Class	.	Rs. 0-8

DHURMO DASS SOOR
Stage Manager.

এই অভিনয় হইয়া গেলে ২২এ মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,—

গত শনিবার ন্যাশনেল থিয়েটর কম্পানিও অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

ঢাকায় যে-দল যায় তাহার মধ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন না। তিনি কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন। (নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ২৪)

ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা যাইবার কারণ—ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য ও খ্যাতি। কিন্তু ঢাকায় গিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার তেমন কৃতকার্য্য হইলেন না। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনী বাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবু) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে লক্ষ্মী বাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবন বাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন।

এই দলের ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার কাহিনী অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

সেখানে তাঁহাদের [ন্যাশনাল থিয়েটারের] চার-পাঁচ রাত্রির অধিক অভিনয় করিতে হয় নাই এবং যে-সকল অভিনেতা গিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুতরাং অধ্যক্ষেরা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের নিকট ষ্টেজ ও পোষাক রাখিয়া চলিয়া আসেন।

আমরাই অগত্যা ঋণপরিশোধে বাধ্য হইলাম। দু-এক জন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে রহিয়া গেলেন। কিছু দিন ঢাকায় অভিনয় করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার এবং হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের কয়েক জন অভিনেতা একত্র হইয়া দুইবার অভিনয় করেন। এই দুই অভিনয়ের একটি হয়—দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং অপরটি হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে। ইহাদের মধ্যে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি ১৮৭৩ সনের ১০ই জুলাই তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়* ও ১৪ই জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' † প্রকাশিত হয়।

এই বিজ্ঞপ্তি পাঠে জানা যায়, মাইকেল মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্যকল্পে ৬ই জুলাই তারিখে অপেরা হাউসে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হইবে এবং এই অভিনয়ে ভিন্ন দলের অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অন্য কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতা যোগদান করিবেন।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যান ‡ ও পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে উহারা কাশীতে

* "We are requested to announce that in the course of the next week the National Theatre gives a performance of *Krishna Kumari* for the benefit of the orphans of the lamented author. The object is highly laudable and we hope there will be a large audience on the occasion. We are glad to state that Baboo Ardhendu Sikhar Mastafi and some other excellent actors have rejoined the company." —*Amrita Bazar Patrika*, Thursday, July 10, 1873.

† "THE WEEK.—*Saturday, 12th July.* We are requested to announce that the managers of the National Theatre will give a performance at the Opera House on Wednesday next for the benefit of the orphan children of the late Michael Mudhusudan Datta. We hope to see a bumper house."—The *Hindoo Patriot* for July 14, 1873.

‡ "THE WEEK.—*Tuesday, 4th September.* The National Theatre Company have proceeded to Moorshedabad. This plan of itinerant theatricals will create a taste for the drama in the Moffussil."—The *Hindoo Patriot* for September 8, 1873.

অভিনয় দেখাইবার সংবাদ ১৮৭৩, ২রা নবেম্বর তারিখের 'সাধারণী' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'সাধারণী' বলেন,—

> সংবাদ।—ন্যাশনাল থিয়েটর এক্ষণে বারাণসী ধামে অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। নীলদর্পণ ও কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হইয়াছে। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পাকা পত্তন করিলেন না কেন? তাহা হইলে তাঁহাদের সম্ভ্রমের বৃদ্ধি হইত।

হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের মফঃস্বল-ভ্রমণে দেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রসার হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওরিয়েণ্টাল ও বেঙ্গল থিয়েটার

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দুই-তিন মাস পরেই আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় কলিকাতায় অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে। ইহার নাম—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। যাঁহারা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এ-পর্য্যন্ত এই নাট্যশালাটির উল্লেখ করেন নাই। এই নাট্যশালাটিও ন্যাশনাল থিয়েটারের মত ভদ্রসন্তানদের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাহারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। ১২৭৯ সালের ১২ই ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংবাদ এবং তৎসঙ্গে নাম-সম্বন্ধে একটু টিপ্পনীও আছে। 'মধ্যস্থ' বলেন,—

> পয়সা দিয়া নাটক দেখিতে না পাওয়াতে সাধারণে বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে দুঃখ মোচনের উপায় হইয়াছে এবং ক্রমে আরো হইতে চলিল। জাতীয় নাট্যশালাতো প্রসিদ্ধই হইয়াছে। আবার ওরিএন্ট্যাল থিয়েটর নামা নূতন নাট্যশালা আমাদের পাড়ায় খোলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই এবং দেশের লোক ইংরাজীর এত গোঁড়া, যে, বাঙ্গালাতে অভিনয় করিযাও নাট্যসমাজের নাম ইংরাজী না রাখিলে নয়! এত বড় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একটা নাম কি যুটিয়া উঠিল না?

ইহার পূর্ব্বেই—১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্ত্তৃক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' অভিনীত হয়। ১৮৭৩, ২৮এ ফেব্রুয়ারি (১৮ ফাল্গুন ১২৭৯) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' আমরা পাই,—

> 'কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল থিয়েটর'।
>
> —মালতীমাধব নাটক—
>
> মহাশয়! কলিকাতায় আবার আর একটা নূতন সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা 'ন্যাসানেল থিয়েটারের' অনুকরণ......।
>
> 'বিগত ৫ই ফাল্গুন শনিবার উপরোক্ত নাট্যালয়ে (২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাটীতে) পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'মালতীমাধব নাটক' অভিনীত হইয়াছিল।......এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমরা সে দিবস একেবারে পদদলিত হইতে

দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। সে দিবসের অভিনেতৃবর্গের মধ্যে বোধ হয়, কেহই মালতীমাধবের কোন অঙ্গ সুচারুরূপে অভিনয় করিবার উপযুক্ত নহেন। "উজ্জয়িনী অধীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী—ভূরিবসু" "পরিব্রাজিকা কামন্দকী" ও দুই একজন যৎকিঞ্চিৎ যাহা অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

আমরা কেবল সে দিবস সাধারণ বিজ্ঞাপনের (placard) ছটা ও অভিনয় প্রস্তাব অতি উত্তম দেখিয়াই সৌৎসুক্যচিত্তে দেখিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু যাইয়া সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়াছিলাম। অভিনয় স্থানে যদিও অধিক জনতা হয় নাই (বোধ হয় ২০০ হইবে) তথাপি এরূপ গোলমাল হইয়াছিল, যে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।...

দৃশ্যগুলি আরও সুন্দর ও উপযোগী হওয়া উচিত। সে দিবস কেবল 'শ্রীপর্ব্বত' দৃশ্য যথার্থ দৃষ্টির উপযুক্ত ও প্রশংসার উপযুক্ত।

একতান বাদন......মন্দ নহে।

সকলেরই বেশ অতিশয় অসংলগ্ন।...

সে দিবসে সংগীতগুলি মন্দ গীত হয় নাই, কিন্তু আরও উন্নতি করিলে ভাল হইতে পারে।—অনুগত শ্রীকে কলিকাতা। ১৮৭২।

'মালতীমাধবে'র পর ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্তৃক মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' প্রকাশিত হইয়াছিল,—

NOTICE.

In the house of Babu Krishna Chunder Dev, Cornwallis Street No. 222, the Oriental Theatre will be held on the 29th February 1873 at 8 P.M., precisely, where in Manorama Natuck a tragedy named Manorama by Moddun Mohun Mitter will be acted. Tickets are sold at the following rates in these premises.

Reserved Class	...	...	Rs. 2
First Class	...	...	Rs. 1
Second Class	...	...	As. 8

১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ্চ মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয়। তখন ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অভিনয়ও চলিতেছিল। এই দুইটি সংবাদই 'মধ্যস্থ' এবং 'ন্যাশনাল পেপার,' উভয় পত্রেই দেওয়া হইয়াছিল। 'মধ্যস্থে'র বিবরণ এইরূপ,—

সংবাদ।—গত শনিবার [৮ই মার্চ্চ] ন্যাসনেল থিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের মত উহা বন্ধ হইল ; ...ঐ দিবসাবধি করন্‌ওয়ালিষ ষ্ট্রীট্ ২২২ নং ভবনে 'ওরিয়েন্ট্যাল থিয়েটর' নামক আর এক নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে ; ইঁহারাও টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। ('মধ্যস্থ', ৩ চৈত্র ১২৭৯)

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১২ই মার্চ্চ (বুধবার) তারিখে 'ন্যাশনাল পেপার' লিখিয়াছিলেন,—

The National Theatre closed its entertainments for this session on Saturday last...The Oriental Theatre recommenced its opera'ions from Saturday evening last. The Coilahatta amateur concert attended it. A full house attended the Theatre which is reported to have been successful.

ইহার পর ১৮৭৩, ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে আর একটি অভিনয় হইয়াছিল। ১২৭৯ সালের ১০ই চৈত্র তারিখের 'মধ্যস্থে' দেখি,—

সংবাদ।—...গত শনিবার 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটরে' বিদ্যাসুন্দর নাটক ও চক্ষুদান প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। নাটকের অভিনয় বড় ভাল হয় নাই ; প্রহসন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শুনা গেল, এ শনিবারে 'রত্নাবলী নাটক' অভিনীত হইবে।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের আর কোন অভিনয়ের উল্লেখ আমি এখনও পাই নাই।

বেঙ্গল থিয়েটার

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুকরণমাত্র। উহার কৃতিত্ব খুব বেশী নয়। কিন্তু এখন যে নাট্যশালাটির কথা বলা হইবে, সেটি সে-যুগের একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা। ইহার নাম বেঙ্গল থিয়েটার।

ন্যাশনাল থিয়েটার যে-সময়ে অভিনয় বন্ধ করে, সেই সময়ে এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। ইনি সাতুবাবুর দৌহিত্র এবং নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার কোন সাধারণ রঙ্গালয়েরই নিজের বাড়ি ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটার নিজের রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি

নির্ম্মাণ করাইয়া অভিনয় আরম্ভ করে। তাহা ছাড়া এই রঙ্গমঞ্চে আর একটু নূতনত্বেরও আমদানী করা হয়। ইতিপূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্ত্তৃকই গৃহীত হইত। এই নূতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই নাট্যশালা নির্ম্মাণের আয়োজন সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া ১৮৭৩, ২২এ ফেব্রুয়ারি (১২ ফাল্গুন ১২৭৯) তারিখের 'মধ্যস্থ' বলিতেছেন,—

সংবাদ।...পয়সা দিয়া নাটক দেখিতে না পাওয়াতে সাধারণে বড় দুঃখিত ছিলেন, এক্ষণে সে দুঃখ মোচনের উপায় হইয়াছে এবং ক্রমে আরো হইতে চলিল। জাতীয় নাট্যশালাতো প্রসিদ্ধই হইয়াছে। আবার ওরিএন্টাল থিয়েটর নামা নূতন নাট্যশালা আমাদের পাড়ায় খোলা হইয়াছে।...সম্প্রতি আবার শুনিতেছি, আঠারো জন বড় মানুষ অংশী যুটিয়া প্রত্যেকে এক হাজার করিয়া দিয়া অষ্টাদশ সহস্র টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক ইংরাজী ধরণে নাট্যশালা করিবেন। তজ্জন্য নাকি বাহাদুরি কাষ্ঠ প্রভৃতি ৺ সাতুবাবুর বাটীর সম্মুখে পড়িয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেন, সত্যকার স্ত্রীলোক লইয়া নাটক করিবার জন্য জনকত ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়াছেন। অমৃতবাজারের ভদ্রলোক এবং আমাদের ঐ আঠারো জন ইঁহারা এক কি স্বতন্ত্র দল জানি না।

এখন যেখানে বীডন ষ্ট্রীট ডাকঘর অবস্থিত, সেই জায়গায় এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনেত্রী লওয়ার ইতিহাস অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় আর একটু সবিস্তারে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

এদিকে ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়্‌ গিরীশ), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটু বাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাতুবাবুর ভাগিনেয়), অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩১)

অভিনেত্রী লওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি এবং আশঙ্কা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা সমকালীন সংবাদপত্রে কিছু কিছু পাই। ১৮৭৩, ২২এ আগষ্ট তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হয়,—

আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতু বাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে তথায় মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এপর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ আলোচনা ও মন্তব্য কয়েক মাস ধরিয়াই চলে। ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সে-সম্বন্ধে ১৮৭৪, ১১ই জানুয়ারি তারিখের 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিত হয়,—

সংবাদ।—কতকগুলি স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মিকা বেঙ্গল থিয়েটরে নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটরে দুটি বেশ্যা অভিনেত্রী আছেন বলিয়া মিরর তাঁহাদিগকে পুনরায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই 'অমৃত বাজার পত্রিকা'ও (১৫ জানুয়ারি) লেখেন,—

বেঙ্গল থিয়েটর সম্প্রতি বাঙ্গালা সমাজে একটী নূতন জিনিষ। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জন সমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানী এই দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের রঙ্গ-গৃহে কলিকাতার অনেক লোকেই অভিনয় দর্শনার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। নাটকাভিনয়ের উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের এক জন লোককেও আমাদিগকে পরিহার করিতে হয় তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না।

এই বিষয়ে ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখের 'মধ্যস্থে' একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক মনোমোহন বসু অভিনয়ের জন্য স্ত্রীলোক লওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন,—

বেঙ্গাল থিয়েটরের অভিনয়। অথবা বিলাতী ধরণের মেয়ে যাত্রা!...বিলাতে রঙ্গভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। বঙ্গদেশে দাড়ি গোঁপধারী (হাজার কা'মাক!) জ্যেঠা ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া কর্কশ স্বরে সুমধুর বামা-স্বরের কার্য্য করিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহ্য হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু কর্ত্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সত্যকার স্ত্রী লইয়া অভিনয়! রব উঠিল 'অভিনয় স্বভাবের প্রতিরূপ, পুরুষ দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃতি প্রদর্শন স্বভাবের প্রতিরূপ না হইয়া স্বভাবের হত্যা করা হয়।' অতএব 'আন্ স্ত্রী!'...

কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গীয় কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকাতে নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়া সম্ভব বিবেচনায় নবসংস্কারকগণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অকুলবতী জগৎস্বামিনী বার-রমণী-তনয়াগণকে লইয়াই স্বভাবানুযায়ী উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। ইহাতে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের নামে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছে। আমরাও ধন্য ধন্য লিখিলাম, বাস্তবিক তাহা ধন্য রব নয়, 'বাহবা' রব! এই সহরময় তাঁহারা এত বাহবা খাইতেছেন, যে, উন্নতির চেলা ও সভ্যতার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অন্য কেহ কখনো এত * ভোগ করিতে পায় নাই! লোকে কহিতেছে, এত দিনে রঙ্গপূর্ণ বঙ্গ আসরে যথার্থ মেয়ে যাত্রা একদল নামিয়াছে, এতদিনে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া যাহার যাহা অভিনয়ার্হ, তাহা সংসিদ্ধি দ্বারা যথার্থ আমোদ উৎপাদন করিবে—এত দিনে অভিনেতৃ বালক ও যুবকগণের মন সন্তৃপ্ত থাকিয়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে রঙ্গভূমির পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইবে—এত দিনে তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা নিশ্চিন্ত হইলেন—এত দিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্র লোকের সঙ্গে ভদ্র সমাজে সমাধিকার প্রাপ্ত হইল—এতদিনে বঙ্গীয় দর্শকগণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় যথার্থ চরিতার্থ হইয়া সমাজের সাধারণ নীতি (কলিকাতার নব ড্রেনের জলের ন্যায়) সুপবিত্র নবগতিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল!

অতঃপর ভাক্ত উন্নতির ভক্তগণের মনে মনে আরো কি অভিসন্ধি আছে, আমরা তাহাই দেখিবার আশায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম! বাঁচিয়া থাকিলে আরো কত কি দেখিতে পাইব! কিন্তু এত অতি-সভ্যতার তেজ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়!

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়

সে যাহা হউক বেঙ্গল থিয়েটারে পেশাদার অভিনেত্রী লইয়াই অভিনয় চলিতে লাগিল। এই নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক যে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' তাহা 'ভারত-সংস্কারক' হইতে উদ্ধৃত বিবরণ হইতেই জানা যায়। মাইকেলের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থ এই অভিনয় ১৮৭৩ সনের ১৬ই আগষ্ট হয়।* উহার পরের সপ্তাহেও 'শর্ম্মিষ্ঠা'রই অভিনয় হইল। এই বিষয়ে অনেকেই ভুল করিয়া আসিতেছেন।† মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মাইকেল এই নাট্যশালার জন্য 'মায়াকানন' লিখিয়া দিলেও সেই নাটকটির অভিনয় হয় অনেক পরে। ১৮৭৩ সনের ২৮এ আগষ্ট তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে পর পর দুই সপ্তাহ 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইবার কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়,—

> কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটর নামে আর একটী থিয়েটর স্থাপিত হইয়াছে। তথায় গত দুই শনিবারে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। থিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ

* "সাপ্তাহিক সংবাদ।...বঙ্গ নাট্যাভিনয়ের দল মাইকেলের সন্তানগণের সাহায্য উদ্দেশে সে দিন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল।"—এডুকেশন গেজেট, ২২ আগষ্ট ১৮৭৩।

† শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পর ২৩এ আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে 'মায়াকাননে'র অভিনয় হয় ('গিরিশ-প্রতিভা', পৃ. ৫৭৭)। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম আবার লিখিয়াছেন,—"মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫২৭)

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনও এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত *Western Influence in Bengali Literature* পুস্তকের ২৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"The Bengal Theatre also owed its origin to his active influence, and it started with his work—when, however, unfortunately he was no more—work that was undertaken expressly for its benefit, but it was not finished when he died in 1873 and the fragments were brought out under the name of *Maya-Kanan*..." অনেকেরই ধারণা, মাইকেল মৃত্যুর পূর্ব্বে 'মায়াকানন' সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে তাহা এই পুস্তকের পর পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত পুস্তক-প্রকাশকদ্বয়ের বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

বৃহৎ একখানি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর অংশ সকল সম্পাদিত হয় না। বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ এইটা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের দলে দুইটি স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে ইহারা একজন দেবযানী ও আর একজন শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকা সাজিয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে যযাতি ভিন্ন অপর সকলেই উত্তম অভিনয় করিয়াছিলেন।...আমরা অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি।

১৮৭৩ সনের অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১২৮০) বেঙ্গল থিয়েটারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'স্বপ্নধন' নাটক অভিনীত হয়। *

১৮৭৪ সনের ১৪ই মার্চ্চ বেঙ্গল থিয়েটারে সমারোহের সহিত 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই মার্চ্চ তারিখে 'ইংলিশম্যান্' লেখেন,—

গত শনিবার সায়াহ্নে বীডন ষ্ট্রীটের বেঙ্গল থিয়েটারে লোকারণ্য হইয়াছিল। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু পান্নালাল শীল, চকদীঘির ছক্কনলাল রায় এবং বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোককে দেখা গিয়াছিল। জন-ছয়েক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সুপরিচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক, এবং 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি প্রহসন অতি নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রত্যেক চরিত্রেরই অভিনয় স্বাভাবিক হইয়াছিল। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'মায়াকাননে'র অভিনয় হয়। ইহাই 'মায়াকাননে'র প্রথম অভিনয়। † পর-সপ্তাহে ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। কিন্তু মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' বা

* 'স্বপ্নধন' নাটকে বঙ্গ রঙ্গভূমির সম্পাদকের 'বিজ্ঞাপনে' আছে,—

"বঙ্গ রঙ্গভূমে ইহার অভিনয় হইতেছে। সিমুলিয়া কার্ত্তিক,—১২৮০।"

† "The Bengal Theatre.—...Next Saturday, Maya Kanana, or the Enchanted grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Datta, will be produced."—*The Englishman* for Apr. 17, 1874.

১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের 'মায়াকানন' নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকের বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ

'মায়াকানন' লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই এই নাট্যশালায় 'মোহন্তের এই কি কাজ ?' নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া লিখিত। দেশে তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এ-বিষয়ে নাটক অভিনয় করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের কপাল ফিরিয়া গেল।*

এই বৎসরের শেষের দিকে বেঙ্গল থিয়েটার বর্দ্ধমান-মহারাজের আহ্বানে কালনার রাজবাটীতে অভিনয় করেন।† বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে বর্দ্ধমানাধিপতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার অল্পদিন পরেই—ডিসেম্বর মাসে—তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। এই উপলক্ষ্যে ১৮৭৪, ১২ই ডিসেম্বর তারিখে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হয়।

করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়েই ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

...গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক ; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে। কলিকাতা। পৌষ,—১২৮০। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ। শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক।

* এই প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে নিম্নলিপিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল,—

বিশ্বদূত বলেন, কলিকাতা ও হুগলীতে 'মোহন্তের কি এই কাজ ?' নামক নাটক অভিনয় করাতে মোহন্তের ব্যারিষ্টার কলিকাতা বেঙ্গল থিয়েটরের অধ্যক্ষের নামে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিস করিয়াছেন। যখন উক্ত নাটকাভিনয় আরম্ভ হয়, তখন আমরা এই রূপ আশঙ্কাই করিয়াছিলাম।

† "*Bengal Theatre.*—A correspondent says that Maharaj Adhiraj of Burdwan had invited the company of the Bengal Theatre to give a few performances in his palace at Culna, and has volunteered to pay all the expenses attendant on the same."—*Indian Daily News* for Novr. 23, 1874.

নাট্যশালার ভিতর ও বাহির পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছিল। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখিয়াছিলেন,—

Bengal Theatre.—We hear that the Maharajah of Burdwan has allowed his name to be connected with the Bengal Theatre as its patron. This concession on the part of the Maharajah was duly celebrated on Saturday last, when the well-known and favourite drama, 'Durgesh Nandini', or the Virgin of the Fortress, was repeated for the 11th time. The Theatre building was neatly decorated inside and out with festoons and flags, and, as usual, a bumper house rewarded the company for their exertions to please the public.

পর বৎসর (১৮৭৫) ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী,' ও আগষ্ট মাসে 'দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটার' নামে আর একটি কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন সম্মিলিত অভিনয় দেখান। দুইটি দলই 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হইতে বিচ্ছিন্ন অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীতে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্ম্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি ছিলেন।* দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটারে ধর্ম্মদাস সুর ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।

১৮৭৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। এই দিন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামক গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

* অমৃতলাল বসু তাঁহার 'অমৃত-মদিরা' পুস্তকের ২৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

কিরণ—৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ;—৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। এক সময়ে গ্রেট্ ন্যাশানাল্ থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও তাঁহার সঙ্গে আর কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয় [৬ই মার্চ্চ ১৮৭৫]। কিরণচন্দ্র তাহাতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সহযোগী লক্ষ্মণবেশী হরি বৈষ্ণবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

BENGAL THEATRE ! BENGAL THEATRE !!
This Evening, Saturday the 6th February 1875, at 8-30.
With the united strength of both the Great
National Opera and Bengal
Theatre Companies.
Opera ! Opera !! Opera !!!
SATI ("Chaste or Unchaste") KI KALANKINI
Dancing and Singing Throughout !
Wonderful Transformation ! Wonderful Transformation !
Synopsis in English.

'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন—১৮৭৫, ১৪ই আগষ্ট তারিখে। এই দিন দুর্গাদাস দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। ১৭ই আগষ্ট (মঙ্গলবার) তারিখে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন,—

> An opposition company commenced their season on Saturday last at the Bengal Theatre with the new drama by Babu Upendranath Das called Surendra Binodini. It was a great success, but the theatre is too small.

পরের সপ্তাহে (২১এ আগষ্ট) 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ১৯এ আগষ্ট তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহার নিম্নদেশে লেখা আছে,—

> The right of acting '*Surendra-Binodini*' is reserved to the New Aryan Theatre Company for 1875-76.

'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানী' যে ভূতপূর্ব্ব 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তাহা ১৮৭৫, ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বারনারী' নাটক অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইবে,—

BENGAL THEATRE.
Attention Please !
Saturday 4th *September* 1875
On the Stage of the Bengal Theatre.
By the New Aryan (late *National*) Theatre Co.
... ...

বারনারী।

উপরে যে-সকল অভিনয়ের উল্লেখ করা গেল তাহা ছাড়া বেঙ্গল থিয়েটারে আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। এ-সকলের মধ্যে 'গুইকোয়ার নাটক'টি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার অপরাধে তদানীন্তন বড়োদা-রাজের বিচার হয়। এই বিষয়টি লইয়া নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুইকোয়ার নাটক' রচনা করেন।*

১৮৭৬ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের নূতন বাড়ি নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। 'ইংলিশম্যানে'র সংবাদটি এইরূপ,—

> A New Native Theatre.—We hear that the Bengal Theatre Company are getting up a new theatre in Beadon Street, opposite the house of the late Babu Ashutosh Deb. The company expect to open the Theatre next month.

* নাটকখানির সমালোচনাকালে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৭৫, ১৭ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

> গুইকোয়াড় নাটক, শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ আনা। নগেন্দ্র বাবুও একজন প্রসিদ্ধ আক্‌টর। এই নাটক খানিতে অতি সংক্ষেপে গাইকোয়াড়ের বিচার সংক্রান্ত ঘটনা গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ন্যাশনাল থিয়েটার—তৃতীয় পর্ব্ব

ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বৎসরিক উৎসব

১৮৭৩ সনের শেষের দিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল' এবং 'ন্যাশনাল,' এই দুই নাট্যসম্প্রদায়ই মফঃস্বল-ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে হিন্দু ন্যাশনালের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল' নাম ধারণ করেন, কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার পূর্ব্ব নামই বজায় রাখেন।

মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২। পর বৎসর এই তারিখে মূল দল হইতে বিভক্ত দুই সম্প্রদায়ই, অর্থাৎ 'ন্যাশনাল' এবং 'গ্রেট ন্যাশনাল' উভয়েই, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। ১৮৭৩, ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমরা পাই,—

> *The Great National and National Theatres.*—On Sunday, the 7th instant, the first anniversaries of both the Hindu theatres were held with much *eclat* and enthusiasm. The Venerable Raja Kalikrishna Deva, Bahadur, K. G. S., presided. At the former he delivered a Sanskrit benediction, and at the latter suitable songs in the Sanskrit language were harmoniously sung by amateur performers.

গ্রেট ন্যাশনালের সাম্বৎসরিক উৎসবের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমি পাই নাই। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে হয়। বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বসু এই সভায় একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি যথার্থ এবং জ্ঞাতব্য কথা বলেন। উহা হইতে বৈতনিক নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

আ'জ, কি আহ্লাদ! আ'জ আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব! জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্ম দিন! গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়।

... ...

কিন্তু এই যত নাম ব্যক্ত করা গেল, তত্তাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল; তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছা সমাগ্রূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। তাহাকে প্রদর্শক মহাশয়েরা বিপুলার্থ ব্যয়ের দায়ে পতিত হইয়াছিলেন। অথচ যে সে যাইয়া যে দেখিয়া আসিবেন, সে যো ছিল না। তাহাতে পূর্ব্ব অভাব কিয়দংশ বই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। তাহাতে যে বিষয় সভ্য সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, সে বিষয় সেরূপ না হইয়া যেন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে বিপুল বাধা ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি প্রতিবৎসর নূতন নূতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিল, সেই কয় বৎসর সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনা যাইত, যে, যদিও ইহা মন্দের ভাল হইল বটে, কিন্তু যত দিন কোনো বৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রঙ্গভূমি নির্ম্মিত না হইতেছে, তত দিন অভাব নিবারণ ও আশা পূরণ হইল বলিয়া কোনো মতেই স্পর্দ্ধা করা যাইতে পারে না।

এই জল্পনা চলিতেই ছিল, কোনো দিগে প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল না। বান্ধবমণ্ডলী যখনই একত্র মিলিতাম, এই কথা উঠিবামাত্র সকলেই এই বলিয়া নিরাশ্বাস হইতাম, 'আমাদের সমাজ ততদূর উন্নত হয় নাই, যে, বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে।' আমরা আরো ভাবিতাম, যে, যদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু এমন বুকওয়ালা সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মধ্যে কৈ আছে, যাহারা সাহস করিয়া অগ্রে অগ্রসর হয়?

মনে ও বাক্যে আমরা এইরূপে ভাবিয়া ও প্রকাশ করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ও মা! এমন সময় গত বৎসর (ঠিক এমনি সময়ের কিছু পূর্ব্বে) শুনিতে পাইলাম, যে, একদল সুসভ্য যুবক তদনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন! এই সংবাদকে 'ভাল কথার মিছাও ভাল!' এই রূপে গ্রহণ করিতে করিতে দেখি, যে, সত্যই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে! প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হইল, ঠিক পড়িতে পারি নাই কি ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও ঐ বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সত্য সত্যই এমন সাহসী সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়াছেন! সে সম্প্রদায় আবার বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়! দেখিয়া পরমাহ্লাদিত ও তৎসঙ্গে একটু বিস্ময়ান্বিতও হইলাম। কিন্তু তথাপি ভাবিলাম, যে, এ উদ্যোগ কার্য্যকালে কতদূর তিষ্টিবে এবং পরিণামে কতদূর সফল হইবে, তাহা বলা যায় না! দেশের অবস্থা বিবেচনায় সেরূপ সন্দেহমিশ্রিত চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

সুতরাং সেরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম, যে, বাঙ্গালীর অসাধ্য কোনো কার্য্যই নাই। বাঙ্গালীর সম্মুখে যদ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না পড়ে (বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয় করণে অক্ষম) তবে বাঙ্গালী সকল কর্ম্মেরই যোগ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আরো ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের নিজমনে বিশুদ্ধ দৃশ্য-কাব্য-দর্শন-লালসা যেরূপ বলবতী, এরূপ বুভুক্ষা আ'জ্ কা'ল্ সহস্র সহস্র হৃদয়ে অবশ্যই উত্তেজিত আছে, অতএব কেনই বা এই সাহসী যুবকেরা সিদ্ধ-মনোরথ না হইবেন ?

ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাই হইল। যেরূপে জাতীয় নাট্যসমাজ আপনাদিগের সুবিখ্যাত রঙ্গভূমির দ্বারোদ্ঘাটন করেন, যেরূপে তাঁহাদিগের প্রতি দেশস্থ লোক আশাতিরিক্তরূপে মহানাগ্রহসহকারে বাক্যে, ব্যবহারে ও অর্থে আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হয়েন, যেরূপে তাহারা আত্ম-দীক্ষিত অভিনেতৃ-বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের আশা পূর্ণ ও আপনাদের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করেন, যেরূপে গতবৎসর হেমন্ত ঋতু ব্যাপিয়া জাতীয় নাট্যসমাজের আলোচনাতেই সমাজ ব্যস্ত-ব্যস্ত থাকেন, যেরূপে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন বিষয়ের দৃশ্যকাব্য প্রদর্শিত হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত উৎসাহ ও লোকানুরাগ আকর্ষিত হয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গ এস্থলে বাহুল্যরূপে বিবৃতি দ্বারা আপনাদের সময় ও শ্রবণকে ভারাক্রান্ত করা বাড়ার ভাগ, কেননা সে সব তত্ত্ব এই সভাস্থ সকলেই সুন্দররূপে অবগত আছেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও উদ্যমশীলতাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের ঐ দুটী গুণই তাঁহাদিগের সফলতার কারণ। তৎসঙ্গে 'জাতীয়' নাম ধারণও সামান্য সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে। এই নামটী গ্রহণ করাতে এই রঙ্গভূমিটী সাম্প্রদায়িক না হইয়া সাধারণের স্নেহস্থল রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। এই নামটী সম্প্রদায়ের বিশেষণ হওয়াতে হিন্দুমাত্রেই বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দু, (তন্মধ্যে আবার সুশিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দু মাত্রেই) ইহাকে আপনাদের যৌতো আনন্দ-ভূমিরূপে ভাবিয়া ইহার প্রতি মহা অনুরাগী হইয়াছেন। ফলতঃ এই জাতীয় নাট্যালয় সংস্থাপিত ও মুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে এদেশে এবিষয়ে যত কিছু অভাব ছিল, তাহা নিরাকৃত হওনোন্মুখ হইয়াছে। আমি যদি সময় পাইতাম, তবে ইহার দ্বারা দেশের যে যে উপকার হওন সম্ভব, তাহা বিস্তারিত রূপে দেখাইয়া আক্ষেপ নিবারণ করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত পরশ্ব মাত্র আমাকে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।...অভিনয়ার্হ বিষয়, অভিনয়ের পদ্ধতি এবং মাতৃভাষায় টিকিট ও পত্রাদির প্রচলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল, তাহা অদ্য বলিবার সময় পাইলাম না। কেবল দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটী গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গ-ভূমিতে নাটকাভিনয় কালে

গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢব, আখ্ড়াই, হাফ্ আখ্ড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতি-কাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিন্‌ভিকারী ও রা'ত্‌ভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না। যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্ত্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটী মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে সেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টী গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক! এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃসম্প্রদায় যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন।

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই, যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়ার্হ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। এ কথা আমরা আংশিক রূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্ব্ব প্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্য-মনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সমাজের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কি না তাহা কি আর বড় বাকে বলিয়া দিতে হইবে? এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কলটা বেশ্যা-পল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে এক সাজিয়া রঙ্গ-ভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে এই রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সদ্ভাবের মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিদায়ক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্য কোনো অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন না করেন। অধিক আর বলিতে চাহি না।...

এতক্ষণ যত কথা বলা হইল, সকলই সুখের কথা। এখন একটা দুঃখের কথা বলিবার পালা আসিল। সে দুঃখের কথা আর কিছুই না, সেই চিরকেলে বঙ্গীয় অনৈক্যের প্রসঙ্গ। যে অনৈক্যের জন্য আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এখনও কত হইতেছে, দুর্ভাগা হিন্দু সমাজের সেই চিরন্তন অনৈক্য এমন আনন্দের কাজেও দেখা দিয়াছে। যে সুশিক্ষিত যুবক কয়েকজন সম্বদ্ধ হইয়া এই সুখময় পদার্থের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে ঐক্য দেবের অনুগতও তদ্দারা চালিত হইয়াই শুভোদ্দেশ্য সাধনে তৎপর থাকিতেন, তবে কি সৌভাগ্যই না ঘটিত। কিন্তু তাহা হইল না। গৃহ বিচ্ছেদরূপ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া এক সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভাজিত করিয়া দিল। তাহার ফল কি হইল? কেন, বিগত বর্ষে এত যে অর্থ ও সুনাম উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সে দুটীই অপব্যয়ে অপসারিত হইয়া গেল। জাতীয় নাট্যসমাজ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নানাস্থানী হইতে বাধিত হইলেন। শুদ্ধ যে অর্জ্জিত অর্থের ক্ষয় হইয়াই পর্যাপ্ত হইয়াছিল, বোধ করি তাহাও নহে। তদুপরি নিদারুণ ঋণদায়ে জড়িত হইয়া সমাজকে

ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে ইঁহাদিগের সুপ্রতিষ্ঠাযোগ্য অসীম অধ্যবসায়কে ধন্য, যে তাঁহারা তদ্দ্বারা সেই ভীষণ ঋণজালে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এমন মূলধনের সংস্থাপন করণে সমর্থ হইয়াছেন, যে, ভবিষ্যতের পক্ষে সদাশা প্রবলা হইতেছে! ঈশ্বরানুগ্রহে ইঁহারা যে পুনর্ব্বার পদস্থ হইয়া আপনাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ সুচারুরূপে গম্য পথে গমন করিতে পারিতেছেন, ইহাও পরম সৌভাগ্যের কথা।

অপিচ ইহাও সম্ভব হইতে পারে, যে, তাঁহারা যে দুই বৃহৎ অংশে বিভাজিত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক শাখাই আবার অধ্যবসায়ের সহায় বলে ক্রমে মহামহীরুহ হইতে পারেন! আমাদের বড় মন্দ হইল না: পূর্ব্বে ইঁহারা এক ঘর ছিলেন, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া দুই ঘর হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে আমোদ পাইতাম, এখন দুই ঘরেই নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইব। প্রার্থনা করি, সর্ব্ব শুভ-প্রেরয়িতা তাহাদিগের উভয় সম্প্রদায়কেই মঙ্গলের পথে পরিচালন করুন! তাঁহাদের মন যেন নীচাশয় দ্বেষানলে প্রজ্বলিত না হইয়া সৎপ্রতিযোগিতা রূপ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তককে সহায় করিয়া উভয় পক্ষই কল্যাণের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিতে পারেন।

এক্ষণে উপসংহার কালে এই প্রার্থনা, যে, তাঁহারা যত আমোদ করুন; যত প্রকার দৃশ্যকাব্যের অভিনয় প্রদর্শনদ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন: ধনে, মানে ও নামে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার শতগুণে কৃতকার্য্য হউন; কিন্তু যেন তাঁহাদের আত্মাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্য-সমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য্য করিতে ত্রুটী না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ন না হয়েন—আবার যেন সেই কুরীতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া ওপক্ষের অন্তিম সীমায়, অর্থাৎ একবারে স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলই উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলই সংস্কার, পরিবর্ত্তন, বা মূলোৎপাটনের যোগ্য, এরূপ অতিগমনশীল ভয়ঙ্কর বুদ্ধির লোণাপানি খাইয়া রুগ্ন হইয়া না পড়েন!—যেন কেবলই আমাদের দিগে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের রুচিকে কদর্য্য পথে চালিত না করেন—যেন কুরসিকতা ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাততঃ ভাল লাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগকে উৎসাহ না দেন—যেন যথার্থ সৎকবি, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তুলেন—যেন মাদকোন্মত্ততাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবল্লোকে সেসব পাপের প্রতি ঘৃণা করে, এমন তেজস্বী, যশস্বী ও মনস্বী অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরমহিতৈষী নটসমাজ রূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন। ('মধ্যস্থ', পৌষ ১২৮০)

পুরাতন বাটীতে ন্যাশনাল থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটারের দল এই সময়ে আবার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষের 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধ (পৃ. ১৯৬) হইতে জানা যায়, মতিবাবু বেলবাবু প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পাল এই দলের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর এখানে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৩ই ডিসেম্বর। ১৮৭৩, ১১ই ডিসেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাই,—

NATIONAL THEATRE
AT THE OLD LOCALE, JORASANK,
CHITPUR ROAD.
Grand Opening Night.
Saturday, the 13th December, 1873.
The most interesting & the Latest Published.
Martial Drama
HEMLATA
By Babu Hara Lal Ray
Prices of Admission :
First class, Rs 2 ; Second class Re 1 and
Third class 8 as.
Performance to commence at 8 P. M.
The above Drama to be had at the Theatre.
Price Re 1 only.

'হেমলতা' অভিনীত হইবার পর 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় (১৮ই ডিসেম্বর) এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়,—

বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি বীর-রস প্রধান পুস্তকের অসদ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি শ্রোতার অভাবে নহে।...গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে হেমলতা নাটকের অভিনয়ে আমরা ইহার আর একটী প্রমাণ পাইয়াছি। নাটক খানি যেরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, উহা সেইরূপ অভিনয়োপযোগী হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় রঙ্গভূমিতে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি হেমলতার ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্য্য হয় নাই। এই কৃত কার্য্যতা নাটকের গুণে হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় না। সত্যসখা, হেমলতা, বিক্রমসিংহ, কমলাদেবী প্রভৃতির অংশ গুলি যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারাও গুণবান লোক। নূতন বৎসরের আরম্ভে ন্যাশন্যাল থিয়েটরের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

১৮৭৪ সনের ৩রা জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি,—

In commemoration of our late lamented dramatist Roy Deno Bundhu Mittra Bahadoor.

পরবর্ত্তী ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমারোহের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় (১২ই ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

NATIONAL THEATRE
Saturday, the 14th February, 1874.
A Grand night.
For the first time
BABU BANKIM CHANDRA'S
FAMOUS AND UNPARALLELED PIECE
মৃণালিনী
With startling & exquisite scenic representations
On the stage
Among other extraordinary exhibitions
Lo! the thrilling
Cremation-scene of the minister
পশুপতি
And the self-immolation on his funeral pile
of his faithful and virtuous wife
মনোরমা।

ইহার অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইয়া যান; 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ইহা জানা যাইবে,—

The Week.— ..*Saturday, 18th April.* We observe that two of the native theatres are still a-going. This evening Hemlata was performed at the Great National with which the National has been amalgamated,...(The *Hindoo Patriot* for April 20, 1874.)

ন্যাশনাল থিয়েটার যে দ্বিতীয়বার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সকল অভিনয় করেন তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকদের অনেকেরই এ-পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি-নির্ম্মাণ ও প্রথম অভিনয়

ন্যাশনাল থিয়েটারে এই সকল অভিনয়ের সময়ে গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ও পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার পরই উহার জন্য ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে, বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে, গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের অনুকরণে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই কাজের ভার ছিল ধর্ম্মদাস সুরের উপর। তিনি স্বরচিত 'আত্ম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন,—

> ...আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমী ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এই বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপ সিন ও আর দু-চারখানি সিন মিঃ গ্যারিক্‌কে দিয়া আঁকান হয়। ('নাট্য-মন্দির,' ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ১০৩)

১৮৭৩ সনের ২৯এ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে এই নাট্যশালার মূলপ্রস্তর স্থাপন কার্য্য শেষ হয়। এই ব্যাপারে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় (৩রা অক্টোবর, শুক্রবার) এই ব্যাপারের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়,—

The National Theatre.—The ceremony of laying the foundation-stone of the 'Great National Theatre' was held on Monday at half-past four in the afternoon. The spot was well filled with a large number of educated natives. Before the commencement of the ceremony, a European band, with flags bearing the inscription, "The laying of the foundation-stone of the Great National Theatre," etc., came to the spot, playing along Beadon Street, which served to attract the attention of the passers-by, and drew them in crowds to the place. The business of the day opened with hymns, after which two of the members of the Theatrical

Company cited, in a very eloquent and impressive manner, a Sanskrit passage, containing an account of almost all the great men and women of the Indian past, and lamented deeply the wretched condition of her present sons. Then Babu Nobo Gopal Mitra, the editor of the *National Paper,* who was elected to preside on the occasion, stood up and addressed the meeting in an able speech, congratulating the members on the great success which, after a year's trouble, they had attained in establishing the theatre on a firm footing, and he also recommended them to act such plays as would improve society. The stone was then laid, and after some music, played by the members of the Company, the ceremony was brought to a close.

নাট্যশালা নির্ম্মাণ শেষ হইতে মাস-তিনেক লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল উভয়েরই সাংবৎসরিক উৎসব রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়; উহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে ১৮৭৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইবে বলিয়া ২৫এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

GREAT NATIONAL THEATRE
Grand Beadon Street Pavilion.
Wednesday, the 31 December 1873.
50 voices'
Welcome Song,
Accompanied with instrumental music.
The romantic, interesting and original Drama
"Kamya Kanana."
Or the
Enchanted Garden.
To conclude with the Laughable farce
"Young Bengal."
Tasteful sceneries by D. Garik.
Orchestra and Music under the leadership
of some of the real
Masters of the Sublime Art.

Dharmadas Soor,
Manager.

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম রাত্রিতেই আগুন লাগিয়া 'কাম্যকানন'-এর * অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৪, ২রা জানুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক পত্র এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন,—

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর।—গত বুধবার রজনীতে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর নামক নাট্যশালার প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় দর্শনার্থ অনেক লোকের সমাগম হয়। দুঃখের বিষয় যে বন্দোবস্ত দোষে অনেক গুলি ভদ্র লোকে উচ্চশ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াও আসনাভাবে মূল্য ফিরিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিতে বাধাহন। ৮৷৷ ঘটিকার পর পঞ্চাশৎ স্বরে একটী সংগীত হইয়া 'কাম্য কানন' নামক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সংগীতটী শ্রুতিমধুর হয় নাই। অভিনয়ের দৃশ্য গুলি যার পর নাই সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় নাটকের দোষে অভিনীত ব্যক্তি বর্গের অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। প্রথম সূচনায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক মনোনীত করা উচিত ছিল। অভিনীত বর্গের মধ্যে কথোপকথনের অংশ গুলি অত্যন্ত স্বল্প ক্ষণস্থায়ী হইলে, তাহাদের অভিনয় কোন মতেই সুন্দর হইতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য গুলির পরিবর্ত্তন কালে দর্শক গণকে প্রতিবারেই বহুক্ষণ ধরিয়া যবনিকা সম্মুখীন করিয়া থাকিতে হয়। এস্থলে এই সকল দোষ সংঘটিত হওয়াতে দর্শক গণকে বিরক্ত হইতে হইয়াছিল। বিরক্তির অপর কারণ এই যে রঙ্গভূমিটী নিতান্ত প্রকাণ্ড ও অভিনীত ব্যক্তি বর্গের কণ্ঠস্বর কথঞ্চিত মৃদু হওয়াতে, কথা বার্ত্তা গুলি সকলের শ্রুতিগোচর হয় নাই। প্রথম অনুষ্ঠানে এ সকল দোষ অবশ্যই মার্জ্জনীয়। দুঃখের বিষয় আমরা শেষ পর্য্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে পাইলাম না। দৈবই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল। সবে পাঁচটী মাত্র দৃশ্য অভিনীত হইতে না হইতেই, নাট্যশালার উত্তর দিকস্থ প্রবেশ দ্বারে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সকলেই মহা শঙ্কিত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যদিও নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমির যাবতীয় আলোক নির্ব্বাণ করিয়া অবশেষে উক্ত জ্বলদগ্নি নির্ব্বাপণে কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি অভিনয়ের পুনরধিবেশন হইল না।

প্রথম উদ্যমে, এরূপ বিঘ্ন ও অকৃতকার্য্যতা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে কর্ম্মাধ্যক্ষগণের ভগ্নোদ্যম হওয়া কখন বিধেয় নহে।

একটী বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্র বেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও কোলাহল পূর্ব্বক

---

* অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—"আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Talesই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩৪)

আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, বেঙ্গল থিয়েটারের সভাগণ ইহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ এপ্রকার আগুন লাগাতে অনেকের সন্দেহ হয় যে ইহা কোন বিপক্ষ পক্ষের কার্য্য, তাহারা গ্যাসের কল টিপিয়া আলোকের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে।

এই দুর্ঘটনার পরদিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভিডিয়ারে সখের বাজারে (Fancy Fair) নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন। 'ভারত-সংস্কারক' (২ জানুয়ারি ১৮৭৪) লিখিয়াছিলেন,—

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর নাট্যশালা ৩১ এ ডিসেম্বর হইতে খুলিয়াছে। ইংরাজী নববর্ষের দিন আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রাসাদে বেলবিডিয়ারে যে শকের বাজার হইবে, তাহাতে ইহাদিগের নাট্যাভিনয় হইবে। বেশ্যাদ্বারা অভিনয় কার্য্য করেন বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটর অগ্রাহ্য হইয়াছেন।

গ্রেট ন্যাশনালের অন্যান্য অভিনয়

১৮৭৪ সনের ১০ই জানুয়ারি হইতে গ্রেট ন্যাশনাল নিজ রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অভিনয় সুরু করিলেন। এই তারিখে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' অভিনীত হইল। ১৯এ জানুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন,—

কলিকাতায় বীডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটর' নামে একটী নাট্যশালা খুলিয়াছে। নাট্যমন্দিরটী কাষ্ঠময় কিন্তু অতি মনোহর ও পরিপাটী হইয়াছে। গত ৩১এ ডিসেম্বরে তথায় 'কাম্যকানন' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অভিনয়টী সুসমাহিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগাতে, অর্দ্ধাভিনয় সময়েই সভাগণ ভঙ্গ দিয়া গমন করেন। যাহা হউক আহ্লাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া গত ১০ই জানুয়ারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিন করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাম্যকাননের ন্যায় এ নাটকখানি নীরস নহে। ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল। দৃশ্য পটগুলি 'লুইস অপেরা হাউসের' ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের 'কনসার্ট' এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

গ্রেট ন্যাশনালে দ্বিতীয় অভিনয়ের পর কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (১৮৭৪, ১৫ই জানুয়ারি) যে মন্তব্য করেন

তাহা উদ্ধৃত করিবার মত। গ্রেট ন্যাশনাল সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন,—

কলিকাতার রঙ্গভূমি।—গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের বিষয় আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। কলিকাতায় তখন উহা এক মাত্র প্রকাণ্ড রঙ্গ-ভূমি ছিল। অভিনয় দর্শনানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই উহার অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমরা বলিতে পারি যে ন্যাশানেল থিয়েটরেব অভিনেতৃগণ আরম্ভের বৎসরেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটরের কয়েক জন অভিনেতৃ উক্ত থিয়েটর ছাড়িয়া দিয়া এক জন ধনী ব্যক্তির সাহায্যে গ্রেট ন্যাশনাল নামে আর একটী থিয়েটর স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের উৎকৃষ্ট অভিনেতৃগণের কয়েক জন এ দলে আছেন কয়েক জন অন্য দলে গিয়াছেন। এই দুই দলেই নূতনং অভিনেতৃ আনিতে হইয়াছে। তবে ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, গ্রেট ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ আজও সেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে এবং অনুপযুক্ত নাটক নির্ব্বাচন দোষে গ্রেট ন্যাশন্যাল দল প্রথম দুই রাত্রে লোকের তত মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। গ্রেট ন্যাশনালের রঙ্গ গৃহটী অপূর্ব্ব ও চিত্র-পটগুলি সুন্দর। ন্যাশনালের নিজের গৃহ নাই ও চিত্র-পটগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গ্রেট ন্যাশনালের কনসার্টটী জাঁকাল বটে, কিন্তু উহা আমাদের শ্রুতিসুখকর হয় নাই। ইংরাজি গতে মিষ্টতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বাঙ্গালীর কাণে শুদ্ধ কর্কশ লাগে না, অনেক সময় বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। ন্যাশনালের বাগুটী অতি মনোহর। যবনিকা পড়িলে সংগীত শুনিবার লালসায় রঙ্গগৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।...

পরবর্ত্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়-সম্বন্ধে 'ভারত-সংস্কারক' (১৮৭৪, ২৩এ জানুয়ারি) লিখিয়াছিলেন,—

...নটবরের কালী-মন্দিরের দৃশ্যাভিনযটী আমরা শীঘ্র ভুলিব না। ইহার স্বাভাবিক অভিনয় আমরা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। দাসী কাজলার অভিনয়ও প্রশংসনীয় বটে। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয় কালে আমরা রেনল্ডস্‌কে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার কোন বিশেষ ঘটনা কল্পনা যে প্রণয় পরীক্ষার একপ একটী সুন্দর দৃশ্যের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দানুভব হইল। সেই কল্পনার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আরও স্বসংবেদ্য হর্ষোৎপন্ন হইল।' প্রথমোক্ত কালীবাড়ির দৃশ্যাভিনয়ে যেমত দর্শক মণ্ডলীর সহানুভূতি উৎপাদিত হইয়াছিল, চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যাবলীর সুন্দর অভিনয়ে লোকের কল্পনাকে তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃতীয়াঙ্কের রাম গিরি দৃশ্যের সঙ্গীতাবলী যেমন কবিত্ব পূর্ণ, তেমনি সুমধুর লাগিয়াছিল। তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে

চন্দ্রকলার গীত গুলি যেন কোমল কামিনী কণ্ঠ বিনিঃসৃত বোধ হইল, তাহাতে বিশেষ ওস্তাদি ছিল না, এজন্য তাহার গীতগুলি কামিনী মুখেরই উপযোগী বটে ; রসিক বাবুর গীতগুলি পুরুষকণ্ঠ নিঃসৃত তানলয় বিশুদ্ধ হওয়াতে রসিক বাবুর খ্যাতিরই উপযোগী হইয়াছিল।...

ইহার পরের সপ্তাহে ১৮৭৪, ২৪এ জানুয়ারি গ্রেট' ন্যাশনালে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ৩০এ জানুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লিখিয়াছিলেন,—

...ধনদাস জয়পুর রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে এবং দরিদ্র বেশে চমৎকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রবেশী ধনদাস যে প্রকারে রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে সে সকলেরই অনুকম্পার পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সখী মদনিকা উত্তম অভিনয় করিয়াছে। দূতী এবং পুরুষবেশিনী মদনিকা উৎকৃষ্টতর। প্রথম কতিপয় দৃশ্যের অভিনয়ে ভীমসিংহ কিছুই জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ভীমসিংহ যত দূর চমৎকার বোধ হইল তাহা বলিবার নহে। এই দৃশ্যে তাহার প্রকৃত অভিনয়-শোভন স্বগতবাক্যে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় কুশলতা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইল। বলেন্দ্র সিংহ যখন কৃষ্ণাকে নিহত করিতে আসিতেছেন, তখন তাহার প্রবেশ যথার্থ হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।...

এই স্থানে দুইটি কথার উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত। গ্রেট ন্যাশনাল যখন প্রথম অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র দলে ছিলেন না। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, প্রথম রাত্রিতে অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন।* কিছুদিন পরে দুই জনেই এই দলে যোগদান করেন। আর একটি কথা এই,—স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম প্রথম পুরুষের দ্বারাই হইত, পরে অভিনেত্রী লওয়া হয়।

১৮৭৪, ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা সমারোহের সহিত গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' এই অভিনয়ের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

গ্রেট নাশানাল থিয়েটর, কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট। ২৬ এ মাঘ শনিবার ১২৮০। কপালকুণ্ডলা নাটকাভিনয়।

* প্রথম অভিনয়-রাত্রে নাট্যশালায় আগুন লাগিলে দর্শকবৃন্দ বাহিরে আসিয়া মহা কোলাহল করিতে থাকে। অমৃতলাল বলিয়াছেন, সেই সময় "অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩৫)

প্রতি শনিবারে অভিনয় খুলিয়া আমাদিগের নাট্যসমাজ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আমাদিগের নাট্যসাহিত্য অদ্যাপি এত সম্পন্ন হয় নাই, যে নাট্যসমাজের এতাধিক বুভুক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এভন-তীরবাসী কবি কহিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ জম্বু ফলের মত সুধীগণ কিছু প্রচুর পরিমাণে জন্মেন না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, মহম্মদ অবশ্য পর্ব্বতের নিকট যাইবে। নাট্যসাহিত্য সম্পন্ন না হউক, আমাদিগের অভাব পূরণার্থ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদিগের নাট্যসমাজের এই ইচ্ছা বলবতী। এই ইচ্ছা নিবন্ধন তাহারা সময়ে সময়ে যে কার্য্য করেন, তাহার দুই একটী ফল তিক্ত হইলেও তাহার দমন করা ভাল বোধ হয় না। এই জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের নাট্য সাহিত্যের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে।

এই ইচ্ছা সম্পূরণার্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর এই রজনীতে কপালকুণ্ডলাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে যে রেখাটি সম্পাত হইয়াছে, অতি সুস্পষ্ট। সেই রেখাটি যাহারা না দেখিতে পাইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে এদুয়ের প্রভেদ জ্ঞান নাই। এই প্রভেদজ্ঞান না থাকিলে উপন্যাসকে কখন নাটকে পরিণত করা যায় না। কপালকুণ্ডলা যেরূপ নাটকাকারে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই প্রভেদজ্ঞান তত লক্ষিত হয় নাই। এজন্য অভিনয় কালে আমাদিগের মনে উদিত হইতেছিল, আমরা যেন বঙ্কিম বাবুরই কপালকুণ্ডলা সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয়। যে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণতা আছে, যে সৌন্দর্য্য আছে, নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল। মতিবিবি এবং কাপালিককে আমরা চিনিতে পারি নাই।

নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন ভাগগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই বুঝি নাটক প্রস্তুত হইল: উপন্যাসে যে সমস্ত কর্ম্ম বার্ত্তা থাকে, নাটকে তাহা আবশ্যক না হইতে পারে। উপন্যাসকে নাটকরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করা চাই। পরে কল্পনাকে এমত সকল অঙ্কে এবং গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র, আন্তরিক কার্য্য ও ভাব তাহাদিগের রিপুদোষ ও হৃদয়ের মহদ্ভাব সকল এবং পরিশেষে নাট্যকাব্যের সমুদায় কল্পনার বৃহদ্ভাবগুলি অভিনয় কালে পরিস্ফুতরূপে হৃদ্গত হইতে পারে। এজন্য নাটকে যে সমস্ত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইবে, উপন্যাসে তাহা না থাকিতে পারে। উপন্যাস-লেখক এমত সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করিয়া দিলেন, যাহাতে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার সম্মিলন ঘটিল, কিন্তু নাটককার দেখাইবেন, তৎপরে ইহারা পরস্পর কেমন হৃদয়ে মিলিয়া গেল, একজন অন্যের জন্য কেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিল। উপন্যাসরচয়িতা, কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিলেন; দিয়া দেখাইলেন, একজনের চিত্তগতি এরূপ

ছিল, যে অপরকে দেখিয়া তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বিমোহিত হইলেন। তৎপরে নাটককার দেখাইবেন, বিমোহিত ব্যক্তি অন্যজনের কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্যে কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছে। অন্যজনই বা বিমোহিত ব্যক্তির ভাব প্রকাশে কিরূপ ব্যথিত বা অব্যথিত হইতেছে। ব্যথিত অব্যথিত হইয়া কিরূপ কার্য্য করিল।

নবকুমারকে যথার্থ যখন কাপালিক লইয়া যাইতেছে, তখন সহসা কপালকুণ্ডলা যখন নবকুমারের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, তাহাতে নবকুমারের বিস্ময়ভাব পাঠকেরও মনে ঔপন্যাসিক সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসরচয়িতা ইহার পূর্ব্বকার একটি দৃশ্য নাটককারের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। নাটককার সেই শ্মশান দৃশ্যে দেখাইতে পারিতেন, কপালকুণ্ডলা কিরূপে কাপালিকের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়াছিল, অবগত হইয়া কাপালিককে তিনি কি বলেন, এবং কাপালিকও বা কি প্রকার ভয়ঙ্কর প্রত্যুত্তরে কপালকুণ্ডলাকে নিরস্ত এবং ভয়সঙ্কুলা করেন। কিন্তু আমাদিগের নাটককার সে দৃশ্যটী কল্পনা করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, উপন্যাস এবং নাটকের এইরূপ প্রভেদ সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা সে বিষয় জানিতে চান, উত্তমোত্তম নাটক এবং উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া দেখুন, পাঠ করিয়া উভয়ের প্রকৃতি ও কবিত্ব বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। কপালকুণ্ডলা নাটকের অধিকাংশে আমরা উপন্যাসের ভাব বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি; কেবল শেষ অঙ্কে কিয়ৎপরিমাণে নাট্য ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে একটী দূষিত ধর্ম্ম নৈতিক উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে।...কিন্তু আমাদিগের নাটককারও এ বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই। তিনি উপন্যাসের কল্পনাটি প্রদর্শন করিতে গিয়া সেই বিষময় অদৃষ্টবাদও তন্মধ্যে সংগ্রন্থন করিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মতটি অনায়াসে পরিবর্জ্জিত হইতে পারিত।

১৮৭৪, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পর-পর চারিটি শনিবারে নিম্নলিখিত নাটকগুলি অভিনয় করিবেন বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দেন,—

১৪ই ফেব্রুয়ারি	...	কপালকুণ্ডলা
২১এ ,,	...	মৃণালিনী
২৮এ ,,	...	নগরের নবরঙ্গ সভা
৭ই মার্চ্চ	...	বিষবৃক্ষ

পরে ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ্চ তারিখের অভিনয়ের বিষয় বদলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দুই তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত দুইটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি, ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ্চ যথাক্রমে 'মৃণালিনী' ও 'নগরের নবরত্ন সভা' নাটকের অভিনয় হয়।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয়—১৮৭৪, ২১এ ফেব্রুয়ারি; সকলেই ভুল করিয়া লিখিয়াছেন—১৪ই ফেব্রুয়ারি। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রেট ন্যাশনালে নহে,—সান্যাল-ভবনে-স্থাপিত ন্যাশনাল থিয়েটারে!

১৮৭৪, ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে পুনরায় 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ১৩ই মার্চ্চ (শুক্রবার) তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

> বিগত শনিবার [২৮ ফেব্রুয়ারি] গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে মৃণালিনী কাব্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বঙ্গসমাজ যে রূপ জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ পূর্ব্বক মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতেছে, সেইরূপ সামাজিক ব্যক্তি সমূহদ্বারা বীররস ও করুণরস প্রধান উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য অভিনীত হওয়াতে তাহার ভাব বিশুদ্ধ ও কল্পনা পরিমার্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রথমোদ্যমে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নহে, এই হেতু উক্ত নাটকাভিনয়ে যে সমস্ত সদ্ভাব লক্ষিত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অভাব বিচার শ্রেয়ঃ। হৃষিকেশের গৃহে মৃণালিনী মতিমালিনীর সখ্য ভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার বিদায়ান্তে মতিমালিনীর সহিত মৃণালিনীর হর্ষোৎফুল্ল মুখনির্গত আনন্দোদ্বেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থান কালে অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রিয়বয়স্যার নিকট সরলা বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদসুলভ, স্বভাবসিদ্ধ, আকস্মিক আনন্দ প্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি। কাব্য রচয়িতা এস্থলে উপস্থিত থাকিলে স্বীয় সুন্দর কল্পনা ও রচনাকৌশলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া চরিতার্থ হইতেন ও যাঁহারা বারাঙ্গনাদ্বারা নিষ্কলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাঁহারাও স্ব স্ব ভ্রান্তিমূলক আত্মশ্লাঘার খর্ব্বতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। যাহাহউক, মতিমালিনীর সময়োচিত কুলবালাসুলভ ভাব ও আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয়। মৃণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোদ্যম ও ঘৃণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্ত্তনাদ এবং অবশেষে যবনকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন

ও পতন এবং মৃত্যুকালে আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কোন রিপুপরতন্ত্র মূর্খ চঞ্চলমতি ভীরু ভদ্র সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল। নদী ও টলমলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত কথোপকথন ও গিরিজায়া কর্ত্তৃক বসন্ত কূজন সদৃশ তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুমধুর সুভাব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাসুলভ ভাব ব্যঞ্জক কথোপকথন ও সুন্দর সঙ্গীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার অপূর্ব্ব প্রণয় আলাপন ও প্রাসাদোপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃত বেশে ও স্থির গম্ভীর ভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লম্ফপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয় গুলি সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয় গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই অভিনয়ে যে যে স্থলে ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নাটককার একখানি বীররস ও আদিরস প্রধান শ্রাব্য কাব্যকে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। এরূপ কাব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে মূল কাব্য রচয়িতার কাব্যের কোন কোন অংশ দৃশ্য কাব্য সম্বন্ধে অনাবশ্যক ও অসম্বদ্ধ বিবেচিত হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে এবং স্থল বিশেষে মূল কাব্যের ত্রুটি ও অনবধানতা দৃষ্ট হইলে এবং নাটককে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করিতে হইলে কোন কোন স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক ভাব ও বিষয় নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় নাটকাভিনয়ের এই একটি প্রচলিত প্রথা আছে যে অভিনয়ের পূর্ব্বে নটনটী অথবা সূত্রধার ও তাহার কোন বয়স্য রঙ্গাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া উপস্থিত অভিনয়ের প্রস্তাবনা করিবে অর্থাৎ নাটক ও নাটক রচয়িতার নাম উল্লেখ-পূর্ব্বক অভিনয়ের অবতারণা করিয়া দিবে। শ্রাব্য কাব্যে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নাটকে ইহা আবশ্যক। উপস্থিত অভিনয়ে এই অভাবটি জনৈক অভিনেতৃ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি স্বাভাবিক বেশে উপস্থিত হইয়া সাধারণের শোক সূচক সংবাদ অনরেবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু উল্লেখ করিয়া কহিলেন অদ্য আমাদিগের ও আমাদিগের শ্রোতৃবর্গের হর্ষের দিন নহে, বিষাদেরই দিন, কিন্তু উপযুক্ত কালে সংবাদ না পাওয়াতে অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগভঙ্গ দোষ নিবারণ হেতু আমাদিগকে অগত্যা অদ্যকার প্রতিশ্রুত কার্য্য শোকসন্তপ্ত হইয়াও সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কার্য্যটি নট নটীদ্বারা সম্পন্ন হইলে আরও সুন্দর হইত। এই নাটকে মূল কাব্যের অংশ বিশেষ পরিত্যাগ করাতে নাটককার সদ্বিচার করিয়াছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থখানি যেরূপ আদিরস ও বীররস প্রধান, অভিনয়ে প্রধান নায়ক হেমচন্দ্র ও প্রধান নায়িকা মৃণালিনীর মধ্যে তদুপযোগী অবিচলিত প্রণয় ও

ঐকান্তিক অনুরাগের মুগ্ধকর ভাব প্রকটিত হয় নাই। কোন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কহিয়াছেন যে প্রণয়ের ভাব নাট্যশালাকে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যুক্ত করে, লোকের প্রকৃত জীবনকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমরা এই গূঢ় বাক্যের যাথার্থ্য এই অভিনয়ে সম্যক্ সমর্থন হইতে না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। অভিনেতা হেমচন্দ্র অবস্থা বিশেষে কখন বা বিষাদে অভিভূত হইয়াছিলেন, কখন বা উদ্যোগপরায়ণ হইয়া সাহসপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অসিচালন ব্যাপারে বিশেষ বিশারদ না হওয়াতে এবং প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাবসুলভ বীরদর্প সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে দর্শকবর্গের অন্তরে প্রকৃত বীররসের উদ্রেক হয় নাই। হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী তেজস্বী পুরুষের গুরু ও নেতা মাধবাচার্য্য কৃষ্ণ যাত্রার মুনিগোঁসাইয়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কৃশকায় পুরুষ নাটকাভিনয়ে ভাল শোভা পায় না। তাঁহার কলেবর প্রশান্ত ও তেজস্বী; বাক্য গম্ভীর এবং উপদেশ সকল সময় বিশেষে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও অধিকতর জ্ঞানপূর্ণ ও উৎসাহপ্রদ হওয়া আবশ্যক। পশুপতির বাক্য ও শরীরগত ভাবভঙ্গী সকল অনেক সময় তাঁহার চিন্তাকুলিত ও সন্দেহান্দোলিত অন্তঃকরণের ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অভিনয়ের স্থানে স্থানে জীবন্ত ভাব ও তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্কিম বাবু ভিখারিণী গিরিজায়ার শরীরে তাহার অবস্থোচিত যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, নাটককার অভিনেতাকে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে পারি না। মনোরমার সহিত হেমচন্দ্রের যে পরস্পর অপূর্ব্ব ভ্রাতা ভগিনীভাব, তাহাতে মনোরমার অনেক সময় হেমচন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করাতে সরলা মনোরমার স্ত্রীসুলভ কোমলতা প্রকাশ পায় নাই. হেমচন্দ্রকে সর্ব্বদা ভাই বলিয়া সম্বোধন করাই স্বাভাবিক: হেমচন্দ্রের সরল নিষ্কলঙ্কা পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী অল্পবয়স্কা সুন্দরী ভগ্নী মনোরমা তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায় লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন ও হেমচন্দ্র অম্লানমুখে তাহা দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিছুমাত্র দুঃখ শোক প্রকাশ করিলেন না ইহা অতি অস্বাভাবিক ভাব। মৃণালিনীর অভিনয়ের স্থানে স্থানে করুণারস উদ্দীপক ভাব প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমাদিগের দেশের লোকগণ শিক্ষিত হইলেও সুসভ্য সমাজের নিয়ম জানেন না। দর্শকগণ অনেক সময় এরূপ গোলযোগ করিয়া উঠেন ও অশিষ্ট ব্যবহার করেন যে আমরা অভিনেতাদিগের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ থাকিয়াও অনেক কথা শুনিতে পাই নাই। এ বিষয়ে উত্তম তত্ত্বাবধান আবশ্যক।

১৮ই এপ্রিল তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'হেমলতা' নাটক অভিনীত হয়। এই সময় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্প্রদায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।—

গ্রেট নেশনেল থিয়েটার। হেমলতা নাটকাভিনয়। ৬ই বৈশাখ ১২৮১-রজনী। এই রাত্রির সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনোহর, সত্যসখা, বিক্রম সিংহ, তেজসিংহ এবং হেমলতার অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। অভিনয়ে মনোহরের চরিত্র অনুরূপই ছিল, সত্যসখার স্থানে স্থানে চরিত্র রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সেনাগণের উদ্বোধন কার্য্যাভিনয়টি অতি চমৎকার হইয়াছিল। বিক্রম সিংহ ততোধিক উদ্ধত না হইলে রাজ সমুচিত হইত। কিন্তু তাহার রাজপুত রাজোচিত বীরভাবের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অভিনয় চলিযাছিল এটী এক্ষণকার কালে নিতান্ত অনুচিত বলিতে হইবে। (২৪ এপ্রিল ১৮৭৪)

১৮৭৪, ৩০এ মে তারিখে 'কুলীনকন্যা বা কমলিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর প্রায় চারি মাসের জন্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়-কার্য্য বন্ধ থাকে। ৫ই জুন 'ভারত-সংস্কারক' লিখিয়াছিলেন,—

গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি। কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী নাটকাভিনয়।

এই রাত্রে গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর সাধারণে আগামী শীত ঋতু পর্য্যন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন! আমাদিগের প্রমোদদাতা বন্ধুবর্গকে বিদায় দিবার সময় অবশ্য আমরা বিষণ্ণ হইয়াছি; তাহারা এদেশে যে শুভ কল্পনা স্থাপন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা সাধারণ জনগণের সহিত কৃতজ্ঞ আছি। বিশেষতঃ তাহারা সামাজিক সুনীতি বর্দ্ধন উদ্দেশে বরাবর উত্তমোত্তম নাটকাদির অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। একারণ আমরা প্রতি শনিবারে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিলাম। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা নূতন উৎসাহে, নূতন বলে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমাজ তাহাদিগকে বরাবর উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, সেই বঙ্গ সমাজকে পুনরায় যথাসাধ্য সন্তোষ প্রদান করিতে যত্নশীল হইবেন। এ বৎসরে যে সমস্ত ভ্রম ও ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া যাহাতে এই নাট্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

এ বৎসর গ্রেট ন্যাসনাল নাট্য সমাজ যে সমস্ত অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই উন্মাদও নায়ক নায়িকার প্রণয় অভিনয় অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কুলীনকন্যাদ্বারা বোধ হয় তাহারই একশেষ দেখাইবার জন্য এই পুস্তিকাখানি শেষ বারে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কুলীন কন্যার নায়ক নায়িকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করাতে সৎ প্রেমের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাতে গ্রন্থ বিরচিত ভাব সমূহ সুন্দর রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা দিননাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় বোধ করিলাম।

গ্রেট ন্যাশনালের মফঃস্বল-ভ্রমণ

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও মফঃস্বল-ভ্রমণে বাহির হয়। এই দল ১৮৭৪ সনের ২২এ ও ২৫এ জুন তারিখে বহরমপুরে যে-অভিনয় প্রদর্শন করেন, সে-সম্বন্ধে ৫ই জুলাই তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রটি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার মত,—

বহরমপুর গ্রেট ন্যাশেনেল থিয়েটর।—প্রেরিত। আমাদিগের বাঙ্গালীর সকল কার্য্যের বাড়াবাড়ি। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতীয় নাট্যশালা না থাকায় সকল সম্বাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুকালের মধ্যে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে সে অভাব মোচন হইল এবং কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির পরিদর্শনে ইহার কার্য্য প্রণালী কিছুকাল অতি সুনিয়মে চলিয়াছিল, তাহার পর লোকে 'থিয়েটর' একটি ব্যবসা বিবেচনা করাতে কলিকাতায় নানা দলের সৃষ্টি হইল এবং এই অবধিই পাপের স্রোত বৃদ্ধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অজাত শ্মশ্রু বিদ্যালয়ের বালকগণ পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের তাড়না তুচ্ছ বোধ করিয়া বিদ্যালয় যমালয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করতঃ থিয়েটরের দলে মিশিল এবং 'এয়ারকি' জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া অকুতোভয়ে মদ্যপানে ও নানা কুক্রিয়ায় রত হইল। প্রথমে কলিকাতা সহরেই ইহার অবতারণা হয় পরে এই সকল দল মপস্বলে যাত্রার দলের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য গমন করাতে পাপ স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্প্রতি গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটরের দল বহরমপুরে আগমন করিয়াছে। এই দল আসিবা মাত্র অলস ও অকর্ম্মণ্য বালকগণের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, তাহারা নটগণকে কলির প্রকৃত দেবতা বোধে নানা মত উপাসনা আরম্ভ করিল কেহ বা বাজার সরকারের ভার, কেহ বা বিজ্ঞাপন বিতরণের ভার এবং কেহ বা 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়লের' ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্মে পরিদর্শনের ভার লইয়া রাত্রি দিন তাহাদের বাসায় গমনাগমন করিয়া অসৎ কর্ম্মে বিলক্ষণ পরিপক্কতালাভ করিয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন কি করিবেন, তাঁহারা বিশেষ শাসন করিলেই বালকেরা নটগণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া অমূল্য জীবনকে কলুষিত করিবে। নটগণ সকলকে বলিতেছেন যে তাঁহারা বঙ্গ মাতার দুর্দ্দশা অপনীত করিতে নিতান্ত বদ্ধ পরিকর, ইহাতে তাহারা সকল বাধাকে তুচ্ছ করে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা গোঁপ কামাইয়া 'পাছা পেড়ে' কাপড় ও 'জলতরঙ্গ' মল পরিয়া দেশের উপকারে প্রবৃত্ত—আর পায় কে? উৎসাহ দাতা ভুবন বাবু কল্পতরু, তিনি

অজস্র অর্থ বৃষ্টি করিতেছেন সুতরাং নটগণের আহার ব্যবহারের কোন কষ্ট না থাকায় ক্রমেই দলের পুষ্টি হইতেছে এবং নটগণ (Recruit) 'রিক্রুট' সৈন্য সংগ্রহের ন্যায় নানা কুহক মন্ত্রে বালক সংগ্রহ করিতেছেন ; এদিগে সমাজের উন্নতি এই পর্য্যন্ত।

'গ্রেট ন্যাসানেল' প্রথম অভিনয় গত সোমবার ৯ই তারিখে এখানকার ষ্টেসন থিয়েটরে আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেসন থিয়েটর প্রকাশ্য নাট্যশালা নহে এখানকার সাহেব লোক উহা অতি যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দোদুল্যমান চিত্রপট অতি সুন্দর তাহাও 'গ্রেট ন্যাশানেল' অভিনেতাগণ ব্যবহার করিতে পাইয়াছেন। প্রথম রাত্রে হেমলতা অভিনয় হয়। হেমলতা দীনবন্ধু বাবুর কমলে কামিনীর ছায়া মাত্র। কমলে কামিনী যদিও ভাল নাটক নহে, তথাপি উহার রচনা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন২ স্থান যথার্থ বীররস উদ্দীপক কিন্তু হেমলতার রচনা ইহার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না, তবে এখানি বাঙ্গালা অনেক দৃশ্য কাব্য হইতে ভাল হইয়াছে। ইহার নাট্যাভিনয় দেখিতে অতি অল্প মাত্র ব্যক্তি গিয়াছিলেন ; হেমলতার অভিনয়ে মনে যত শোক উদ্রেক হউক বা না হউক অভিনেতা বালকটীর অবস্থা মনে করিয়া আমাদিগের অশ্রু নির্গত হইয়াছিল। অভিনয় শেষ হইলে একটি যুবক নর্ত্তকী সাজিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটকের বীররস সকল মনে স্থান পায় না আমাদিগকে হীন বল ভীরু বাঙ্গালি বলিয়াই বোধ হয়। 'হারুবর্ত্তী পরিণয়' নাটক লেখক উপস্থিত ছিলেন, তিনি ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট ১০ টাকা দিয়াও একটি স্ত্রীলোকের বসিবার আসন চাহিয়াছেন বোধ করি তিনি তাহা পাইতেও পারেন। সম্পাদক মহাশয় ইনি দেশের হিতকর কতিপয় কমিটির মেম্বর অথচ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও একটি পয়সা চাঁদা দেন নাই !

দ্বিতীয়বার গত বৃহস্পতিবার ১২ই তারিখ রাত্রে কপালকুণ্ডলার অভিনয় হইয়াছিল এ রাত্রেও দর্শক সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা না গিয়াছিলেন তাঁহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন কেন না এরূপ অভিনয় দেখিতে রাত্রি জাগরণ বৃথা কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করা অপব্যয় ভিন্ন নহে ! কপালকুণ্ডলা বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনা প্রণালী এবং গল্পটি আদ্যোপান্ত মধুর ও নির্দ্দোষ কিন্তু নাটকখানি তেমনি কদর্য্য হইয়াছে, এখানি মুদ্রিত হইলে বঙ্কিম বাবুর কাব্যের অপমান করা হইবেক। প্রথম গঙ্গাসাগর যাত্রা, নবকুমার ও তাহার দুই সঙ্গী এবং দুটি নাবিক দৃষ্ট হইয়া যাত্রার দলের 'সং' মনে হইল, তাহারা যে সমুদ্র যাত্রায় বিপদে পড়িয়াছে তাহা তাহাদিগের অভিনয়ে কিছুই বুঝা গেল না। নাবিকগণের মনের সুখে বিপদের সময় 'শারিগান' কখনই স্বাভাবিক নহে। নবকুমারের আদ্যোপান্ত অভিনয় কেবল মুখস্থ মাত্র, তাঁহার মুখে মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর আলুলায়িতা কেশা চির যোগিনী কপালকুণ্ডলাকে দেখিলে মনোমধ্যে শান্তি রসের উদয় হয় কিন্তু অভিনয়ে শীর্ণ জরাজীর্ণ কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহীর গল্পের সঙ্খিনী বা পেত্নী বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তাঁহার

যখন মতিবিবি সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন আমরা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কাপালিকের বেশ ভয়ঙ্কর কিছুই হয় নাই কিন্তু তাহার ও মন্দির রক্ষক পুরোহিতের অভিনয় ভাল হইয়াছিল। মতিবিবির অভিনয়ে তাহার গোঁপের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহার স্বর কর্কশ কিন্তু বেশ মন্দ হয় নাই. অন্য সকল অভিনেতার বেশ পুরাতন জরা জীর্ণ। দুটি সংগীত হইয়াছিল তাহা প্রীতিকর নহে এরূপ গান দুই একটি স্বং বন্ধুর নিকট গান করাই ভাল। প্রকাশ্য নাট্যশালায় ভাল শুনায় না। শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলার জলে লম্ফ প্রদান স্বাভাবিক হয় নাই। অভিনয় শেষ হইলে আমরা অবাক হইয়া থাকিলাম এবং কি জন্য যে আমরা অর্থ দিয়া আসিয়াছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছিন্ন কদর্য্য চিত্র পট এবং নটগণের অভিনয় তদুপযুক্ত দৃশ্যে কাহার আহ্লাদ বোধ হয়? ম্যানেজার বাবু আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি জানিতে পারিয়া 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসন অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার অভিনয় মন্দ হয় নাই কিন্তু সুধীর বাবুর গলা বড় কর্কশ ও মুনসফ বাবুর বেশ অস্বাভাবিক, সুমতি অনেক অশ্লীল কথা বলিয়াছিলেন. তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, গ্রন্থে এ সকল কথা নাই। অভিনেতা বাবুরা অভিনয়ের অনেক আস্ফালন করিয়াছিলেন কিন্তু কাগো কিছুই হইল না। তাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা বলিতেছেন এবারে শীতকালে কতিপয় বেশ্যা ও যাত্রার দলের 'ছোকরা' রাখিয়া 'অপেরা' কোম্পানী খুলিবেন—তাহা খুলিতে পারেন, ভুবন বাবু ব্যয়ে কাতর নহেন কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক সংকার্য্যে ব্যয় করিলে তাঁহার অর্থ ব্যয় সার্থক হইত ...... একজন দর্শক॥

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নূতন আয়োজন

মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গ্রেট ন্যাশনালের দল মহোৎসাহে নূতন করিয়া অভিনয় দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালে পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হইত। এই সময়ে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচটি অভিনেত্রী সংগৃহীত হইল। আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৮৭৪ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল,—

GREAT NATIONAL THEATRE
Beadon Street.
GRAND OPENING NIGHT.
Saturday, 19th *September*, 1874
Opera ! Opera !! Opera !!!
Great attraction, Great attraction.
Curiosity and Pleasure combined.
সতী কি কলঙ্কিনী ?
SATI KI KALANKINI.
Dancing and Singing throughout.
Orchestra under the Leadership
of
Babu Modun Mohun Burman.
NAGENDRA NATH BANERJI
Manager.

No pains and money have been spared in securing a set of choice actors and actresses for the coming season.
The Book price (annas eight).
BHOOBUN MOHUN NEUGHY
Proprietor.

১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে সমারোহের সহিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' অভিনীত হইয়া গেল। এই সময় হইতে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারের ম্যানেজার হন; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মদাস সুর ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের আয়ের হ্রাস ও টাকাকড়ির গোলযোগই এই পরিবর্ত্তনের কারণ—কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।* 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালে ছিলেন না। বিনোদিনী দাসী রচিত 'আমার কথা' পুস্তকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না ;

* 'গিরিশচন্দ্র'—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৮২।

ইহার পর-সপ্তাহের শনিবারে—২৬এ সেপ্টেম্বর আবার 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হয়। ১লা অক্টোবর তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন,—

গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর এবার যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে এত দিনের পর বুঝি ইঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। বাবু ভুবনমোহন নেউগী ইহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহারা যদি এখন ভাল ভাল নাটক পান এবং আবার আত্ম কলহ না করেন তবে ইহারা কৃতকার্য্য হইবেন। গত দুই অভিনয়ে লোকে অনেক আশান্বিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৭৪, ৩রা অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের অভিনয় হয়। ১০ই অক্টোবর পুনরায় 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'ভারতে যবন' নাটক দুইখানির অভিনয় হইয়া পূজাবকাশ পর্য্যন্ত থিয়েটার বন্ধ থাকে। ১৩ই অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান' শেষোক্ত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া জানান যে পূজার ছুটির পর এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইবে।* ৪ঠা নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ 'রুদ্রপাল' নামে ৩১এ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়,—

GREAT NATIONAL THEATRE. On Saturday last the play of 'Macbeth' or 'Rudropal', dramatized in Bengalee, by one of the managers from the well-known English romance, was for the first time performed by the above theatrical company···

১৮৭৪ সনের ১৪ই ও ২১এ নবেম্বর তারিখে 'আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অভিনয় হয়। 'আনন্দ কাননে' অর্দ্ধেন্দুশেখর একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। শেষের তারিখের অভিনয় সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যান' ২৪এ নবেম্বর তারিখে লেখেন,—

THE GREAT NATIONAL THEATRE.—The opera, Ananda Kanan (The Bower of Bliss), or *Madaner Digbijaya*, was performed at

* "The Theatre will be closed till after vacation, when Shakespear's Macbeth in Bengali will be played."—*The Englishman* for Octr. 13, 1874.

the National Theatre for the second time on Saturday last before a good, though not a crowded, house. The performance was fairly done, the actors and actresses acquitting themselves creditably. Among them the following deserve special mention: *Rati* and *Sauti* represented by Jadumani, *Kabita* and *Kamala* by Rajkumari, *Ahamika* by Kheto. *Chapalata* by Haridasi, *Lila* by Kadu. *Sangit* by Hari Charan Banerjee, *Madan* by Socresh Mitter, *Basanta* by Nagendra Nath Banerjee, *Abibekaka** by Ardhendu Mustafi, and *Narayan* by Amrita Lal Bose...

কিন্তু অভিনয় সাফল্যলাভ করিলেও গ্রেট ন্যাশনালের দলটি বেশী দিন একত্র রহিল না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' যে আত্মকলহ সম্বন্ধে গ্রেট ন্যাশনালকে সাবধান করিয়াছিলেন, সেই আত্মকলহে দলটি শীঘ্রই বিভক্ত হইয়া গেল।

১৮৭৪, ২৬এ নবেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পরবর্ত্তী ২৮এ নবেম্বর তারিখে 'রুদ্রপাল' এবং ২রা ডিসেম্বর বুধবার অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী উপলক্ষে 'শত্রুসংহার' নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুইটি অভিনয় হয় নাই বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ প্রথমটি যে হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। এই সময়েই গ্রেট ন্যাশনালের দলে একটা গোল বাধে। গিরিশচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতা শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

...লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'আনন্দ কানন' গীতিনাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে প্রীত করিয়া সম্প্রদায়ও বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনবাবুকে বলেন,—'তুমি একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দাও,— আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে।' ভুবনমোহন বাবু এরূপ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। ('গিরিশচন্দ্র,' পৃ. ১৮৩)

১৮৭৪, ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদেও টাকা-পয়সা সংক্রান্ত গণ্ডগোলের ইঙ্গিত আছে। সংবাদটি এইরূপ,—

THE NATIONAL THEATRE.—A correspondent writes to say that there has been a collapse at the Great National Theatre.

and there was no performance on Saturday night [28 November]. He also mentions some painful facts which may transpire in the Police Court, if, as he says, a warrant has been issued against one prominent character connected with it, for his apprehension on a charge of embezzlement and criminal appropriation; the amount of defalcation is stated to be Rs. 10,000. which is probably an exaggeration, as is also the statement that a young native gentleman has been induced to incur debts, in connection with the theatre, to the extent of Rs. 50,000.

এই সংবাদে অবশ্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই যখন নগেন্দ্রবাবু 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম দিয়া কয়েক জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করিতে থাকেন তখন মনে হয়, নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার দলীয় লোকদের গ্রেট ন্যাশনাল ত্যাগ করিবার কারণ এইরূপ কোন মতান্তর।

নগেন্দ্রবাবুর দল পরিশেষে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করে। সেজন্য উহার পরবর্ত্তী ইতিহাস বেঙ্গল থিয়েটারের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর যতদিন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল, ততদিনের কথা এস্থলে বলিয়া লওয়া সুবিধাজনক।

এ-পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছাড়িবার পর নগেন্দ্রবাবুর দল প্রথমে চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন। ১৮৭৮, ২৭এ ডিসেম্বর (রবিবার) তারিখের 'সাধারণী' পত্রে দেখিতে পাই,—

> কলিকাতার ন্যাসানেল থিয়েটর চুঁচুড়ার বারিকে আসিয়া অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গতবর্ষে আসিয়া যাঁহারা মোহন্ত নাটক দেখাইয়া সাধারণকে প্রীত করিয়াছিলেন, এঁরাই সেই দল। গত বৃহস্পতি বারে [২৪এ ডিসেম্বর] দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হইয়াছিল, গত রাত্রে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতাভিনয় হইয়াছিল। কাল রাত্রিতে বৃটিশ চন্দননগরের উমাচরণ সিংহের বাটীতে 'জামাই বারিক' অভিনীত হইবে।

অতঃপর এই দল 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে গড়ের মাঠের সুপরিচিত লিউইস্ থিয়েটার রয়ালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অভিনয় করেন। ১৮৭৫, ১২ই জানুয়ারি (মঙ্গলবার) তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে এই অভিনয় হয় ৯ই জানুয়ারি। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য

দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাদুমণি, এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' মাতালের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। মদনমোহন বর্ম্মণের নেতৃত্বে কনসার্টও ভালই হইয়াছিল।

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেজে অভিনয় করেন। ১৮৭৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী', এবং ৩০এ জানুয়ারি 'আনন্দ কানন' ও 'ভারতে যবন' নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও বিবরণ 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত হয়। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শেষের দিনের অভিনয়ে খুব জনসমাগম হয় এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করে।

১৮৭৫, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যানে' বিজ্ঞাপিত হয় যে ১৯এ ফেব্রুয়ারি হইতে অপেরা হাউসে অনেকগুলি গীতিনাট্য অভিনীত হইবে এবং ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকিবেন। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা অনেক দেশীয় অভিনেত্রী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে তাহাও জানানো হয়। ১৯এ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হইবে বলিয়াও এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে।

গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া ৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে অভিনয় আরম্ভ করে।

আবার গ্রেট ন্যাশনালের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর ধর্ম্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হইলেন। তিনি পূর্ব্বেও ম্যানেজার ছিলেন; কিন্তু মাঝে কিছুদিনের জন্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার হন। নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন দল গঠন করিবার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর নামে গ্রেট ন্যাশনালের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। ১৮৭৫, ১৬ই জানুয়ারি তারিখের বিজ্ঞাপনে আবার ধর্ম্মদাস সুরের নাম দেখা যায়।

এই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবার পর ১৮৭৪ সনের ১২ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে 'শত্রুসংহার' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি ভট্টনারায়ণের

'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় কর্তৃক রচিত। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকের অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকা লইয়া সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত।...তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'বেণী-সংহার' [শত্রুসংহার] পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বইএর ড্রেস-রিহার্সাল হয় সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা— রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।...ইহার কিছুদিন পরই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।...এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেই সঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। ('আমার কথা', ১৩২০, পৃ. ২৩-২৭)

১৮৭৪, ১৯এ ডিসেম্বর তারিখেও 'শত্রুসংহারে'র অভিনয় হয় এবং তাহার পরের সপ্তাহে (২৬এ ডিসেম্বর) 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের অভিনয় হয়।

এই সময়ে বঙ্গীয় নাট্যশালায় কোন বড় জমিদার বা রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয় করিবার একটা রেওয়াজ হয়। বেঙ্গল থিয়েটারই উহার প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৮৭৫, ২রা জানুয়ারি তারিখের অভিনয়-সম্বন্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :—

Under the distinguished and kind patronage of
His Highness, Moharaj Koomar Hurundra
Kissore Sing Bahadur of Bhettia.
His Highness will be personally present.

এইদিন দুর্গাদাস দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের * প্রথম অভিনয় হয় ; অভিনয় খুব সফল এবং উহাতে খুব জনসমাগমও হয়।

ইহার পর-সপ্তাহে (৯ জানুয়ারি) উহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৪ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন,—

> গত শনিবার এবং তাহার পূর্ব্বেকার শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে শরৎ সরোজিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দুই দিন রঙ্গ ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শরৎ সরোজিনী নাটকের অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের এই রূপ কৌতুহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় না কি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচ শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু জীবিত থাকিলে অদ্য তাঁহার কি সুখের দিন হইত। বস্তুতঃ নাটক খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল শরৎ সরোজিনী, সুকুমারী, হরিদাস, মতিলাল ও ভগবানের অংশ সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। বিনয়ের অংশ ভাল হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কের অভিনয় জঘন্য হইয়াছিল। সভার দৃশ্য ও বক্তৃতাদি অপকৃষ্ট হইয়াছিল। শেষ গর্ভাঙ্কের অভিনয় এত উত্তম হইয়াছিল, যে দর্শক মণ্ডলীর অধিকাংশই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন আমরা গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরের ম্যানেজরদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন আগামী শনিবার এবং আরও দুই তিন দিন এই নাটক খানি অভিনয় করেন : দর্শকের কিছু মাত্র অপ্রতুল হইবে না।

১৮৭৫, ১৬ই জানুয়ারি প্যাণ্টোমাইম ও রাসলীলা প্রদর্শিত হয়। এই অভিনয়ে ব্রহ্মদেশের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ২১এ জানুয়ারি 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন,—

> গত শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে 'প্যাণ্টোমাইম' হইয়াছিল। দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল বলিতে হইবে। বর্ম্মার রাজার দূত উপস্থিত ছিলেন। আগামী শনিবারে শরৎ-সরোজিনী নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হইবে। এবারেও জনতা হইবার সম্ভাবনা।

২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হয়। উহা প্রমথনাথ মিত্রের 'নগ-নলিনী'।

* শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেকে ভ্রমক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাসকে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু নাটক-খানির প্রকাশক বটেন।

১৮৭৫, ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান' হইতে আমরা জানিতে পারি, ২৮এ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) হোলকার সদলবলে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ি গমন করেন। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, বেখিয়ার মহারাজকুমার, ব্রহ্মরাজ-দূত, মহীশূর-বংশ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনখানি অভিনয় করেন। অভিনয় দেখিয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পশ্চিম-ভ্রমণ

মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কতকগুলি অভিনেতা গ্রেট ন্যাশনালের নামে অভিনয় করিবার জন্য পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হন। এই দলে ধর্ম্মদাস সুর, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি ছিলেন। ১৩৩১ সালের 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে প্রকাশিত বিনোদিনীর 'আমার অভিনেত্রী জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পশ্চিম-ভ্রমণের অনেক কথা পাওয়া যায়। উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, আমাদের থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। মা আমায় একলা ছেড়ে দিতেন না, তিনিও আমার সঙ্গে গেলেন। যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের প্রথমে দিল্লীতেই যাওয়া হয়।......দিল্লীতে অভিনয় সাত আট দিন হয়েছিল। সেখানে বড় সুবিধে হয়নি। তবে আমরা আরও দিন-সাতেক সেখানে ছিলাম। যা যা দেখবার, আমাদের সব দেখান হয়েছিল।......আমরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে রওনা হলাম। [পৃ. ৩২০] *
>
> লাহোরে আমরা অনেক দিন ছিলাম। তবে অভিনয় রোজ হ'ত না, বোধ করি দশ-বার দিন মাত্র হয়েছিল। নাচগানের বই-ই সেখানে বেশী চলত, নাটকের অভিনয় বড় হ'ত না। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে খুব আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায়ই বড় বড় লোকদের বাড়ি তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত। তাঁরই জন্যে আমাদের সেখানে অত বেশী দিন থাকতে হয়েছিল। আমরা সকলেই কিন্তু সেখানে বেশ আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ছিলাম।...

* "The Great National Theatre Company of Calcutta have gone to Lahore."—*The Indian Mirror* for April 7. 1875..

যাক, ক্রমে আমাদের বিদায় নেবার সময় এল। শেষ অভিনয়ের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি গান বেঁধে দেন, তার একটি লাইন আমার মনে আছে; গানটি এই,—

"লাহোরবাসি, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে আমাদের সকলের—"

গানটি গাওয়া হ'ল,

"নিদয় বিধাতা, কেনরে আমারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করিয়া—"

এই সুরে। অভিনয়ের পর একটি সভা হয়, আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জলের মধ্যে লাহোরবাসীদের কাছে বিদায় নিই।

আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং ব'লে একজন মস্ত বড় লোক সেখানে ছিলেন, তাঁকে সবাই রাজা ব'লে ডাকৃত। তাঁর খেয়াল হ'ল আমায় তিনি বিয়ে ক'রে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর এ কথাও বললেন, মা যদি সেখানে থাকতে চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই; মাকে তিনি মাসে ৫০০৲ ক'রে টাকা দেবেন। মা ত কেঁদেই অস্থির, তাঁর ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে নেন। ধর্ম্মদাস বাবু তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'না গো ওরা ভদ্রলোক, ওরা অসদব্যবহার করবে না। আর আমরাও শীগ্‌গির চলে যাচ্ছি, ভয় কি।' আমি সিংজীকে দেখেছিলুম, খুব সুন্দর, কিন্তু সে তার লম্বা দাড়ি। দেখেই ভয় হ'ত, আমি ছোটবেলা দাড়িওলা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না। হাঁ। একটা কথা বলা হয় নি,—'সতী কি কলঙ্কিনী'তে আমি রাধিকা সেজেছিলাম, সেই সাজে আমায় দেখে তাঁর বিয়ে করতে খেয়াল হয়েছিল। শেষটা গল্পের মতই হ'ল, আমাদের বিয়ে আর হ'ল না।

এ ত সামান্য টাকা,—আমার এই অভিনেত্রী-জীবনে দু-তিনবার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে এসেছিল, থিয়েটারের মায়ায় তা আমি ধুলোর মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম।...

লাহোর থেকে আমরা মিরাট যাই; সেখানে মাত্র তিন দিন অভিনয় হয়েছিল। ...[পৃ. ৩৬১-৬৩]

মিরাট থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার মাঝখানে দিন-কতক আমরা আগ্রায় 'প্লে' করি, আগ্রায় আমরা বেশী দিন ছিলাম না। বোধ হয় সেখানে টিকিট বিক্রয় বড় বেশী হ'ত না। মাত্র তিন চার দিন আমরা আগ্রায় ছিলাম। রাত্রে অভিনয় হ'ত, আর দিনের বেলায় আমাদের কাজ ছিল, তাজমহল, যমুনার ধার, আর বড় বড় সব বাড়ি দেখে বেড়ান। ধর্ম্মদাস বাবু এবং অবিনাশ বাবু আমাদের এই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন; তাঁদের উপর নির্ভর ক'রে

আমরা যেমন বিদেশে গেছিলাম, তাঁরাও তেমনি যত্ন ক'রে আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের ব্যবহারে কোন দোষ ধরবার ছিল না। আগ্রায় অভিনয় করবার সময়ই কথা উঠলো, বৃন্দাবনের এত কাছে এসে, গোবিন্জী না দেখে দেশে ফেরাটা নিতান্তই অ-হিন্দুর মত হয়, কাজেই দলের সকলেরই মত হ'ল, লক্ষ্ণৌ যাবার আগে একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়াই উচিত। যেমনি কথা উঠলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তখন আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাবার রেল হয় নি। আমাদের সব উটের গাড়ীতেই যেতে হ'ল। দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে গাড়ীতে উঠলেম। উটের গাড়ীখানা দোতলা ছিল, আমি ত আগেই দোতলার ওপর উঠে বসলাম; লক্ষ্মী নারায়ণী আমার সঙ্গেই ওপরে এসে বস্‌ল। মা, ক্ষেতুদিদি এরা সব নীচেই বস্‌লো—কাদম্বিনীও তাদের সঙ্গে বস্‌লো, তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, তিনি একটু গম্ভীর হয়েই থাকতেন, একে গায়িকা, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী. যাক—তারপর সমস্ত দিন-রাত হটর-হটর ক'রে উটের-গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বৃন্দাবনে পৌছান গেল। যাবার সময় পথে সকলের কি আনন্দ, দেবদর্শনের জন্য সকলের কি উৎসাহ।...

শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে পরদিনই আমরা সেই উটের গাড়ী চড়ে আবার আগ্রায় ফিরলাম। সেখানে একরাত্রি বিশ্রাম ক'রে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে রওনা হলাম। [পৃ. ১৯৩-৯৪]

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম থেকে পর দিনই আগ্রায় ফিরে এসে একরাত্রি বিশ্রাম করা হ'ল। তারপর আমরা সদলবলে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলাম। আমাদের যাবার আগে সেখানে আমাদের একজন লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে গিয়ে আমাদের জন্তে একটা বাসা ঠিক ক'রে রেখেছিল। আমরা গিয়ে ত সেখানে উঠলাম। সেখানে ছত্রমঞ্জিলে ধর্ম্মদাস বাবু সিন খাটিয়ে এক রকম ক'রে ষ্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল। কল্‌কাতার নামজাদা ন্যাসান্যাল থিয়েটার অভিনয় করতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে লোক ছুটে আস্‌তে লাগল, থিয়েটার দেখবার জন্তে মারামারি পড়ে গেল। মস্ত বড় এক বাড়ির মধ্যে আমাদের ষ্টেজ বাঁধা হয়েছিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলছিল, সমস্ত বাড়িটা লোকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল।

প্রথম দিন লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তারপর একখানি অপেরা, 'সতী কি কলঙ্কিনী,' কি 'কামিনীকুঞ্জ' এমনই একখানি কি অপেরা ; এই দু-খানি অপেরাই বেশী হ'ত।

দু-দিন অভিনয় করবার পর একদিন বিশ্রাম করবার জন্য অভিনয় বন্ধ রইল। সে দিন আমরা বেড়াতে বার হলাম। কত বাগান, বেগম মহল. আমরা দেখে বেড়াতে লাগলাম।......

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন ক'রে আসা হ'ল। যত সব বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড় লোক, সবই সে-দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির করা হ'ল, 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সব চেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জমত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!

নীলমাধব বাবু কর্ত্তা সাজতেন, নবীনমাধব সাজতেন মহেন্দ্র বাবু, বিন্দুমাধব ভোলানাথ ব'লে একজন নতুন লোক, উড সাহেব অর্দ্ধেন্দুবাবু, তোরাব মতিলাল সুর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশ বাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, তার ওপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাটুকাটু মারমার গোঁয়ার-গোবিন্দ-গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত, হাঁা সত্যিকারেরই রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে—আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তার পর মতিলাল সুরের তোরাব, সে তোরাব আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর। বিন্দুমাধবটি ভালমানুষ, কর্ত্তাও নিরীহ গোছের লোক।

ফিমেল পার্টে—ক্ষেত্রদিদি সাবিত্রী, কাদম্বিনী সৈরিন্ধ্রী, আমি সরলা, লক্ষ্মী ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়ণী।

পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের এই যেরা বাড়িতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।

সেদিন বাড়ি একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

অভিনয় ত আরম্ভ হ'ল। হাঁা ভাল কথা, সেদিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল ইংরাজীতে, এবং তার সঙ্গে দু-চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সেদিন যেন কেমন ভয়-ভয় করছিল,—কিন্তু অভিনয় যতই এগিয়ে যেতে লাগল, আমাদের সে ভয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় করতে লাগলাম।

ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার ক'রে বলছে, 'ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।' তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে,

অমনই সাহেব-দর্শকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হ'তে লাগল—সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচ জনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল,—আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না! ভাবলাম, আর রক্ষে নাই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে!

যাক্, কতক সাহেব চলে গেল, যারা তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের ওপর উঠে এল, তাদের আর পাঁচজন ঠেকাতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে এলেন,—সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব। সৈন্য আসতে তখন গোলমাল কতকটা ঠাণ্ডা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলেন এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্ম্মদাস বাবু চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নীচে তিনি চুপ ক'রে বসে আছেন। কার্ত্তিক পাল ত তাঁকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন;—তিনি কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত্ত ছেড়ে বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশ বাবু, অর্দ্ধেন্দু বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব'লে দিলেন, 'এখানে আর অভিনয় ক'রে কাজ নেই, পুলিস সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন? আজ রাত্রে সেখানে পুলিস পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।'

আমরা ত দুর্গা নাম করতে করতে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হলাম। অনেক অভিনেতাও আমাদের গাড়ীর পেছন পেছন একা ক'রে আসতে লাগলেন। সিন ড্রেস সব সেইখানেই পড়ে রইল, অবশ্য পুলিসের জিম্মায়। ঠিক হ'ল, সকালে এসে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় এসে পড়লাম। সে ছাই বুকের কাঁপুনি কি আর যায়! খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গেল, অনেকেই কিছু খেলে না। সকালে কখন কি ক'রে কলকাতায় ফেরা যাবে, তারই পরামর্শ হ'তে লাগল। সে রাতটা আর কারু চোখে ঘুম এল না, ঘুম কি আর আসে!

সকাল বেলা উঠে, ধর্ম্মদাস বাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে চলে গেলেন। সিন্ ড্রেস দেখে আসবার কথা উঠল। ধর্ম্মদাস বাবু বললেন, 'আমি ওখানে আর যাচ্ছি না

সিন ড্রেস থাক পড়ে।' সেখানে যে-সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা কুলি পাঠিয়ে সিন ড্রেস সব আনিয়ে বেঁধে ছেঁদে লাগেজ ক'রে দিলেন। তাঁদের ভারি ইচ্ছে ছিল আরও দু-এক দিন এখানে অভিনয় হয়, তাঁরা সব ষ্টেশনে এসে সে-কথাও বললেন, 'ষ্টেশনের মাঠে ষ্টেজ বেঁধে আপনারা আরও দুটো দিন অভিনয় করুন।' কিন্তু কেউ আর সেখানে থাকতে রাজি হলেন না।...[পৃ. ৪২৭-২৯]

উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হয়, লক্ষ্ণৌয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় একদিন মাত্র হয় এবং সেইদিনই এই গণ্ডগোল হয়। কিন্তু 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত সমকালীন একটি সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে লক্ষ্ণৌয়ে নীলদর্পণের অভিনয় ইহার পূর্ব্বেও অন্ততঃ একবার হইয়াছিল। নিম্নে ১৮৭৫ সনের ৩১এ মে তারিখের 'সাধারণী' হইতে যে বিবরণটি উদ্ধৃত হইল তাহাতে গোলমালের কোন উল্লেখ নাই। বিনোদিনী যে-ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা 'সাধারণী'তে বিবৃত অভিনয়ের দিন ঘটিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই উহার কোন-না-কোন উল্লেখ সেই পত্রিকায় থাকিত। সেজন্য মনে হয় লক্ষ্ণৌয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় একাধিক বার হইয়াছিল। 'সাধারণী'তে প্রকাশিত বিবরণটি এইরূপ,—

নাটকাভিনয়। লক্ষ্ণৌয়ে।—লক্ষ্ণৌয়ে ন্যাশান্যাল থিয়েটরের দ্বারা সতী কি কলঙ্কিনী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে অভিনীত হইয়াছে।...অভিনেতাদের সহিত concert ছিল না। রমণী কণ্ঠনিঃসৃত তানলয়-বিশুদ্ধ দেশীয় গীত শ্রবণান্তর কর্কশ নিনাদী ইংরাজি বাগু শ্রুতি-সুখকর হয় না।...কৃষ্ণের স্বর কিছু কর্কশ বোধ হইয়াছিল। কুটিলা অতি উৎকৃষ্ট রূপে অভিনয় করিয়াছিল। অভিনেতৃ গণের মধ্যে যিনি কুটিলা সাজিয়া ছিলেন, তাঁহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণের কালী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে বাস্তবিক আমরা আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরিচ্ছদ পরিপাটি হইয়াছিল।

ইহার পর 'ভারত মাতার বিলাপ' অভিনীত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে অভিনীত হয় নাই, মধ্যে অনেকাংশ পরিত্যাগ করিয়া অল্পেতেই সমাপ্ত করা হইয়াছিল। বোধ হয় রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়া। যাহা হউক যত দূর হইয়াছিল, তাহাতে বলিতে পারি যে, মন্দ হয় নাই; তন্মধ্যে শেষের ভৈরবীর গীতটী (যাহা 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে) অতিশয় মিষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ 'ভারত সঙ্গীত' মন্দ গীত হয় নাই,...।

অতঃপর নীলদর্পণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।...সাধু চরণের অভিনয় ভাল হয় নাই,...। উড্ সাহেবের অভিনয় যার পর নাই উত্তম হইয়াছিল,...। নবীন মাধবকে পণ্ডিত মহাশয় অথবা গুরুপুত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কারণ তাঁহার কথা বার্ত্তা সেই রূপের বোধ হইতে লাগিল। পদী ময়রাণীর অভিনয় মন্দ হয় নাই,...ইঁহাদের সহিত লোক অল্প থাকায় দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ৪টী বালক, এবং ২ জন পণ্ডিতের অবতারণা করা হয় নাই।...নবীন মাধবের অভিনয় ভাল হয় নাই। লোকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন যে, দোষইত সমস্ত, তবে অভিনয় নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এই সকল দোষ সত্ত্বেও অভিনয় উত্তম হইয়াছে। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে আদরী, সৈরিন্ধ্রী, ক্ষেত্রমণি এবং রেবতীর অভিনয় অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। সাবিত্রীর অভিনয় ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ইনিই যে পূর্ব্বে আদরী সাজিয়া ছিলেন, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইল। রোগ ও উড সাহেবের বিশেষতঃ দ্বিতীয়ের যদি সাজ ভাল হইত, তাহা হইলে ইঁহাদের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। তোরপ, রাইচরণ, গোপীনাথ ইহাদেরও অভিনয়ে লোক মোহিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনালের একটি অংশ যখন পশ্চিমে অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন মূল গ্রেট ন্যাশনালও কলিকাতায় অভিনয় করিতেছিল। বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু সে-সময়ে এই নাট্যশালার 'অস্থায়ী ম্যানেজার' ছিলেন। এই কয় মাসের মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে যে-সকল অভিনয় হয় তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি:—সধবার একাদশী (২০ মার্চ্চ), নয়শো রূপেয়া (১০ এপ্রিল), তিলোত্তমাসম্ভব (১৭ এপ্রিল), সাক্ষাৎ-দর্পণ (২৪ এপ্রিল) ও নন্দন কানন (৮ মে)।

মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই উপলক্ষে ১৮৭৫, ১৫ই মে তারিখের 'ইংলিশম্যানে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

The portion of the Company, lately giving so many successful performances in Delhi, Lahore etc., so favorably noticed in the Papers, having just returned to Calcutta, the performances henceforth will be on a grand scale. The Orchestra under the direction of Madan Mohan Barman is a charming one.

মদনমোহন বর্ম্মণের প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি কাদম্বিনী নামে একটি অভিনেত্রীকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে

যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আবার গ্রেট ন্যাশনালে ফিরিয়া আসেন।

১৮৭৫ সনের ৩রা জুলাই তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় হয়। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশ, এই অভিনয় মহেন্দ্রবাবুর সাহায্যার্থ হয়, এবং মহেন্দ্রলাল নিজে ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন; আলাউদ্দীনের ভূমিকা গ্রহণ করেন গোপালচন্দ্র মজুমদার। এই নাটকের শেষে জনপ্রিয় অভিনেতা যাদুমণি 'ভারত-সঙ্গীত' গান করেন।

দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার

ইহার অল্পদিন পরেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভুবনমোহন নিয়োগী স্বত্বাধিকারী হইলেও ধর্ম্মদাস সুরই উহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। আগষ্ট মাস হইতে ভুবনবাবু ধর্ম্মদাস সুরের হাত হইতে কার্য্যভার অপসারিত করিয়া রঙ্গমঞ্চ শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইজারা দেন। ১৮৭৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিতে পাই,—

> GREAT NATIONAL THEATRE.—The grand Beadon Street pavilion, owned by Babu Bhuban Mohan Neogi, has been leased out to Babu Krishna Dhan Banarji, and this evening the brilliant and successful drama, Padmini, or the Jewel of Rajasthan, will be performed under the management of Babu Mohendro Nath Bose...

এই ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে আছে। অবিনাশবাবু বলেন,—

> ...মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাস বাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজের সম্মুখে অভিনয় করিয়া গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় যেরূপ অধিক অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন বাবুকে যৎসামান্য অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহার স্বরূপ একখানি অল্পমূল্যের রুমাল ও

একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া ভুবনমোহন বাবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ খৃঃ) হইতে শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষ্ণধন বাবু থিয়েটারের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল থিয়েটার' নামকরণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রলাল বসুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন ; ...(পৃ. ১৮৪-৮৫)

এই সময় ধর্ম্মদাস সুর ও আরও কয়েক জন অভিনেতা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহারা 'দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটার' নাম লইয়া ১৮৭৫, ১৪ই আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। বেঙ্গল থিয়েটারের বিবরণে এ-কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহেন্দ্রলাল বসুর অধ্যক্ষতায় ১৮৭৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপনেও থিয়েটারের নাম 'গ্রেট ন্যাশনাল' বলিয়াই পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যানে' 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহাতে থিয়েটারের নাম The Indian (late *Great*) National Theatre বলিয়া দেওয়া আছে। ১৭ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যানে' শরৎ-সরোজিনী অভিনয়ের যে বিবরণ বাহির হয় তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

The following actors and actresses deserve special mention :—Babu Mohendro Lal Bose (representing *Sarat Kumar*), Kiranchandra Banarji, Jagattarini, Bindu Basini and Kshetramoni. The songstress, Jadumoni, deserves praise.

ইহার পর এই নূতন নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৫ সনের ২১এ আগষ্ট। বিজ্ঞাপনে আছে—"With an entirely new cast." এই সময়েই অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আসিয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে' যোগদান করেন বলিয়া মনে হয়। বিনোদিনী তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন,—

তখন নীলদর্পণের অভিনয় খুব সমারোহে চলছিল, সেই সময় ভুনিবাবু (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) আমাদের থিয়েটারে এলেন. এর আগে ত তাঁকে দেখিনি. শুনলাম ইনি

জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়িতে যে থিয়েটার হয় তাতে নীলদর্পণে ছোট-বৌ সাজতেন। এবারে আমাদের এখানে তাঁকে আর সেই ছোট বৌটি সাজতে হ'ল না, সাজলেন তাঁর স্বামী বিন্দুমাধব।

'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দুই দিন পরে—২৩এ আগষ্ট তারিখে সুকুমারী দত্তের * সাহায্য-রজনী উপলক্ষে 'অপূর্ব্ব সতী' অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ও ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে যথাক্রমে দুইখানি নূতন নাটক অভিনীত হয়; নাটক দুইখানির নাম 'ডাক্তার বাবু' ও 'কনকপদ্ম'।

১৮৭৫, ৬ই নবেম্বর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' অভিনীত হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। পূজাবকাশের পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে ইহাই প্রথম অভিনয়, কারণ বিজ্ঞাপনে "Grand Opening Night" দেখিতেছি। খুব সম্ভব উহার অব্যবহিত পরেই এই থিয়েটারে আর একটি পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৭৫ সনের আগষ্ট মাসে শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ইজারা লন। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

> চারিমাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি [কৃষ্ণধন বাবু] ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না। ভুবনমোহন বাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।
>
> এবার গ্রেট ন্যাসান্যালের ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস [হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র] এবং ম্যানেজার হইলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। (পৃ. ১৮৫)

* এই অভিনেত্রীটি প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার নাম ছিল গোলাপ। শরৎ-সরোজিনী নাটকে তিনি 'সুকুমারী'র ভূমিকা অতিশয় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'সুকুমারী' নাম দিয়াছিল। ১৮৭৫ সনের প্রথম দিকে উপেন্দ্রনাথ দাসের চেষ্টায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৭৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে পাই—

> সাপ্তাহিক সংবাদ।...প্রতিধ্বনি বলেন, গ্রেট-ন্যাসনেল থিয়েটারের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোলাপমোহিনীর সহিত উক্ত নাট্যশালার অন্যতর অভিনেতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দত্তের বিবাহ ১৮৭২ অব্দের তিন আইন অনুসারে আগামী মঙ্গলবার নির্ব্বাহ হইবে, এমত কথা আছে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ও থিয়েটার-সংক্রান্ত নূতন আইন

১৮৭৫, ২৩এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, এই নাট্যশালার 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম উঠিয়া পূর্ব্বনাম আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই সময়েই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটে। যে-বিজ্ঞাপনটির কথা বলিলাম তাহা এইরূপ,—

GREAT NATIONAL THEATRE.

Sensational Attractions !!
Saturday 29th December, 1875.

হীরক চূর্ণ নাটক

THE DEPOSED GAEKWAR !!

The subject is of *National* interest, and the performance will be sustained with zeal and ardour by all the actors and actresses of the Theatre.

Railway train on the Stage !!!

The author himself has kindly consented to take up a part in the play.

অমৃতলাল বসু এই নাটকের প্রণেতা।* ইহাই তাঁহার প্রথম নাটক-রচনা। 'হীরকচূর্ণ' নাটকটির বিষয় গাইকোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতি।

ইহার পর ১৮৭৫, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে দুর্গাদাস দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে সুকুমারী দত্ত বিনোদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

পর বৎসর (১৮৭৬) ৮ই জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বেলেটার জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রকৃত বন্ধু' নাটক অভিনীত হয়। বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

* ইহা প্রকাশিত হইলে ১৮৭৫ সনের ১৭ই জুন 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—
হীরক চূর্ণ, অথবা গাইকোয়াড় নাটক, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ৸০ আনা। গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছি তাহার নাম অমৃতলাল বসু এবং তাহাকে আমরা একজন খাতাপন্ন আক্টর বলিয়া জানি।...

হেমলতার পর আমাদের যে নূতন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম 'প্রকৃত বন্ধু'। এ নাটকে নায়ক সাজলেন, স্বর্গীয় মাধু বাবু। এঁর পুরা নাম, বাবু রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ৺ আর. জি. করের ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মাধু বাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি অভিনেতাও ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক ব'লেও এঁর খ্যাতি ছিল খুব। মাধু বাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা। ('রূপ ও রঙ্গ', ১৮ মাঘ ১৩৩১)

'প্রকৃত বন্ধু' নাটক অভিনয় হইবার পরের তিন সপ্তাহে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের এবং ৫ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারি 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়। উহার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯এ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে যে অভিনয় হয়, উহা বঙ্গীয় নাটশালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ এই অভিনয়ের ফলে গবর্মেণ্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্য আইন করেন।

ঘটনাটি এই। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স রূপে কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের বাড়িতে আহ্বান করেন। যুবরাজ তাঁহার ভবানীপুরের বাড়িতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া ভারতীয় প্রথায় বরণ করেন।* এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী-সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং কাগজে অনেক লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীমাৎ' শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষ্যেই লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানা প্রহসন অভিনয় করে। প্রহসনখানির নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ সনের

* "His Royal Highness the Prince of Wales went, we are told, to the residence of the Hon'ble Babu Juggodanand Mukerji, Member of the Bengal Council and Junior Government Pleader, accompanied, among others, by Her Highness the Begum of Bhopal and the Hon'ble Miss Baring. A large number of Bengali ladies and girls congregated at the house of the Babu to see his Royal Highness. The visit we are informed, was arranged through Dr. Fayrer, to enable the Prince to have an idea of the Bengali Zenana life."—*The Indian Mirror* for Jany. 5, 1876.

১৯এ ফেব্রুয়ারি শনিবার 'সরোজিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর এই প্রহসনখানিও অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয়ে খুব জনসমাগম হয় এবং পরবর্ত্তী বুধবারে (২৩ ফেব্রুয়ারি) গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর সাহায্যার্থ 'সতী' কি কলঙ্কিনী" ও 'গজদানন্দ' অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন 'গজদানন্দ' ভিন্ন নামে ও আকারে অভিনীত হয় বলিয়া একজন দর্শক উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় হইবার পরই একজন সম্ভ্রান্ত ও রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হান প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিস হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কর্ণাটকুমার নাটক,' এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটিকে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল। অভিনয়-শেষে থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করিলেন। ১৮৭৬, ৩রা মার্চ্চ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে প্রকাশ,—

> ন্যাসন্যাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্তচক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন; যুবরাজকে দিল্লীশ্বর ঔরাঙ্গজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে। নাচাইউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেণ্টও মদুগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

'হনুমান চরিত্র' ও 'কর্ণাটকুমার' নাটকের অভিনয়ও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেলে, ১লা মার্চ্চ তারিখে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্য-রজনী উপলক্ষে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া 'The Police of Pig and Sheep'

* "THE 'GAJANANDA' FARCE. To the Editor of the *Indian Mirror*. Sir,—That objectionable farce 'Gajananda' was again brought on the stage of the Great National Theatre last night, but under a new name, and in a somewhat different garb. I must, however, candidly admit, that there was nothing obscene in it. The presence of the Police had no doubt something to do with it. The Director of the Theatre availed himself of a pause between the two Acts to harangue the audience in eloquent language on behalf of his Company, and was quite successful too...." Yours truly G. C. Dey. *The 24th Feb.* 1876 (*The Indian Mirror* for Feb. 27, 1876.)

নামে একটি প্রহসন ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হইল। এই অভিনয়-শেষেও উপেন্দ্রনাথ দাস 'অভিনেত্রী' সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বক্তৃতা করেন। নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য বড়লাট নর্থব্রুক ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন এবং এ-সম্বন্ধে একটি আইন করিতেও বদ্ধপরিকর হইলেন।

১লা মার্চ্চ তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিলেন,—

> A GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY was issued last evening containing an Ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest....
>
> We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous farce, entitled "Gajanund" on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta. All honor to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency. The Ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Viceregal Council on the subject.

এদিকে তিনবার বাধা পাইবার পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার আর নিষিদ্ধ প্রহসনগুলির অভিনয় না দেখাইয়া সাধারণ অভিনয় দেখাইবার বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু ইহাতেই ব্যাপার মিটিয়া গেল না। গবর্ন্মেণ্ট একদিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট ন্যাশনালের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অন্য উপায়ে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'উভয় সঙ্কট' অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যখন 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনর সদলবলে গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু-প্রমুখ আট জন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ—পূর্ব্বে অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। ৬ই মার্চ্চ তারিখে উত্তর-বিভাগের

ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্সের এজলাসে দশ জন আসামীর বিচার আরম্ভ হইল। * ৮ই মার্চ্চ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্র বাবু ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইল ; অন্য সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। এই রায়ের সম্বন্ধে ১৮৭৬ সনের ১০ই মার্চ্চ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লিখিলেন,—

> গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর সামান্য পরিশ্রমের সহিত এক এক মাস মেয়াদ হইয়াছে : যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।

সে যাহা হউক এই বিচারের পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। এই মোকদ্দমায় সে-যুগের অনেক বিখ্যাত উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চ বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবার এজলাসে এই মোকদ্দমার শুনানী হইল। এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নির্দ্দেশ-মত মিঃ ব্রানসন্, এম. ঘোষ ও টি. পালিত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ২০এ মার্চ্চ বিচারপতিদ্বয় রায় দিলেন। হাইকোর্টের বিচারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্র বাবু ও অমৃতলাল দুই জনেই মুক্তি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সনের মার্চ্চ মাসে Dramatic Performances Control Bill নামে যে আইনটির খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয় তাহা সে বৎসরের শেষের দিকে আইনে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

* "Yesterday the Court of the Magistrate of the Northern Division was crowded to suffocation, the occasion being the trial of the actors of the Great National Theatre, under Sections 292 and 294 of the Penal Code, they having been alleged to have acted on the 1st instant an immoral piece, entitled '*Surendro Benodini*. The defendants, ten in number, were arrested on warrants issued by Mr. Dickens, and, after being confined a whole night, were released on bail to appear before the Magistrate on Monday···The case was, after this, adjourned till tomorrow."—*The Indian Mirror* for March 7, 1876.

হইল বলা যাইতে পারে। ১৮৭৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিলেন,—

নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এই রূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে সেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রুকুটীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।

ভ্রম-সংশোধন।—২২ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে "১লা এপ্রিল" স্থলে "২১এ মার্চ্চ" পড়িতে হইবে।

পরিশিষ্ট (ক)

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের যে-সকল উল্লেখ আমি সমকালীন সংবাদপত্রে পাইয়াছি, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

ন্যাশনাল থিয়েটার

(জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ি)

নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	৭ ডিসেম্বর ১৮৭২, শনিবার	ন্যা। পেপার ১১-১২-৭২
জামাই-বারিক	ঐ	১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২	ঐ ১৮-১২-৭২
নীলদর্পণ	ঐ	২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২	ঐ ২৫-১২-৭২
সধবার একাদশী	ঐ	২৮ ডিসেম্বর ১৮৭২	ঐ ২৫-১২-৭২
নবীন-তপস্বিনী	ঐ	৪ জানুয়ারি ১৮৭৩	অমৃত বা. প. ৯-১-৭৩ ; মধ্যস্থ, ২৯ পৌষ ১২৭৯
লীলাবতী	ঐ	১১ জানুয়ারি ১৮৭৩	ন্যা. পেপার ১৫-১-৭৩
বিয়ে পাগলা বুড়ো ... কুজ্জার কুপটন, নব বিদ্যালয়, মুস্তফি সাহেব-কা পাকা তামাশা. পরীস্থান প্রভৃতি	ঐ	১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩, বুধবার	ন্যা. পেপার ২২-১-৭৩ ; মধ্যস্থ, ৩ মাঘ ১২৭৯
নবীন-তপস্বিনী ...	দীনবন্ধু মিত্র	১৮ জানুয়ারি ১৮৭৩, শনিবার	ন্যা. পেপার ২২-১-৭৩
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন	২২ জানুয়ারি ১৮৭৩, বুধবার	ঐ ২২-১-৭৩
নব-নাটক	ঐ	২৫ জানুয়ারি ১৮৭৩, শনিবার	মধ্যস্থ, ২০ মাঘ ১২৭৯

নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	অমৃত বা. প. ৩০-১-৭৩
নয়শো রুপেয়া (১ম অভিনয়)	শিশিরকুমার ঘোষ	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	গ্যা. পেপার ১২-২-৭৩ ; ই. মিরার ৬-২-৭৩
জামাই-বারিক	দীনবন্ধু মিত্র	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	অ. বা. প. ২০-২-৭৩
'ভারতমাতা'র একটি দৃশ্য	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো।		
ভারত রাজলক্ষ্মী	(হিন্দু মেলায়	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩,	গ্যা. পে. ১৯, ২৬-২-৭৩,
নীলদর্পণ	অভিনীত)	রবিবার	৫-৩-৭৩
কৃষ্ণকুমারী .	মধুসূদন দত্ত	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, শনিবার	অ. বা. প. ২০-২-৭৩
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	ইংলিশম্যান ২৫-২-৭৩
বুড়ো শালিকের ... ঘাড়ে রোঁ	মধুসূদন দত্ত	৮ মার্চ ১৮৭৩	ঐ ৮-৩-৭৩
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন		

প্যান্টোমাইম :—বিলাতী বাবু ; সাব্‌ডিভিশ্যন্‌ বুক ; প্রাইভেট থিয়েটারের গানকাম : মডেল স্কুল ; মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা ; পরীস্থান।

মুস্তফী সাহেবের বক্তৃতা

টাউন-হলে

নীলদর্পণ .	দীনবন্ধু মিত্র	২৯ মার্চ ১৮৭৩	ইংলিশম্যান ২৯-৩-৭৩
সধবার একাদশী	ঐ	৫ এপ্রিল ১৮৭৩	অ. বা. প. ৩-৪-৭৩

(রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে)

কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	১২ এপ্রিল ১৮৭৩	অ. বা. প. ১০-৪-৭৩
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১৯ এপ্রিল ১৮৭৩	ইংলিশম্যান ১৯-৪-৭৩
কিঞ্চিৎ জলযোগ ...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	২৬ এপ্রিল ১৮৭৩	অ. বা. প. ২৪-৪-৭৩
একেই কি বলে সভ্যতা ?	মধুসূদন দত্ত		
ডিস্‌পেনসারি,			
চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেনসারি			
ভারত-সঙ্গীত			
কপালকুণ্ডলা ...		১০ মে ১৮৭৩	অ. বা. প. ৮-৫-৭৩
ভারত-সঙ্গীত			

(ঢাকায়)

—মে-জুন ১৮৭৩

(কলিকাতা, অপেরা হাউস)

কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	১৬ জুলাই ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিয়ট ১৪-৭-৭৩

(পুনরায় সান্যাল-বাড়ি)

হেমলতা	হরলাল রায়	১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩	অ. বা. প. ১১-১২-৭৩
কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র	২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩	ঐ ১৮-১২-৭৩
হেমলতা	হরলাল রায়	২৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩	ঐ ২৫-১২-৭৩
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	৩ জানুয়ারি ১৮৭৪	ঐ ১-১-৭৪
আমিনে উন্মাদিনী	শ্রীনাথ চৌধুরী	১০ জানুয়ারি ১৮৭৪	ঐ ৮-১-৭৪
কিঞ্চিৎ জলযোগ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ		
মোহন্ত			
ভারতমাতা	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো		
কুসুমকুমারী ...	চন্দ্রকালী ঘোষ	১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪	১৫-১-৭৪
Exhibitions of *Chemical Operations* and Magical Entertainments by Chemical Professors, Lately arrived from Europe.			
হেমলতা ...	হরলাল রায়	২৮ জানুয়ারি ১৮৭৪	
বাজারের লড়াই	শিশিরকুমার ঘোষ		
বুঝলে কি না ...	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (?)	১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, বুধবার	হিন্দু পেট্রিয়ট ৯-২-৭৪
বাজারের লড়াই	শিশিরকুমার ঘোষ		
মৃণালিনী ...		১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	অ. বা. প. ১২-২-৭৪ ; হিন্দু পেট্রিয়ট ১৬-২-৭৪
হেমলতা (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি)	হরলাল রায়	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, মঙ্গলবার	হিন্দু পেট্রিয়ট ২৩-২-৭৪
লীলাবতী	দীনবন্ধু মিত্র	২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	অ. বা. প. ১৯-২-৭৪

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

(লিণ্ডসে ষ্ট্রীট—অপেরা হাউসে)

শর্ম্মিষ্ঠা ...	মধুসূদন দত্ত	৫ এপ্রিল ১৮৭৩	ইংলিশম্যান ৫-৪-৭৩
মডেল স্কুল			
বিলাতী বাবু			
উপাধি-বিতরণ			
মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা			
অখিলের ব্যায়াম-ক্রীড়া			
বিধবা-বিবাহ নাটক ...	উমেশচন্দ্র মিত্র	১২ এপ্রিল ১৮৭৩	ইংলিশম্যান ১০-৪-৭৩

(হাবড়া রেলওয়ে থিয়েটার)

নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৬ এপ্রিল ১৮৭৩	স. বা. প. ১২-৬-৭৩

(পূর্ব্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি—ঢাকা)

নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	মে-জুন ১৮৭৩	অ. বা. প. ২২-৫-৭৩
নব-নাটক, ইত্যাদি	রামনারায়ণ তকরত্ন		ঐ ৪-৯-৭৩

(চুঁচুড়া—বারিকের হলে)

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩	ই. মিরার ১৭-৯-৭৩
গোহন্তের এই কি কাজ ?			

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

(২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কৃষ্ণচন্দ্র দেবের

মালতীমাধব নাটক	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	এ. গেজেট ২৮-২-৭৩ ; ই. মিরার ১৫-২-৭৩
মনোরমা নাটক	মদনমোহন মিত্র	২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩	স্থা. পেপার ১২-২-৭৩
——	——	৮ মার্চ্চ ১৮৭৩	স্থা. পেপার ১২-৩-৭৩
বিদ্যাসুন্দর ... চক্ষুদান	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (?) রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৫ মার্চ্চ ১৮৭৩	স্থা. পে. ১৯-৩-৭৩ ; 'মধ্যস্থ' ১০ চৈত্র ১২৭৯
রত্নাবলী ...	রামনারায়ণ তর্করত্ন	২২ মার্চ্চ ১৮৭৩	স্থা. পে. ১৯-৩-৭৩ ; 'মধ্যস্থ' ১০ চৈত্র ১২৭৯

বেঙ্গল থিয়েটার

(বীডন ষ্ট্রীট—কলিকাতা)

শর্ম্মিষ্ঠা ...	মধুসূদন দত্ত	১৬ আগষ্ট ১৮৭৩	হিন্দু পে. ১৮-৮-৭৩
শর্ম্মিষ্ঠা	মধুসূদন দত্ত	২৩ আগষ্ট ১৮৭৩	ই. মিরার ৩০-৮-৭৩
উভয় সঙ্কট	রামনারায়ণ তর্করত্ন		
মোহন্তের এই কি কাজ ...	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (?)	৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩	ই. মিরার ১১-৯-৭৩
ঐ	ঐ	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩	ই. মিরার ১৬-৯-৭৩
চক্ষুদান	রামনারায়ণ তর্করত্ন	৫ অক্টোবর ১৮৭৩	নাট্য-মন্দির, ৪র্থ বর্ষ, পৃ. ১৪৯-৫০
রত্নাবলী	ঐ	২২ নবেম্বর ১৮৭৩	ঐ
কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	২৯ নবেম্বর ১৮৭৩	ঐ
মোহন্তের এই কি কাজ ?		১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩	ইং. ১৩-১২-৭৩
দুর্গেশনন্দিনী		২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩	ইং. ২০-১২-৭৩
ঐ		২৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩	ইং. ২৭—১২—৭৩
ঐ (৩য় অভিনয়)		৩ জানুয়ারি ১৮৭৪	এ. গেজেট ৩০-১-৭৪
অপূর্ব্ব কারাবাস		১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪	হিন্দু পে. ১৯-১-৭৪
দুর্গেশনন্দিনী		১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	হিন্দু পে. ১৬-২-৭৪
ঐ		২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	ইং. ২৪-২-৭৪
রত্নাবলী ...	রামনারায়ণ তর্করত্ন	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	ইং. ৩-৩-৭৪
এরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব	কস্যচিৎ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য		
প্রভাবতী ('লেডী অফ দি লেকে'র অনুসরণে)	...	৭ মার্চ্চ ১৮৭৪	হিন্দু পে. ৯-৩-৭৪
বিদ্যাসুন্দর ...	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৪ মার্চ্চ ১৮৭৪	ইংলিশম্যান ১৭-৩-৭৪
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন		
মালতীমাধব ...	রামনারায়ণ	২১ মার্চ্চ ১৮৭৪	নাট্য-মন্দির, ৪র্থ বর্ষ, পৃ. ১৫১
রুক্মিণীহরণ ...	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১১ এপ্রিল ১৮৭৪	ইংলিশম্যান ১৩-৪-৭৪
উভয়সঙ্কট	ঐ		

মায়াকানন (১ম অভিনয়)	মধুসূদন দত্ত	১৮ এপ্রিল ১৮৭৪	ইংলিশম্যান ১৭-৪-৭৪; হিন্দু পে. ২০-৪-৭৪
ঐ (২য় অভিনয়)	ঐ	২৫ এপ্রিল ১৮৭৪	ইংলিশম্যান ২৫-৪-৭৪
দুর্গেশনন্দিনী ...		২ মে ১৮৭৪	ইং. ২-৫-৭৪
কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	৯ মে ১৮৭৪	ইং. ৯-৫-৭৪
পদ্মাবতী	ঐ	৪ জুলাই ১৮৭৪	ইং. ৪-৭-৭৪
দুর্গেশনন্দিনী		১৫ আগষ্ট ১৮৭৪	ইং. ১৮-৮-৭৪
পুরুবিক্রম	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	২২ আগষ্ট ১৮৭৪	ইং. ২২-৮-৭৪
দুর্গেশনন্দিনী ...		৩ অক্টোবর ১৮৭৪	ইং. ৩-১০-৭৪
Opera Troubles			
কেরাণী দর্পণ ...		১০ অক্টোবর ১৮৭৪	ইং. ১৪-১০-৭৪
Opera Troubles			
দুর্গেশনন্দিনী ...		৫ ডিসেম্বর ১৮৭৪	ইং. ৮-১২-৭৪
ঐ		১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪	ই.ডে.নিউজ ১৫-১২-৭৪
মণিমালিনী		২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪	ইংলিশম্যান ২৮-১২-৭৪
মায়াকানন	মধুসূদন দত্ত	২ জানুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ২-১-৭৫
কৃষ্ণকুমারী ... (মৌলা বক্‌শের গান)	ঐ	৯ জানুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ৯-১-৭৫
আলালের ঘরের দুলাল	হীরালাল মিত্র	১৬ জানুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ১৬-১-৭৫
প্রহসন :—অপেরা			
শর্ম্মিষ্ঠা ...	মধুসূদন দত্ত	২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ২৩-১-৭৫
সতী কি কলঙ্কিনী *	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ৬-২-৭৫
(গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর সহিত মিলিত অভিনয়)			
কপালকুণ্ডলা	(গ্রে. ন্যা. অ. কোং...)	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ১৩-২-৭৫
অপূর্ব্ব কারাবাস	(গ্রে. ন্যা. অ. কোং...)	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ২০-২-৭৫
ভীমসিংহ (ওথেলোর মর্ম্মানুবাদ)	তারিণীচরণ পাল (গ্রে. ন্যা. অ. কোং...)	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ইং. ২৭-২-৭৫

* অমৃতলাল বসু ('অমৃত-মদিরা', পৃ: ২৮৩), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সতী কি কলঙ্কিনী'র গ্রন্থকার। কিন্তু ১ম সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পাইতেছি।

মেঘনাদবধ	মধুসূদন দত্ত	৬ মার্চ ১৮৭৫	ইংলিশম্যান	৬-৩-৭৫
	(গ্রে. ন্যা. অ. কোং...)			
ঐ	ঐ ঐ	১৩ মার্চ ১৮৭৫	ইং.	১৩-৫-৭৫
দুর্গেশনন্দিনী		২৫ মার্চ ১৮৭৫, বৃহস্পতিবার	ইং.	২৫-৩-৭৫
গুইকোয়ার নাটক	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	২২ মে ১৮৭৫, শনিবার	ইং. অ. বা. প.	২২-৫-৭৫ ; ২০-৫-৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (১ম অভিনয়)	ভুবনদাস দাস (দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার)	১৪ আগষ্ট ১৮৭৫	ইং. অ. বা. প.	১৭-৮-৭৫ ; ১২-৮-৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী	(নি. এ. থিয়েটার)	২১ আগষ্ট ১৮৭৫	অ. বা. প.	১৯-৮-৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ...	(নি. এ. থি.)	২৮ আগষ্ট ১৮৭৫	অ. বা. প.	২৬-৮-৭৫
অর্থাগমের নূতন উপায় বা মেয়ে মানুষে কি না হয়				
বীরনারী ...	(নি. এ. থি.)	৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫	অ. বা. প.	২-৯-৭৫
ভারত-সঙ্গীত				
কিঞ্চিৎ জলযোগ				
বঙ্গবিজেতা ...	রমেশচন্দ্র দত্ত	১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫	ই.	১১-৯-৭৫
(১ম অভিনয়)	(নি. এ. থিয়েটার)			
বঙ্গবিজেতা ...	(নি. এ. থিয়েটার)	১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫	অ. বা. প.	১৬-৯-৭৫
মাখাল ফল				
পলাশীর যুদ্ধ ...	নবীনচন্দ্র সেন	২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫	ইং.	২৫-৯-৭৫
মাখাল ফল	(নি. এ. থিয়েটার)			

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

(৬ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

কাম্যকানন ইয়ং বেঙ্গল		৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩, বুধবার	অ. বা. প.	২৫-১২-৭৩
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র (বেলভিডিয়ার প্রাসাদে সখের বাজারে)	১ জানুয়ারি ১৮৭৪	ভারত-সংস্কারক	১৯ পৌষ ১২৮০
বিধবা-বিবাহ নাটক	উমেশচন্দ্র মিত্র	১০ জানুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সোমপ্রকাশ	১৯-১-৭৪
প্রণয়পরীক্ষা	মনোমোহন বসু	১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪	সাধারণী হিন্দু পে.	৮-২-৭৪ ; ১৯-১-৭৪

কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪	সোমপ্রকাশ ২-২-৭৪
নন্দবংশোচ্ছেদ ... উচিত ফল	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪	ভারত-সংস্কারক ৬-২-৭৪
কপালকুণ্ডলা .		৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	ভারত-সংস্কারক ২০-২-৭৪
ঐ		১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	সোমপ্রকাশ ২৩-২-৭৪ ; হিন্দু পে. ১৬-২-৭৪
মৃণালিনী		২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪	সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, বুধবার	সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪
মৃণালিনী		২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	ইংলিশম্যান ২৮-২-৭৪
নগরের নবরত্নসভা		৭ মার্চ্চ ১৮৭৪	ইং. ৭,১১-৩-৭৪ হিন্দু পে. ৯-৩-৭৪
কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র	১৪ মার্চ্চ ১৮৭৪	ইং. ১৭-৩-৭৪
সধবার একাদশী	... ঐ	২৮ মার্চ্চ ১৮৭৪	ই. ৩১-৩-৭৪
কমলে কামিনীর একটি দৃশ্য			
কপালকুণ্ডলা	...	৪ এপ্রিল ১৮৭৪	ইং. ৭-৪-৭৪
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১১ এপ্রিল ১৮৭৪	ইং. ১৭-৪-৭৪
হেমলতা	হরলাল রায়	১৮ এপ্রিল ১৮৭৪	হিন্দু পে. ২০-৪-৭৪
শকুন্তলা (মূল সংস্কৃত)		২ মে ১৮৭৪	এ. গেজেট ৮-৫-৭৪
(দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনয়)			হিন্দু পে. ২৭-৪-৭৪
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩০ মে ১৮৭৪	অ. বা. প. ২৮-৫-৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪	ই. ডে. নিউজ ১৯-৯-৭৪ ; অ. বা. প. ১৭-৯-৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী	ঐ	২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪	অ. বা. প. ২৪-৯-৭৪
পুরুবিক্রম	জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	৩ অক্টোবর ১৮৭৪	অ. বা. প. ১-১০-৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	১০ অক্টোবর ১৮৭৪	অ. বা. প. ৮-১০-৭৪
ভারতে যবন	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো।		
রুদ্রপাল ... (১ম অভিনয়)	হরলাল রায়	৩১ অক্টোবর ১৮৭৪	ই. ডে. নিউজ ৪-১১-৭৪ ; ইং. ৩১-১০-৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	৭ নবেম্বর ১৮৭৪	ই. ডে. নিউজ ৭-১১-৭৪ ;
ভারতে যবন	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো।		অ. বা. প. ৫-১১-৭৪

আনন্দ কানন ... কিঞ্চিৎ জলযোগ	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৪ নবেম্বর ১৮৭৪	ই. ডে. নি. ১৪-১১-৭৪ ; অ. বা. প. ১২-১১-৭৪
আনন্দ কানন ...	লক্ষ্মীনারায়ণ	২১ নবেম্বর ১৮৭৪	ই. ডে. নি. ২১-১১-৭৪ ;
কিঞ্চিৎ জলযোগ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ		অ. বা. প. ১৯-১১-৭৪
রুদ্রপাল ...	হরলাল রায়	২৮ নবেম্বর ১৮৭৪ (এই অভিনয় হয় নাই)	অ. বা. প. ২৬-১১-৭৪
শত্রুসংহার (অমৃতলাল বসুর সাহায্য রজনী)	হরলাল রায়	২ ডিসেম্বর ১৮৭৪, বুধবার	অ. বা. প. ২৬-১১-৭৪
শত্রুসংহার	হরলাল রায়	১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪, শনিবার	অ. বা. প. ১০-১২-৭৪
ঐ	ঐ	১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪	ই. ডে. নি. ১৯-১২-৭৪ ; অ. বা. প. ১৭-১২-৭৪
বঙ্গের সুখাবসান	ঐ	২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪	অ. বা. প. ২৪-১২-৭৪
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	২ জানুয়ারি ১৮৭৫	অ. বা. প. ৩১-১২-৭৪
ঐ	ঐ	৯ জানুয়ারি ১৮৭৫	অ. বা. প. ১৪-১-৭৫
প্যান্টোমাইম ...		১৬ জানুয়ারি ১৮৭৫	ইংলিশম্যান ১৬-১-৭৫ ;
রাসলীলা			অ. বা. প. ২১-১-৭৫
শরৎ-সরোজিনী ...	দুর্গাদাস দাস	২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫	অ. বা. প. ২১-১-৭৫
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	৩০ জানুয়ারি ১৮৭৫	ই. ৩০-১-৭৫
ঐ	ঐ	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ই. ৬-২-৭৫
শত্রুসংহার	হরলাল রায়	১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, বুধবার	ই. ১০-২-৭৫
নবীন তপস্বিনী	দীনবন্ধু মিত্র	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার	ই. ১৩-২-৭৫
নগ-নলিনী	প্রমথনাথ মিত্র	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	ই. ২০-২-৭৫
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫	অ. বা. প. ৪-৩-৭৫
হেমলতা	হরলাল রায়	৬ মার্চ্চ ১৮৭৫	ই. ৬-৩-৭৫
সধবার একাদশী	দীনবন্ধু মিত্র	২০ মার্চ্চ ১৮৭৫	ই. ২০-৩-৭৫
জামাই বারিক ...	দীনবন্ধু মিত্র	৩ এপ্রিল ১৮৭৫	ই. ৩-৪-৭৫
ভারতে যবন	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো		
নয়শো রূপেয়া ...	শিশিরকুমার ঘোষ	১০ এপ্রিল ১৮৭৫	অ. বা. প. ৮-৪-৭৫
ভারত-সঙ্গীত			
তিলোত্তমাসম্ভব	মধুসূদন দত্ত	১৭ এপ্রিল ১৮৭৫	ইংলিশম্যান ১৭-৪-৭৫
একেই কি বলে সভ্যতা	ঐ		

সাক্ষাৎ দর্পণ		২৪ এপ্রিল	১৮৭৫	অ. বা. প.	২২-৪-৭৫
নন্দনকানন (গীতিনাট্য)		৮ মে	১৮৭৫	ইংলিশম্যান	৮-৫-৭৫
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস*	১৫ মে	১৮৭৫	ইং.	১৫-৫-৭৫
পদ্মিনী ...	মহেন্দ্রলাল বসু	৩ জুলাই	১৮৭৫	ইং.	৩-৭-৭৫
ভারত-সঙ্গীত (মহেন্দ্রলাল বসুর সাহায্য-রজনী)					
পদ্মিনী ...	মহেন্দ্রলাল বসু	৭ আগষ্ট	১৮৭৫	ইং.	৭-৮-৭৫

দি ইণ্ডিয়ান ('লেট' গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার

শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	১৪ আগষ্ট	১৮৭৫	ইংলিশম্যান	১৪-৮-৭৫
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২১ আগষ্ট	১৮৭৫	অ. বা. প.	১৯-৮-৭৫
অপূর্ব্ব সতী (সুকুমারী দত্তের সাহায্য-রজনী)	সুকুমারী দত্ত	২৩ আগষ্ট সোমবার	১৮৭৫,	ইং.	২৩-৮-৭৫
সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	২৮ আগষ্ট শনিবার	১৮৭৫,	ইং.	২৮-৮-৭৫
ডাক্তার বাবু		৪ সেপ্টেম্বর	১৮৭৫	ইং.	৪-৯-৭৫
রং-তামাশা ও নৃত্য		১১ সেপ্টেম্বর	১৮৭৫	ইং.	১১-৯-৭৫
পুরুবিক্রম	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	১৮ সেপ্টেম্বর	১৮৭৫	ইং.	১৮-৯-৭৫
কনক পদ্ম ...	হরলাল রায়	২৫ সেপ্টেম্বর	১৮৭৫	ইং.	২৫-৯-৭৫
Burlesque †					
বৃত্রসংহার	হেমচন্দ্র বন্দ্যো।	৬ নবেম্বর	১৮৭৫	ইং.	৬-১১-৭৫

* 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে গ্রন্থকার-রূপে দুর্গাদাস দাসের নাম আছে। ইহা যে ছদ্মনাম এবং উপেন্দ্রনাথ দাসই যে নাটক দুইখানির রচয়িতা তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ('ছোট গল্প', ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)।

† ১৮৭৫, ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতেছি,—

Burlesque ! Burlesque ! Burlesque !

এই কলিকাল

ব্যঙ্গকাব্য।

অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় কেহ ব্যঙ্গ কাব্য প্রণয়ন করেন নাই। এইখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়া গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটরে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে।...

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

হীরকচূর্ণ নাটক	অমৃতলাল বসু	২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫	অ. বা. প.	২৩-১২-৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (১ম অভিনয়)	দুর্গাদাস দাস	৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫, শুক্রবার	অ. বা. প.	৩০-১২-৭৫
শরৎ-সরোজিনী	ঐ	২ জানুয়ারি ১৮৭৬, রবিবার	অ. বা. প.	৩০-১২-৭৫
প্রকৃত বন্ধু	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়	৮ জানুয়ারি ১৮৭৬, শনিবার	অ. বা. প.	১৩-১-৭৬
সরোজিনী	জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬	অ. বা. প.	১৩-১-৭৬
ঐ	ঐ	২২ জানুয়ারি ১৮৭৬	ইংলিশম্যান	২৫-১-৭৬
ঐ	ঐ	২৯ জানুয়ারি ১৮৭৬	অ. বা. প.	২৭-১-৭৬
বিদ্যাসুন্দর	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬	অ. বা. প.	৩-২-৭৬
ঐ	ঐ	১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬	অ. বা. প.	১০-২-৭৬
সরোজিনী ... গজদানন্দ ও যুবরাজ	জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬	ইং.	১৯-২-৭৬
সতী কি কলঙ্কিনী... গজদানন্দ	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, বুধবার (অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী)	ইং.	২৩-২-৭৬
কর্ণাটকুমার ... হনুমান চরিত্র	সত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী	২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, শনিবার	ইংলিশম্যান	২৬-২-৭৬
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ... পুলিশ অফ পীগ্ এণ্ড শীপ্	দুর্গাদাস দাস	১ মার্চ ১৮৭৬, বুধবার (উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্য-রজনী)	ইং.	১-৩-৭৬
সতী কি কলঙ্কিনী ... উভয় সঙ্কট	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো রামনারায়ণ তর্করত্ন	৪ মার্চ ১৮৭৬, শনিবার	ইংলিশম্যান	৪-৩-৭৬
সরোজিনী ...	জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	১১ মার্চ ১৮৭৬ (বিপন্ন অভিনেতাদের সাহায্যকল্পে)	ইং.	১১-৩-৭৬
আনন্দ কানন	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৮ মার্চ ১৮৭৬	ইং.	১৮-৩-৭৬
পদ্মিনী	মহেন্দ্রলাল বসু	১ এপ্রিল ১৮৭৬	ইং.	১-৪-৭৬
ভীমসিংহ	তারিণীচরণ পাল	৮ এপ্রিল ১৮৭৬	ইং.	৮-৪-৭৬

পরিশিষ্ট (খ)

কয়েক জন নাটক-রচয়িতার নাট্যগ্রন্থ

রামনারায়ণ তর্করত্ন ঃ—

১।	কুলীন কুলসর্ব্বস্ব	১৮৫৪ সন	
২।	বেণীসংহার নাটক	১৮৫৬, জুন	(২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩)
৩।	রত্নাবলী নাটক	১৮৫৮, মার্চ	(২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪)
৪।	অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক	১৮৬০, সেপ্টেম্বর	(১০ আশ্বিন, ১২৬৭)
৫।	যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	১৮৬৫ (?)	
৬।	বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক	১৮৬৬, এপ্রিল	(১৫ বৈশাখ ১২৭৩)
৭।	মালতীমাধব নাটক	১৮৬৭, সেপ্টেম্বর	(১৫ আশ্বিন ১২৭৪)
৮।	উভয় সঙ্কট	১৮৭০ (?)	(১২৭৬ সাল)
৯।	চক্ষুদান	ঐ	ঐ
১০।	রুক্মিণীহরণ নাটক	১৮৭১, আগষ্ট	(ভাদ্র ১২৭৮)
১১।	স্বপ্নধন নাটক	১৮৭৩, অক্টোবর	(কার্ত্তিক ১২৮০)
১২।	ধর্ম্ম-বিজয় নাটক	১৮৭৫, সেপ্টেম্বর	(২০ ভাদ্র ১২৮২)
১৩।	কংসবধ নাটক	১৮৭৫ (?)	(১২৮২ সাল)

রামনারায়ণ একটি আত্মকথা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাহা ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই আত্মকথার যে-অংশে রামনারায়ণের নাট্যগ্রন্থের কথা আছে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি;—

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতন বাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম [? রামজয়] বসাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

দুর্নীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকট ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহার বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

... ...

কেরলীকুসুম নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। [ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে ১২৮০ সালে সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়]

রামনারায়ণের এই আত্মকথা ১২৭৮ সালে (১৮৭২ সনে) রচিত বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। রামনারায়ণ লিখিয়াছেন,—

১২৭৮ [?] সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।

জানা গেল, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয় সেই বৎসরেই এই আত্মকথা রচিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতক' প্রকাশিত হয় ১২৭৮ সালে। ১২৭৮, ১৫ই ফাল্গুন (২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে পাইতেছি,—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।— ১। আর্য্যাশতক। এ খানি সংস্কৃত। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহা রচনা করিয়াছেন। যেপ্রকার রচনা হইয়াছে এক্ষণে এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।...

কালীপ্রসন্ন সিংহ :—

১।	বাবু নাটক	১৮৫৩ (?)	
২।	বিক্রমোর্ব্বশী	১৮৫৭, সেপ্টেম্বর	
৩।	সাবিত্রী সত্যবান নাটক	১৮৫৮	(শকাব্দা ১৭৮০)
৪।	মালতীমাধব নাটক	১৮৫৯	

মাইকেল মধুসূদন দত্ত :—

১।	শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১৮৫৮, ডিসেম্বর	(১৫ পৌষ, সন ১২৬৫)
২।	একেই কি বলে সভ্যতা ?	১৮৬০ *	
৩।	বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬০ *	
৪।	পদ্মাবতী	১৮৬০	
৫।	কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৮৬১	
৬।	মায়াকানন	১৮৭৪, জানুয়ারি	

দীনবন্ধু মিত্র :—

১।	নীল দর্পণং নাটকং	১৮৬০, সেপ্টেম্বর	(ঢাকা ১৭৮২ শকাব্দা, ২ আশ্বিন)
২।	নবীন তপস্বিনী নাটক	১৮৬৩	(কৃষ্ণনগর ১২৭০ সাল)
৩।	বিয়ে পাগলা বুড়ো	১৮৬৬	

* "...The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces..." Jotendro Mohun Tagore to M. S. Datta, dated 31st December 1859. ('মধুস্মৃতি', পৃ. ১২৮)

৪। সধবার একাদশী ১৮৬৬

৫। লীলাবতী ১৮৬৭

৬। জামাই-বারিক ১৮৭২

৭। কমলে কামিনী নাটক ১৮৭৩ (১২৮০ সাল)

মনোমোহন বসু :—

১। রামাভিষেক নাটক ১৮৬৭, মে (শকাব্দা: ১৭৮৯, ১৫ জ্যৈষ্ঠ)

২। প্রণয়পরীক্ষা নাটক ১৮৬৯, আগষ্ট (ভাদ্র ১২৭৬ সাল)

৩। সতী নাটক ১৮৭৩, জানুয়ারি (১৭ মাঘ, ১২৭৯)

৪। হরিশ্চন্দ্র ১৮৭৪, ডিসেম্বর (পৌষ ১২৮১)

৫। নাগাশ্রমের অভিনয় ১৮৭৫ (শকাব্দা: ১৭৯৬)

৬। পার্থপরাজয় ১৮৮১, ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন শকাব্দ ১৮০২)

৭। রাসলীলা নাটক ১৮৮৯, মে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬)

৮। আনন্দময় নাটক ১৮৯০, জুন (আষাঢ় ১২৯৭)